পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 161 Wednesday, 13 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৬১ সংখ্যা ✱ ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩, বুধবার, ১৩ মে ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা’, মোদির সুরে হুঁশিয়ারি অশোকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ শপথ গ্রহণের পরেই রেশন দুর্নীতি দমনে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। মঙ্গলবার খাদ্য দফতরের দায়িত্ব নিয়েই তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, ‘না খাউঙ্গা, না কিসি কো খানে দুঙ্গা।’ দুর্নীতির শিকা যত গভীরেই থাকুক না কেন, তা উপড়ে ফেলাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য বলে

স্পষ্ট করে দিলেন অশোক কীর্তনিয়া। খাদ্যভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনারা আমাকে মাত্র এক সপ্তাহ সময় দিন। যাঁদের মাধ্যমে এই দুর্নীতি হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব।’’ তিনি স্পষ্ট জানান, মে মাসে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকলেও জুন মাস থেকে উপভোক্তারা রেশনে উৎকৃষ্ট মানের খাদ্যসামগ্রী পাবেন। এদিন রেশন কার্ড ও নাগরিকত্ব নিয়েও বড় বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘ভারতবর্ষের নাগরিক নন এমন কেউ সরকারি সুবিধা পাবেন না। যাঁরা সিএএ-তে আবেদন করেছেন, তাঁরা সমস্ত সরকারি সুযোগ পাবেন।’’ যাঁরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁদের দ্রুত আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর সুর টেনে অশোক কীর্তনিয়া বলেন, ‘‘আমি মাটির মানুষ, লড়াই করে উঠেছি। না খাউঙ্গা, না কিসি কো খানে দুঙ্গা।’’ সুজিত বসুর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘‘আরও হবে, দেখতে থাকুন।’’ তিনি সাফ জানান, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি যে সমস্ত আধিকারিকরা তাঁদের সাহায্য করেছেন, কাউকেই রেয়াত করা হবে না। তাঁর কথায়, ‘‘রাজনৈতিক নেতারা তো দুর্নীতি করেছেন, তাঁদেরকে যাঁরা দুর্নীতি করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকে ছেড়ে দেব? ওতটা ভাল মানুষ আমি নই।’’ এখন দেখার, সাত দিনের এই চরম সময়সীমার পর খাদ্যভবনের ‘প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি’ রুখতে কী কী পদক্ষেপ নেন তিনি।

‘দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স’, দায়িত্ব নিয়েই বললেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ দল-মত নির্বিশেষে দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। দায়িত্ব পেয়েই আজ মঙ্গলবার বিকাশভবনে নিজের দপ্তরে এসে একথা জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এবার থেকে এই নীতি মেনেই সরকার চলবে। অগ্নিমিত্রা আরও জানান, বাংলায় মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাই তাঁর প্রথম কাজ হবে। দল-মত নির্বিশেষে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। বিজেপির ঝান্ডা ধরলেও কোনও দোষী পার পাবে না। বর্তমান সরকারের আমলে দুপুর ৩টে হোক বা রাত ৩টে, মহিলারা নির্ভয়ে বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন বলে আশ্বাস মন্ত্রীর। সোমবার অগ্নিমিত্রা পল, দিলীপ

ঘোষ-সহ মোট ৫ জন মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন হয়েছে। অগ্নিমিত্রা পল পেয়েছেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর এবং পুর ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্ব। দায়িত্ব পাওয়ার পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারই বিকাশভবনে আসেন অগ্নিমিত্রা। সেখান থেকে তিনি বলেন, ‘‘৮ টার পর মহিলারা বাইরে বেরতে পারবে না, সেই দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এতদিন মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনায় থানায় গেলেও এফআইআর নেওয়া হত না। কিন্তু বর্তমানে সেই সব চলবে না। মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনায়, জিরো এফআইআর করা হবে। এতদিন তৃণমূলের পতাকা হাতে থাকলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত না। কিন্তু বর্তমানে তা আর হবে না। দল-মত নির্বিশেষে দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ এছাড়াও অগ্নিমিত্রা অভয়া মামলা, কয়লা চুরি, বালি চুরির ফাইল নতুন করে খোলার হুঁশিয়ারি দেন। তিনি জানান, আইন মেনে সব কাজ করতে হবে। রাজ্যে পালাবদলের পরে নব্য বিজেপি সমর্থকদেরও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। দলীয় পতাকার আড়ালে কোনও দুর্নীতি, সমাজবিরোধী কাজ করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন মন্ত্রী।

আজ বিধায়কদের শপথ

প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিলেন তাপস রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ আঠারোতম বিধানসভার নতুন সদস্যদের শপথ গ্রহণ ঘিরে সাজ সাজ রব বিধানসভা চত্বরে। মঙ্গলবার বিকেলে বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিলেন মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়। আগামী দু’দিন নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর গুরুদায়িত্ব সামলাবেন তিনিই। বিধায়কদের শপথ সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবারই বিধানসভা সচিবালয়ের তরফে জারি করা হয়েছে বিস্তারিত নির্ঘণ্ট। বিধানসভা সচিবালয়ের প্রধান সচিবের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৩ মে অর্থাৎ বুধবার এবং ১৪ মে বৃহস্পতিবার দুই দফায় বিধায়কদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। ১৩ মে অর্থাৎ বুধবার প্রথম দফায় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা। এরপর কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ-সহ উত্তরবঙ্গের ৯টি

জেলার বিধায়কদের শপথ হবে। বিকেলের পর্বে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। ১৪ মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালের অধিবেশনে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের বিধায়করা শপথ নেবেন। বিকেলের শেষ পর্বে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম-সহ বাকি জেলার সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হবে। শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া মসৃণ করতে জেলাশাসকদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শংসাপত্র সংক্রান্ত নির্দেশিকা। শপথ গ্রহণের সময় প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁদের নির্বাচনে জয়ের আসল শংসাপত্র সঙ্গে রাখতে হবে। এছাড়াও, পরিচয়পত্রের জন্য প্রত্যেককে চার কপি স্ট্যাম্প সাইজ রঙিন ছবি আনতে বলা হয়েছে। বিধায়কদের সঙ্গীদের জন্যও রয়েছে নির্দেশিকা। বিধানসভা চত্বরে প্রবেশের জন্য একজন বিধায়ক সর্বোচ্চ দু’জন সঙ্গীকে সঙ্গে রাখতে পারবেন। মানিকতলার বর্ষীয়ান বিধায়ক তাপস রায়ের সংসদীয় অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর শপথের পর বুধবার থেকেই বিধানসভার মূল কক্ষে শুরু হবে কর্মযজ্ঞ। সূত্রের খবর, এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিধায়ক ও তাঁদের অতিথিদের জন্য যেন অস্থায়ী ফটো পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে বিধানসভার গেটে প্রবেশে কোনও সমস্যা না হয়।

খোলা হবে মেসি কাণ্ডের ফাইল!

দায়িত্ব নিয়েই বড় ঘোষণা মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই মেসি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন নিশীথ প্রামাণিক। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক বার্তা দেওয়া পাশাপাশি মেসি কাণ্ডের ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী। গত বছর ডিসেম্বরে (২০২৫) মাসে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী মহাতারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফরে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সুয়ারেজ-ডি পলরা। সল্টলেক যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অব্যবস্থাপনা এবং টিকিট থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও ভাঙচুড় গোটা বিশ্ব দেখেছিল। তোলপার হয়ে গিয়েছিল ফুটবল দুনিয়া। এবার দায়িত্ব নিয়েই মেসি কাণ্ডের ফাইল খতিয়ে দেখার ইঙ্গিত দিলেন বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রি নিশীথ প্রামাণিক। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ‘‘মেসি-কাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি সেই সংক্রান্ত ফাইল চেয়েছি। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া যায় কি না, তা নিয়েও কথা হবে। তদন্তও করা হবে।’’ এছাড়া বাংলার ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ‘‘প্রথম যেদিন আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আমি ক্রীড়ামন্ত্রী হচ্ছি, তখন তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছি। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো পরিদর্শন করেছি। সেখানকার ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জেলায় খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন এবং বেশিরভাগ জায়গায় তা বাস্তবায়িত হয়েছে। আমি বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে বারবার রাজ্যের ক্রীড়া দফতর ও মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও সাড়া পাইনি। নিজের জন্মভূমির জন্য মন্ত্রী হয়েও কাজ করতে না পারার কষ্ট ছিল। তাই এবার দায়িত্ব পেয়ে ভালো লাগছে। এই যন্ত্রণা কিছুটা কমল।’’ এছাড়াও তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়ার বুনিয়াদি পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে। অলিম্পিকের মতো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য শুরু থেকেই সঠিক কোচিং দিতে চাই।’’

‘কাজ করলে শিরদাঁড়া বাঁকাতে হয় না, আপনারা তো আইএএস অফিসার’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ নবান্নর অন্দরে ‘রাজনৈতিক দাসত্ব’ ঝেড়ে ফেলে পেশাদারিত্ব ফেরাতে এবার আসরে নামলেন খোদ রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। মঙ্গলবার সব দফতরের সচিবদের নিয়ে আয়োজিত প্রথম বৈঠকেই ১৯৯০ ব্যাচের এই আইএএস আধিকারিক স্পষ্ট করে দিলেন, নতুন জমানায় কাজ হবে কেবল নিয়মের ভিত্তিতে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পদ থেকে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বৈঠকেই আইএএস অফিসারদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মনোজ আগরওয়াল। তিনি বলেন, ‘‘আমি সবাইকে বলব শিরদাঁড়া শক্ত করে কাজ করুন। কাজ করলে শিরদাঁড়া বাঁকাতে হয় না। আপনারা আইএএস অফিসার, নিজের দায়িত্ব পালন করে যান।’’ এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি নির্দেশ দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রাজ্যে এতদিন থমকে ছিল, তা দ্রুত চালু করতে হবে। সেই সঙ্গে বিজেপির ‘সংকল্প পত্রে’র ঘোষণাগুলি বাস্তবায়নে প্রতিটি দফতরকে দ্রুত পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সোমবারই নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ ছিল, গরু পাচার সীমান্ত বা রাজ্য সড়ক - কোথাও যেন না দেখা যায়। কয়লা ও বালি পাচার নিয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিতে হবে। প্রোমোটারি ক্ষেত্রে কোনও সিন্ডিকেট রাজ বা তোলাবাজি চলবে না। অন্যদিকে, সরকারি জমি জবরদখল রুখতে হবে এবং যে কোনও বেআইনি নির্মাণ দেখা মাত্রই ব্যবস্থা নিতে হবে। বিধায়করা শপথ নেওয়ার পরেই জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের সঙ্গে এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে থমকে থাকা কাজগুলি চালু করতে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নতুন সরকার ক্ষমতা দখলের পরই আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মুখ্যসচিবের ‘শিরদাঁড়া’ তত্ত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রীর ‘দুনীর্তিমুক্ত প্রশাসন’ - এই দুই বার্তাই আদতে বিগত জমানার আধিকারিকদের প্রতি এক প্রচ্ছন্ন সতর্কতা। প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোট চলাকালীন মনোজ আগরওয়াল ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সেই সময় থেকেই নবান্নের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, ক্ষমতার পরিবর্তন হলে মনোজ আগরওয়াল এবং সুব্রত গুপ্তর মতো পোড়খাওয়া আমলারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ফিরতে পারেন। তার কারণ, এই দু’জনের তত্ত্বাবধানের কারণেই এত বছর পর সুস্থ ভোট দেখেছে বাংলা। সেই পূর্বাভাসই মিলে গেল। শনিবারই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা করা হয়। আর সোমবার মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পান মনোজ।

কলকাতা পুলিশের বড় সাফল্য, গ্রেফতার মাওবাদী নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ রাজ্যে মাওবাদী দমনে বড়সড় সাফল্যের মুখ দেখল কলকাতা পুলিশ। উত্তর কাশিপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেবিভিআরসি-র রিজিওনাল কমিটির দাপুটে সদস্য শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলাকে। ঝাড়খণ্ড পুলিশের খাতায় দীর্ঘদিনের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ এই নেত্রীর মাথার দাম ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। বেলার গ্রেফতারির পাশাপাশি এ দিনই কলকাতা পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন আর এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা মাধাই পাত্র। সিপি অজয় নন্দা জানান দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করে ছিল শ্রদ্ধা বিশ্বাস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশিপুর এলাকায় হানা দিয়ে তাকে পাকড়াও করে কলকাতা পুলিশ। এ দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ কমিশনার জানান, বছর ষাটের বেলার বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন থানায় খুন, নাশকতা-সহ ২০টিরও বেশি গুরুতর অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। মূলত ২০০৪-০৫ সাল নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি এলাকায় সে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। একবার গ্রেফতার হওয়ার পর জামিনে মুক্ত হয়েই সে ঝাড়খণ্ডের গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে এবং ফের মাওবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে সে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছে বলে খবর। বেলার গ্রেফতারির রেশ কাটতে না কাটতেই পুলিশের কাছে ধরা দিলেন হুগলির জাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা মাধাই পাত্র। ২০০৭ সাল থেকে মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা মাধাই এ দিন পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সংগঠনের আদর্শগত বিচ্যুতি এবং সমাজের মূল স্রোতে ফেরার তাগিদ থেকেই তিনি অস্ত্র ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের ‘সারেন্ডার ও রিহ্যাবিলিটেশন’ পলিসি অনুযায়ী তাঁকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃত শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলাকে জেরা করে ঝাড়খণ্ড ও বাংলা সীমান্তে মাওবাদীদের বর্তমান নেটওয়ার্ক এবং গতিবিধি জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি বিশেষ দলও খুব শীঘ্রই কলকাতায় আসছে। বেলার গ্রেফতারি এবং মাধাইয়ের আত্মসমর্পণ- এই জোড়া ঘটনায় মাওবাদী সংগঠনগুলি বড়সড় ধাক্কা খেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জ্বালানি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই! হাতে আছে ৬৯ দিনের মজুত তেল

দেশবাসীকে ফের আশ্বস্ত করলেন হরদীপ পুরী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতের আবহে দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়লেও, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে ফের আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। মঙ্গলবার সিআইআই অ্যানুয়াল বিজনেস সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, বর্তমানে ভারতের কাছে ৬৯ দিনের ক্রুড অয়েল ও এলএনজি মজুত রয়েছে। পাশাপাশি এলপিজিরও ৪৫ দিনের পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে। ফলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। মন্ত্রী জানান, পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির কারণে চাহিদা বাড়লেও দেশে রান্নার গ্যাসের সরবরাহে কোনও সমস্যা হয়নি। বরং পরিস্থিতি সামাল দিতে এলপিজি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘আগে যেখানে প্রতিদিন ৩৫ হাজার থেকে ৩৬ হাজার টন এলপিজি উৎপাদন হত, সেখানে এখন তা বাড়িয়ে প্রায় ৫৪ হাজার টনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা দায়িত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছি। দেশের কোথাও গ্যাসের ঘাটতি বা সরবরাহ বন্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।’’ প্রধানমন্ত্রী ভাদোদরায় গতকালই ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু ও অনলাইন ক্লাস শুরুর আবেদন জানান বিভিন্ন সংগঠনকে। তাঁর মতে, প্রযুক্তি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে এর সাহায্যে খুব সহজেই আর্থিকভাবে দেশকে সাহায্য করা সম্ভব। কিন্তু এই মন্তব্যের পরই অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েন, ফিরে আসে কোভিডের স্মৃতি। বিষয়টি নিয়ে সকলকে বোঝান হরদীপ সিং পুরী। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদন আসলে দেশের অর্থনৈতিক চাপ কমানোর জন্য একটি সতর্কবার্তা। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বাড়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই আহ্বান করা হয়েছে। রবিবার হায়দরাবাদে এক জনসভা থেকেও প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে জ্বালানির ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেন। তিনি মেট্রো রেল ব্যবহার, কারপুলিং, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি, রেলপথে পণ্য পরিবহণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোমে’র মতো ব্যবস্থার উপর জোর দেন। পাশাপাশি এক বছরের জন্য বিদেশ ভ্রমণ ও সোনা কেনা স্থগিত রাখার আবেদনও জানান, যাতে বৈদেশিক মুদ্রার উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। পরিস্থিতি অনুযায়ী আগাম সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে, আতঙ্কিত হতে না, বুঝিয়ে দেন পুরী।

‘ধাবা বন্ধ ছিল, তবুও লকডাউনের সময় ১.১১ কোটি টাকার বিক্রি হয়েছিল’

সুজিত বসুর মামলায় আরেক দিকের পর্দাফাঁস ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালো টাকা সাদা করতে কি রিয়েল এস্টেটে লগ্নি করা হয়েছিল? সুজিত বসুর গ্রেফতারি মামলায় আদালতে তেমনই ইঙ্গিত দিলেন ইডি-র আইনজীবী। সুজিত বসুর ‘রহস্যজনক লেনদেনে’ নজর রয়েছে ইডির। মঙ্গলবার ইডি বিশেষ আদালতে ইডি-র আইনজীবীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, স্বভূমি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে লেনদেনের হদিশ মিলেছে। একাধিক ভুয়ো সংস্থা ও জমিতে বিনিয়োগ করে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। এদিন ইডি-র তরফে আদালতে সওয়াল করলেন আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, ‘‘কোভিডের সময় সুজিতদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকলেও কোটি টাকার উপর লেনদেন হয়েছে। সুজিত প্রভাবশালী ছিলেন, এখন উনি ছাড়া পেলে তদন্ত প্রভাবিত করবেন বলে ইডির আশঙ্কা।’’ ইডি-র তরফে আইনজীবী জানান, প্রথমে সুজিত বসু সমনে সাড়া দেননি, পরে হাইকোর্টে যান। সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিচ্ছেন না। অসহযোগিতা করেন। ইডির আইনজীবীর বক্তব্য, ‘‘সুজিত বসু ছাড়া পেলে অন্যদের সতর্ক করে দেবেন, উনি প্রভাবশালী ছিলেন। তদন্ত ব্যহত হবে। উনি সাক্ষ্য প্রমাণ প্রভাবিত করতে পারেন।’’ সুজিতের ১০ দিনের হেফাজত চায় ইডি। এদিন আদালতে উঠে আসে অয়ন শীলের প্রসঙ্গও। তিনি আদালতে জানান, অয়ন শীলের কাছে থেকে যেসব ডিজিটাল তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে সুজিত বসু সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটিতে একাধিক চাকরিপ্রার্থী সুপারিশ করেছেন। উঠে আসছে নিতাই দত্তের নামও। বেনামি লেনদেন সহ পরিবারের নামে যে সব সম্পত্তি করেছেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। সুজিত বোস এবং পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে কোটি কোটি টাকা ডিপোজিটের হিসাব দেয় ইডি। ইডির আইনজীবী দাবি করেন, দুর্নীতির টাকা‘চাইনিজ কুইজিনের রেস্টুরেন্ট, বেঙ্গল ধাবা এবং অপর একটি রেস্টুরেন্টে ক্যাশ ডিপোজিট হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইডি-র দাবি, লকডাউনের

সময় ১.১১ কোটি টাকার বিক্রি হয়েছিল। কোভিডের সময় রেস্টুরেন্ট বন্ধ ছিল, কর্মচারীরা বাড়ি চলে গিয়েছিল। তবুও কোটি টাকার বিক্রি হয়েছে। গোটা বিষয়টিকে মানি লন্ডারিং বলে দাবি করেছে ইডি। ইডি-র আরও দাবি, ধাবা বন্ধ থাকলেও ২.২ কোটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। সুজিতের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির টাকা লেনদেনের হদিশ পাওয়া গিয়েছে যার কোনও আইনগত যোগাযোগ বা কারণ পাওয়া যায়নি। তবে এসবের পরেও সুজিত বোসের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানা। সুজিতের আইনজীবীর বক্তব্য, ‘‘ওনারা যে নথির উপর ভিত্তি করে সুজিতকে গ্রেফতার করেছেন, সেই সব নথি ২০২২-২৩ এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। তাহলে ২০২৬ সালের মে মাসে এসে কেন? ২০২২ এর যে বয়ান নেওয়া হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করে ২০২৬ সালে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’’ সুজিতের আইনজীবীর বক্তব্য, ‘‘ওনারা তদন্তের জন্য নয় অন্য কোনও কারণে গ্রেফতার করেছেন। ওনারা বলছেন তদন্ত প্রভাবিত করতে পারেন, ২০২২ থেকে তো তদন্ত চলছে তদন্ত তখনও প্রভাবিত করিনি।’’ ইডি-র আইনজীবী তখন বলেন, ‘‘আমরা তো সব জান্তা নই। একেক ধাপ এগোতে এগোতে ছবিটা পরিস্কার হয়েছে। ভিত শক্ত না করলে বলা হত তদন্ত না করে গ্রেফতার করে নিল।’’ সিবিআই-এর আইনজীবী এও উল্লেখ করেছেন, ইডি-র চার্জশিট দিয়েছে, তাতে সুজিত বসুর নাম নেই। তদন্তের এই পর্যায়ে, ইডির যে আইনগত ক্ষমতা রয়েছে তাতে শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি গ্রেফতার করে হেফাজতে নিতে পারে কিনা তা নিয়েও সওয়াল করেন সুজিতের আইনজীবী। কারণ আইন আনুযায়ী কোনও অভিযুক্তকে ‘গিল্টি’ মনে করার পর্যাপ্ত কারণ থাকলে, তাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। কিন্তু সুজিতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে উনাকে হেফাজতে নিয়ে তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ইডি আইনজীবী তখন বলেন, যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাকে যে মূল অভিযোগের ক্ষেত্রেই গ্রেফতার হতে হবে, বা সেই মামলায় গ্রেফতার না হলে ইডি তদন্ত করতে পারবে না, এরকম কোনও ব্যাপার নেই। সুজিত বসুকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন বলে ইডি-র আইনজীবী জানান। সওয়াল জবাব শেষ হয়েছে, তবে বিচারক এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশ দেননি। ইডির আইনজীবী জানিয়েছিলেন, ‘‘সুজিত বসুকে ১০ দিনের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আমরা আবেদন করছি।’’ জানা গেল, ২১শে মে পর্যন্ত ইডি হেফাজত সুজিত বসুর। কেন ইডি দশ দিনের হেফাজত চেয়েছিল? ইডি’র পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘‘আমরা কেন হেফাজতে চাইছি? কারণ তাঁর কাছে অনেক কাগজ আছে। ১৫০ জন ক্যান্ডিডেটকে চাকরির দেওয়ার জন্য অয়ন শীল মূল অভিযুক্ত, এছাড়াও আরও অনেকে যুক্ত আছে। তাঁর শিক্ষক নিয়োগেও ভূমিকা রয়েছে। ডিজিটাল এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে। অয়ন শীলের থেকে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সুজিত বসু প্রভাবশালী নেতা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন করা হয়েছিল বারবার। তবে এড়িয়ে যান তিনি। ভোটের পর তাঁকে আস্তে বলা হয়েছিল। ১ মে আসেন। যদিও সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। ডিজিটাল রেকর্ড নষ্ট করেছে। তিনি এবং তাঁর পরিবার টাকা পেয়েছে একটি সংস্থা থেকে।’’

ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়! তপসিয়ার বহুতলে পুড়ে মৃত্যু দু’জনের, আশঙ্কাজনক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মেঃ ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল কলকাতা। মঙ্গলবার তপসিয়ার ৫০/১ জিজে খান রোডের একটি চারতলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় আগুন লাগে। নিমেষের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। এই ঘটনায় দমবন্ধ হয়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। দগ্ধ ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও তিন জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, আগুন লাগার সময় ওই তলায় পাঁচজন আটকে পড়েছিলেন। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচতে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে তাঁরা সবাই মিলে ঘরের একটি বাথরুমে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেটাই শেষ পর্যন্ত মরণফাঁদে পরিণত হয়। বাথরুমের ছোট জায়গায় আগুনের উত্তাপ এবং বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় প্রত্যেকেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। দমকলকর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তালা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দু’জনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিধ্বংসী আগুনের সূত্রপাত। তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধোঁয়ার কারণেই যে মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত দমকল আধিকারিকরা। ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছন পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চিকিৎসাধীন বাকি তিন জনের অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বানার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘিঞ্জি এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যে যখন নতুন সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কারে ব্যস্ত, ঠিক তখনই কলকাতার বুকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। কলকাতা পুলিশ কমিশনার এর নেতৃত্বে চার সদস্যের এই কমিটিতে ক্ষুদ্র মাঝারি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, দমকল ও অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কমিশনার কে রাখা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে কমিটিকে আগামীকাল সকাল ১১ টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশকে খুব দ্রুত স্বতপ্রণোদিতভাবে এফ আই আর দায়ের করার কথাও বলা হয়েছে। উল্লেখ্য এই দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত দুইজনের মৃত্যু এবং পাঁচজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।

শুক্রবার থেকে ৬ দিনের জন্য পাঁচ দেশ সফর প্রধানমন্ত্রীর

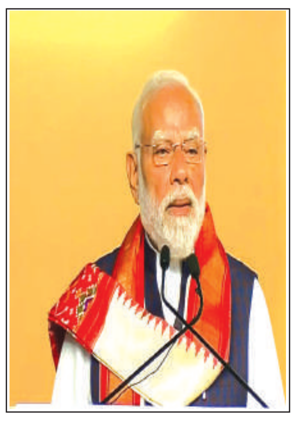

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী শুক্রবার, ১৫ মে ৬ দিনের জন্য পাঁচ দেশ সফরে রওনা দেবেন। সফরের প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমির শাহি যাবেন, পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে সেখানকার রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মন বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী যাবেন নেদারল্যান্ডসে। সেখানে তিনি রাজা উইলিয়াম অ্যালেকজান্ডার এবং রানী ম্যাক্সিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সফরের তৃতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার সুইডেনের কোটেনবার্গে যাবেন। চতুর্থ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নরওয়ে এবং সফরের চূড়ান্ত পর্যায়ে ইতালিতে যাবেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

কলকাতা, ১২মে ঃ শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, প্রথিতযশা শিশুসাহিত্যিক, বাংলা ছাপাখানার অগ্রপথিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।উল্লেখ্য, উপেন্দ্রকিশোর রাযচৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক ও বাংলা ছাপাখানার অগ্রপথিক। পাশাপাশি, তিনি ছিলেন চিত্রকর এবং প্রকাশক। অন্যদিকে, বেহালা বাদক ও সুরকারও ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় বিখ্যাত শিশুতোষ মাসিক পত্রিকা সন্দেশ প্রথম প্রকাশিত হয়। দেশবিদেশের গল্প, হাস্যকৌতুক, জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ইত্যাদি লেখার পাশাপাশি নিজের আঁকা নানা বুদ্ধিদীপ্ত ছবি সংযোজনের মাধ্যমে সন্দেশকে তিনি যোগ্য একটি পত্রিকা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর শিশুকিশোরদের জন্য বহুসংখ্যক সাহিত্য পুস্তক রচনা করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, সেকালের কথা, মহাভারতের গল্প, ছোট্ট রাময়ণ, টুনটুনির বই এবং গুপী গাইন বাঘা বাইন।১৮৬৩ সালে আজকের দিনে ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই উপেন্দ্র কিশোরের অনুরাগ ছিল বাঁশি, বেহালা ও সঙ্গীতের প্রতি।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই বাইক চালক

শান্তিরবাজার (ত্রিপুরা), ১২ মে ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমায় ফের ভয়াবহ স।ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন দুই যুবক। মঙ্গলবার দুপুরে শান্তিরবাজার ট্রাইজংশন এলাকায় দ্রুতগতির একটি টাটা টিগোর গাড়ির ধাক্কায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন দুই বাইক আরোহী। আহতদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগরতলা থেকে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শেয়ারবাজারে রক্তক্ষরণ অব্যাহত, টাকার দামে নতুন সর্বকালীন পতনের নজির-চাপের মুখে অর্থনীতি

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ১২ মেঃদেশের আর্থিক বাজারে উদ্বেগের মেঘ আরও ঘন হল মঙ্গলবার সকালে। সপ্তাহের শুরুতেই যে ধাক্কা লেগেছিল শেয়ারবাজারে, তার রেশ কাটার আগেই ফের ব।স। পতনের সাক্ষী হল বিনিয়োগকারীরা। এদিন বাজার খুলতেই সূচকগুলিতে তীব্র নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায়। এক ধাক্কায় সেনসেক্স পড়ে যায় ৮০০ পয়েন্টেরও বেশি, আর নিফটি সূচক কমে যায় ২০০ পয়েন্টের উপরে। একইসঙ্গে টাকার দামের ক্ষেত্রেও তৈরি হয় নতুন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, যেখানে ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য আরও নিচে নেমে যায়।বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতন শুধুমাত্র একটি দিনের ওঠানামা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি চাপের প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি, বৈশ্বিক বিনিয়োগের অনিশ্চয়তা এবং বিদেশি পুঁজির ধারাবাহিক বহির্গমন-সব মিলিয়ে ভারতের আর্থিক বাজারে চাপ ক্রমশ বা।ছে। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে শেয়ারবাজার এবং মুদ্রাবাজারে। মঙ্গলবার সকালের বাণিজ্য শুরু হতেই টাকার দামে ব। ধস দেখা যায়। এক ধাক্কায় প্রায় ২৭ পয়সা কমে যায় ভারতীয় মুদ্রার মান। এর ফলে ডলারের বিপরীতে টাকার দর পৌঁছে যায় ৯৫ টাকারও উপরে। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এটি অন্যতম দুর্বল অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি এখন পর্যন্ত টাকার অন্যতম নিম্নতম স্তরগুলির একটি, যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েক মাস আগেও টাকার অবস্থান ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত আরও গভীর হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ওঠানামা শুরু করে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতের আমদানি খরচের উপর। ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকার উপর চাপ বা।তে থাকে। একই সঙ্গে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় শেয়ারবাজার থেকে অর্থ তুলে নেওয়ায় মুদ্রার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।বাজারের এই পরিস্থিতি নতুন নয়। এর আগেও চলতি বছরের মার্চ মাসে টাকার দামে ব। পতন দেখা গিয়েছিল, যখন একাধিক আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা একসঙ্গে বাজারকে প্রভাবিত করেছিল। তখনই ডলারের বিপরীতে টাকার দর ৯২ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে যায়, যা সেই সময় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক সীমা। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় এবং টাকার মূল্য আরও নিচে নেমে যায়।বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পুরনো আশঙ্কাগুলিই আবার বাস্তব রূপ নিচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়বে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে। বিশেষ করে জ্বালানি তেলের দামের ওঠানামা ভারতের অর্থনীতির উপর বড় চাপ তৈরি করতে পারে।শেয়ারবাজারেও একই ধরনের উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছিল পতনের ধারা, যা মঙ্গলবার আরও তীব্র আকার নেয়। সেনসেক্সের ৮০০ পয়েন্টের পতন এবং নিফটির ২০০ পয়েন্টের বেশি কমে যাওয়া বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতনের পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। শুধু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নয়, দেশীয় স্তরেও কিছু ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, যা বাজারের মনোভাবকে প্রভাবিত করছে।একজন বাজার বিশ্লেষকের মতে, বর্তমানে বাজারে যে চাপ দেখা যাচ্ছে তা বহুমাত্রিক। একদিকে ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ধারাবাহিক বিক্রি-এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবেই বাজার দুর্বল হচ্ছে। টাকার দামের পতনও সেই একই প্রবণতার অংশ।ব্যাঙ্কিং, আইটি এবং অটোমোবাইল খাতেও এই পতনের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। একাধিক ব। কোম্পানির শেয়ার দর নিম্নমুখী হয়েছে, যার ফলে সামগ্রিক বাজারের মনোভাব আরও দুর্বল হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নতুন করে সতর্কতা তৈরি হয়েছে এবং অনেকেই আপাতত নতুন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।অন্যদিকে, আমদানি নির্ভর শিল্পগুলির উপর এই পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তেল, গ্যাস এবং কাঁচামাল নির্ভর শিল্পগুলিতে খরচ বাড়তে পারে, যার ফলে উপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এর প্রভাব পরবর্তীতে ভোক্তা বাজারেও পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।সরকারি সূত্রের মতে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি দ্রুত বদল না হলে, এই চাপ আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা।সব মিলিয়ে মঙ্গলবারের সকাল দেশের আর্থিক বাজারের জন্য এক নতুন সতর্কবার্তা হয়ে রইল। শেয়ারবাজারের পতন এবং টাকার দামের রেকর্ড নিম্নমুখী অবস্থান একসঙ্গে ভারতের অর্থনীতির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। আগামী দিনে বাজার কোন পথে যায়, তা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং পুঁজির প্রবাহের উপর।

স্কুল ও মন্দির লাগোয়া ৭১৭টি মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ বিজয়ের

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ১২ মে ঃ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই বড় সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। রাজ্যজুড়ে স্কুল, মন্দির ও বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া ৭১৭টি মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তামিলনাড়ু জুড়ে মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাসস্ট্যান্ডের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে পরিচালিত ৭১৭টি সরকারি মদের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।বর্তমানে তামিলনাড়ু রাজ্য বিপণন কর্পোরেশন (টাসম্যাক) ৪,৭৬৫টি খুচরা মদের দোকান পরিচালনা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিচালিত সমীক্ষার পর, কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ৫০০-মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত ৭১৭টি দোকান শনাক্ত করেছে। সেই মদের দোকানগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

গ্রেফতার বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ মে ঃ গ্রেফতার করা হল বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে। মঙ্গলবার দেশপ্রিয় পার্ক থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, গর্গকে গ্রেফতারের সময় তাঁর পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার-এর কাছ থেকে ২৪ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কলকাতা উত্তরের ডিইও-র অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন গর্গকে গ্রেফতার করা হয়।গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, ভোটের দিন তিনি ইভিএম নিয়ে ভুয়ো প্রচার করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন কলকাতা উত্তরের ডিইও। তার ভিত্তিতেই মঙ্গলবার গর্গকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিকরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের নির্বাচনে ইভিএম-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বেশ কিছু মন্তব্য করেছিলেন গর্গ। তাঁর সেই সব মন্তব্যকে ঘিরেই আপত্তি জানায় নির্বাচন কমিশন।

তামিলনাড়ুর রাজ্য সঙ্গীতকে কখনই দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়ঃ উদয়নিধি স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১২ মেঃ তামিলনাড়ুর রাজ্য সঙ্গীতকে কখনই দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়, মঙ্গলবার বিধানসভায় এই মন্তব্য করলেন ডিএমকে বিধায়ক উদয়নিধি স্ট্যালিন। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের উদ্দেশে এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং আমি একই কলেজে পড়াশোনা করেছি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাগ করে নিতে চাই। মুখ্যমন্ত্রীরও আমাদের পরামর্শগুলো গ্রহণ করা উচিত।উদয়নিধি এদিন বিধানসভায় বলেন, গতসোমবার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নেতা এবং আরও অনেক নেতার কাছ থেকে শুভেচ্ছা পেয়েছেন। এই রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ এই বিধানসভাতেও বজায় থাকা উচিত। শাসক সরকার এবং বিরোধী দল হিসেবে আমরা আলাদা সারিতে বসলেও, তামিলনাড়ুর উন্নয়নের জন্য আমাদের সকলের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। উদয়নিধি আরও বলেন, বন্দে মাতরমের পর তামিলনাড়ুর রাজ্য সঙ্গীত বাজানোয় বিরোধী দলগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম বাজানো হয়নি। অথচ এখানে তা বাজানো হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন সেখানকার রাজ্যপাল কে। সরকারের উচিত নয় এমনটা আবার ঘটতে দেওয়া। আমাদের তামিলনাড়ুর রাজ্য সঙ্গীতকে কখনই দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। বিতর্কিত মন্তব্য করে এম কে স্ট্যালিনের ছেলে বলেন, যে সনাতন ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করেছে, তা নির্মূল করা উচিত।

আর জি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়াল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ১২ মে ঃ আর জি কর সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়াল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার মামলার শুনানি চলাকালীন এই তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এর ফলে মামলাটি পুনরায় প্রধান বিচারপতির কাছে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে।বিচারপতি মান্থার বেঞ্চ জানায়, এই আদালতে মামলার অত্যাধিক চাপ রয়েছে। কিন্তু আর জি কর মামলার দিকে গোটা রাজ্যবাসী তাকিয়ে আছেন, তাই সুবিচারের স্বার্থে এমন একটি বেঞ্চের শুনানি করা উচিত যারা পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবে।

১ জুলাই থেকে চালু ‘ ভিবি-রাম জি’ আইন, গ্রামীণ এলাকায় মিলবে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা

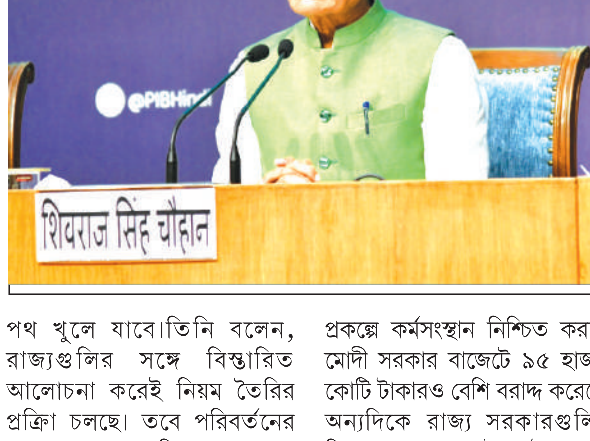

নয়াদিল্লি, ১১ মে ঃ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে নতুন দিশা দিতে কেন্দ্র সরকার ‘ বিকাশ ভারত - কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন (গ্রামীণ)’ বা ‘ ভিবি রাম জি’ আইন-২০২৫ কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নতুন এই আইন আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে দেশের সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় কার্যকর হবে। এর ফলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (মনরেগা)-২০০৫ বাতিল বলে গণ্য হবে।সোমবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় কর্মপ্রার্থীদের বছরে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১ জুলাই পর্যন্ত মনরেগার সমস্ত নিয়ম কার্যকর থাকবে এবং অসমাপ্ত প্রকল্পগুলি মনরেগার আওতাতেই সম্পূর্ণ করা হবে।এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এক বিবৃতিতে জানান, এই আইন গ্রামীণ দরিদ্র, শ্রমজীবী পরিবার, মহিলা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কৃষকদের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করবে। একইসঙ্গে আয় সুরক্ষা বাড়বে এবং গ্রামে বড় আকারে টেকসই উন্নয়নের পথ খুলে যাবে।তিনি বলেন, রাজ্যগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেই নিয়ম তৈরির প্রক্রিা চলছে। তবে পরিবর্তনের সময়ে কোনও শ্রমিক যেন কাজ থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।শিবরাজ সিং চৌহান জানান, অধিকাংশ রাজ্যকে প্রস্তুতির জন্য সর্বাধিক ছয় মাস সময় দেওয়া হবে। যদি কোনও রাজ্য ১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে না পারে, তবে ওই তারিখের পর থেকে কাজের অর্থ বরাদ্দ ‘বিকশিত ভারত-জি রাম জি’ প্রকল্পের আওতায় করা হবে।এই প্রকল্পে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে মোদী সরকার বাজেটে ৯৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারগুলিও নিজেদের বাজেটে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্মিলিত বরাদ্দের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকারও বেশি বলে জানানো হয়েছে।মন্ত্রী আরও জানান, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সরাসরি ডিবিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। সরকারের লক্ষ্য তিন দিনের মধ্যে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হলেও সর্বাধিক ১৫ দিনের মধ্যে টাকা জমা পড়বে। নির্ধারিত সময়ে টাকা না পৌঁছালে শ্রমিকরা বিলম্বিত অর্থপ্রদানের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। পাশাপাশি কাজ চেয়েও কাজ না পেলে বেকার ভাতাও দেওয়া হবে।তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামে বড় আকারে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে। জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ পরিকাঠামো, রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কৃষিজমি সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কৃষক উপাদক সংগঠনের জন্য ওয়ার্কিং শেডের মতো পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নদী সংলগ্ন এলাকা বা যেখানে জল জমার প্রবণতা বেশি, এমন অঞ্চলে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।তিনি এও জানান, প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সময়মতো বেতন নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক ব্যয়ের সীমা ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশাপ্রকাশ করে বলেন, এই প্রকল্প গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবনে নতুন সূচনা আনবে এবং ‘ বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে উন্নত গ্রাম গঠনে মাইলফলক হয়ে উঠবে।

শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

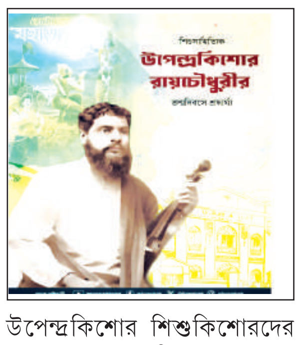

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১২ মে ঃশিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে তিনি মঙ্গলবার লিখেছেন, শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক ও বাংলা ছাপাখানার অগ্রপথিক। পাশাপাশি, তিনি ছিলেন চিত্রকর এবং প্রকাশক। অন্যদিকে, বেহালা বাদক ও সুরকারও ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় বিখ্যাত শিশুতোষ মাসিক পত্রিকা সন্দেশ প্রথম প্রকাশিত হয়।দেশবিদেশের গল্প, হাস্যকৌতুক, জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ইত্যাদি লেখার পাশাপাশি নিজের আঁকা নানা বুদ্ধিদীপ্ত ছবি সংযোজনের মাধ্যমে সন্দেশকে তিনি যোগ্য একটি পত্রিকা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর শিশুকিশোরদের জন্য বহুসংখ্যক সাহিত্য পুস্তক রচনা করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, সেকালের কথা, মহাভারতের গল্প, ছোট্ট রাময়ণ, টুনটুনির বই এবং গুপী গাইন বাঘা বাইন। ১৮৬৩ সালে আজকের দিনে ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের অনুরাগ ছিল বাঁশি, বেহালা ও সঙ্গীতের প্রতি।

নার্সদের নিঃস্বার্থ সেবা ও অবিচল নিষ্ঠাই সুস্থ ভারতের প্রকৃত ভিত্তিঃঅমিত শাহ

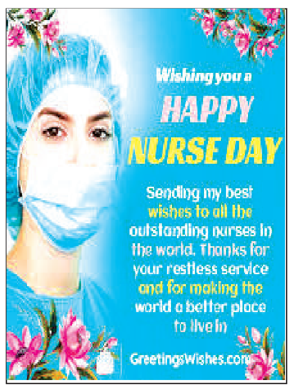

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ মে ঃ আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, নার্সদের নিঃস্বার্থ সেবা ও অবিচল নিষ্ঠাই সুস্থ ভারতের প্রকৃত ভিত্তি। নার্সদের জন্য দেশ গর্বিত বলেও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ নার্সদের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে, আমি সেই সমস্ত নার্সকে কুর্নিশ জানাই যাঁরা পীড়িতদের জন্য আশার স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা এবং অবিচল নিষ্ঠাই একটি সুস্থ ভারতের প্রকৃত ভিত্তি। দেশ আপনাদের নিয়ে গর্বিত। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে নাড্ডা জানান, নার্সরা দেশের ভবিষ্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডা এদিন আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে, আমরা আমাদের নার্সদের অবিচল সহানুভূতি, সহনশীলতা ও নিষ্ঠাকে সম্মান জানাই।নাড্ডা আরও জানান, এই বছরের ভাবনা আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্য। নার্সরা জীবন বাঁচায়-এর প্রতিধ্বনি করে আমরা দেখি, কীভাবে নার্সরা আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং দেশের অগ্রগতিকে চালিত করে। তাঁদের কল্যাণে বিনিযোগের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যকর, সমৃদ্ধ সমাজ এবং একটি বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি। আসুন, যারা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সকলের সেবা করেন, তাঁদের সম্মান করি, রক্ষা করি এবং উন্নত করি।

অনুপ্রবেশের বিষয়ে অসমের গৃহীত পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গেও নেওয়া হবেঃশুভেন্দু অধিকারী

গুয়াহাটি(সংবাদ সংস্থা), ১২ মে ঃ অনুপ্রবেশের বিষয়ে অসম সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে, এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অসম ও ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসায় অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বাংলায় এমন একটি সরকার ছিল যারা বিএসএফ-কে জমিও বরাদ্দ দেয়নি। অনুপ্রবেশ কারীদের বিষয়ে অসমের নেওয়া পদক্ষেপগুলি পশ্চিমবঙ্গেও নেওয়া হবে।হিমন্তকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি মা কামাখ্যাকে প্রণাম জানাই। আমি অসমের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। শুধু অসম নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিশাল জয়ে অসমের বিজেপি কর্মীরাও অনেক সহযোগিতা করেছেন। উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের জন্য ওড়িশা, বিহার, অসম, সিকিম একসঙ্গে কাজ করবে। হিমন্ত জি আমার বড় ভাই এবং আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক। তিনি যেভাবে কাজ করেন তা দেখে আমি অনেক কিছু শিখি। তিনি খুবই মাটির মানুষ। খবর সূত্র থেকে আজই জানা যায় বলে মনে করা হয় আজ

পাকিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ২ পুলিশকর্মী-সহ মৃত অন্তত ৭

ইসলামাবাদ, ১২ মে ঃ পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের লাকি মারওয়াত এলাকায় এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জনবহুল বাজার। মঙ্গলবার দুপুরের এই ঘটনায় দুই পুলিশ আধিকারিক-সহ অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন লাকি মারওয়াতের একটি ব্যস্ত বাজারে আচমকাই এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পরেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর থেকে জানি।

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপঃআর্জেন্টিনা প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে

বুয়েনস আইরেস, ১২মেঃ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য সোমবার প্রাথমিক ৫৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা । ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে দলের অধিনায়কত্ব করা লিওনেল মেসিকে দলে রাখা হয়েছে, যদিও বিশ্বকাপে তার খেলার সিদ্ধান্তটি কোচ লিওনেল স্কালোনি সম্পূর্ণভাবে মেসির ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিন‘জে গ্রুপে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে এবং আগামী ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে নিজেদের অভিযান শুরু করবে।আর্জেন্টিনার প্রাথমিক স্কোয়াডঃগোলরক্ষকঃএমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো, ওয়াল্টার বেনিতেজ, ফ্যাকুন্ডো ক্যাম্বেসেস, সান্তিয়াগো বেলট্রান রক্ষণভাগঃঅগাস্টিন গুয়ে, গঞ্জালো মন্দিয়েল, নাহুয়েল মোলিনা, নিকোলাস ক্যাপাল্ডো, কেভিন ম্যাক অ্যালিস্টার, লুকাস মার্টিনেজ কোয়ার্টা, মার্কোস সেনেসি, লিসান্দো মার্টিনেজ, নিকোলাস ওটামেন্ডি, জার্মান পেজেলা, লিওনার্দো বলের্দি, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, লাউতারো দে লোলো, মারকো মেডিকো, মারকোস মেডিকো, মারকোস। নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, গ্যাব্রিয়েল রোজাসমিডফিল্ডারঃম্যাক্সিমো পেরোনি, লিয়ান্দ্রো পেরেদেস, গুইডো রদ্রিগেজ, অ্যানিবাল মোরেনো, মিল্টন ডেলগাডো, অ্যালান ভারেলা, ইজেকুয়েল ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো ডি পল, এক্সিকিয়েল প্যালাসিওস, এনজো ফার্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, জিওভানি লো সেলসো, নিকোলাস ডোমিংগুয়েজ, এমিলিয়েন, বারোয়ান, এমিলিয়ানো, বারোয়ারিফরোয়ার্ডঃলিওনেল মেসি, নিকোলাস পাজ, ফ্রাঙ্কো মাস্তানটোনো, থিয়াগো আলমাদা, টমাস আরন্দা, নিকোলাস গঞ্জালেজ, আলেজান্দ্রো গার্নাচো, গিউলিয়ানো সিমিওনে, মাতিয়াস সোলি, ক্লাউদিও এটক্সেফেরি, জিয়ানলুকা প্রেস্টিনি, সান্তিয়াগো কাস্ত্রো, লাউতারো মাতিয়েন জুয়েল, মাতোয়ার, জুয়েল, মাতিয়াস, জুলিয়ান মাতোয়ারা। পেলেগ্রিনো।তবে ৫৫ সদস্যের এই দলটি থেকে পাওলো দিবালা বাদ পড়েছেন।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষের জন্য দিনটা মোটামুটি যাবে। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি একটু কমে যেতে পারে, তাই নিজের ভাবনা ঠিকভাবে প্রকাশ করতে অসুবিধা হতে পারে। এই সময়ে আপনার ভিতরের ভয় আর ফোবিয়ার মুখোমুখি হতে পারে, যেটা মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। **বৃষঃ** নিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন- অন্যথায় ওষুধ নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। বিবাহের যোগ হবে। **মিথুনঃ**আজকের দিনটা মিথুনের জন্য সম্পূর্ণতার প্রতীক। চারপাশের পরিবেশে ইতিবাচকতা আর এনার্জিতে ভরা থাকবে। এটা যোগাযোগ আর মিলনের সময়। **কর্কট রাশি ঃ** বয়স্করা তাঁদের বা।তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। শুভদিন **সিংহঃ**আজকের দিনটা আপনার জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনার এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস একটু কম থাকতে পারে, যেটা আপনার সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। এই সময়টা আপনি আপনার সম্পর্কগুলো একটু গভীরভাবে দেখতে পারেন। **কন্যাঃ** আপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। সন্তান হতে পারে **তুলাঃ**আজ তুলার জন্য দিনটা খুবই ভাল যাবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে সফল হবেন, আর এতে আপনার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **বৃশ্চিকঃ** আপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল হতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজকে। **ধনুঃ** আজকের দিনটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ প্রমাণিত হবে। আপনি আপনার জীবনের নানা দিক সামলে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। **মকরঃ**আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। শুভদিন **কুম্ভঃ** আজকের দিনটি কুম্ভদের জন্য দারুণ যাবে। আজ আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ আসবে, যার ফলে চারপাশের পরিবেশ আনন্দময় হয়ে উঠবে। আজ সামাজিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য উপযুক্ত সময়। **মীনঃ**আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে অত্যধিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, যা ঘরে অস্বস্তিকর মুহূর্ত নিয়ে আসবে। প্রেম ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে যায়, কিন্তু আপনার ইন্দ্রিয় আজ ভালবাসার উচ্ছ্বাসের অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

আবহাওয়া

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ১৪ মে পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ মে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ, সিকিম ও ওড়িশায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৪ মে পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি প্রত্যাশিত। বইতে পারে দমকা হাওয়া। আইএমডি আরও জানিয়েছে, ১৪ থেকে ১৬ মে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতি দিনই পশ্চিমবঙ্গের কোনও না কোনও জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। তবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে আগামী ১৭ মে পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী ১৭ মে পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৪ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

সরকার বদলের পর শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধাক্কা! পদত্যাগ করলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ও এসএসসি চেয়ারম্যান, জোর জল্পনা রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ১২ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবার সেই প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়ল শিক্ষাদপ্তরেও। একসঙ্গে পদত্যাগ করলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। সূত্রের খবর, তাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের পদত্যাগপত্র স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিবের কাছে জমা দিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে রাজ্যের শিক্ষা মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল। বিশেষ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার বার্তা দিয়েছিল নতুন সরকার। সেই প্রেক্ষাপটে শিক্ষাদপ্তরের দুই শীর্ষ আধিকারিকের একযোগে পদত্যাগ অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। গত কয়েক বছরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ঘিরে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা তীব্র বিতর্কের মুখে পড়ে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সেই মামলার তদন্তে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসে। তদন্তে নাম জড়ায় প্রভাবশালী রাজনীতিক, শিক্ষা আধিকারিক এবং একাধিক মধ্যস্থতাকারীর। বিষয়টি এতটাই গুরুতর আকার নেয় যে শেষ পর্যন্ত মামলার শুনানি পৌঁছে যায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে। আদালতের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে যায়। এই রায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যত ভূমিকম্প তৈরি করে। বহু স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। একইসঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন তৈরি

হয়। তদন্তকারী সংস্থার চাপ এবং আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণের মুখে তকালীন সরকারকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদল আনতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই এসএসসি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তাঁর উপর অন্যতম বড় দায়িত্ব ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করা এবং কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা ফেরানো। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁর অবসর গ্রহণের কথা থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে তিনি আরও কিছুদিন দায়িত্বে বহাল ছিলেন। অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের পর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয় পর্ষদের। সেই সময় শিক্ষাক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে দেখা হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এবার তিনিও পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সূত্রের খবর, শুধু এই দুই পদেই নয়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের একাধিক চেয়ারপার্সনও ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন বা পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ফলে শিক্ষাদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামোয় সাজাতে চাইছে বলেও প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ' টলারেন্স' নীতির কথা বারবার বলা হয়েছে। শপথ গ্রহণের পরপরই প্রশাসন, পুলিশ এবং বিভিন্ন দপ্তরে একাধিক আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। এবার শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও স্বচ্ছ করার পরিকল্পনা নেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি অতীতের সমস্ত বিতর্কিত নিয়োগ প্রক্রিয়াও খতিয়ে দেখা হতে পারে বলে জল্পনা। এছাড়াও বহু স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডির মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে নতুন করে পরিচালন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াও দ্রুত শুরু হতে পারে। সেই সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক কাঠামো বদলানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, এই পদত্যাগ শুধুমাত্র প্রশাসনিক রদবদল নয়, বরং এটি রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি, নিয়োগে অনিয়ম এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। নতুন সরকার সেই ভাবমূর্তি বদলাতে চাইছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বিরোধীদের একাংশের দাবি, শুধুমাত্র পদত্যাগ বা বদলি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ তদন্ত প্রয়োজন। একইসঙ্গে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্য নিয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি উঠছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও বড় প্রশাসনিক পরিবর্তন হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন নেতৃত্ব কারা হবেন, তা নিয়েও ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকার এমন ব্যক্তিদের দায়িত্বে আনতে চাইবে যাঁদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। সব মিলিয়ে, সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বড়সড় পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এই পদত্যাগ সেই পরিবর্তনেরই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে হাই কোর্টে তৃণমূলের মামলা, দ্রুত শুনানির নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ১২ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একদিকে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা ও মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাদের নেতা-কর্মীদের টার্গেট করা হচ্ছে। এবার সেই অভিযোগ নিয়েই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, হামলা ও পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে আদালতে। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করেন আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করেছে বলেই সূত্রের খবর। আবেদনকারী পক্ষের দাবি, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে। আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে একাধিক পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ফল প্রকাশের পর থেকে প্রায় ২০০০ তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। অন্তত ৩৬৫টি তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও বহু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক আতঙ্কের কারণে ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন বলেও আদালতে জানানো হয়েছে। আবেদনকারী পক্ষের বক্তব্য, পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং দ্রুত আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। একাধিক ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মামলার ফাইলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হতে পারে। রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে এই মামলার দিকে এখন নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক, আইনি ব্যাখ্যায় জবাব দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ১২ মে ঃ সদ্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও পদ থেকে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন মনোজ আগরওয়াল। তবে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে দেখা যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছিল বিতর্ক। এই ইস্যুতে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আঁতাঁতের অভিযোগ তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে সরব হন। এবার সেই অভিযোগেরই বিস্তারিত জবাব দিলেন নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সোমবারের বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তর দেন। মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট জানান, আইন মেনেই তিনি ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন এবং এতে কোনও অসঙ্গতি নেই। তাঁর বক্তব্য, সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী সমস্ত দপ্তরের সচিবদের নিয়ে প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেই সময় তিনি রাজ্যের নির্বাচন দপ্তরের সচিব পদে দায়িত্বে ছিলেন। সেই কারণেই ওই বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে সিনিয়র আইএএস অফিসার এবং একইসঙ্গে আইএএস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও তিনি। সেই সূত্রেও প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি স্বাভাবিক বলেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মনোজ আগরওয়াল। তিনি আরও জানান, সোমবার জেলাশাসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আরেকটি বৈঠকের আগে মুখ্যসচিব হিসেবে তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইলে সই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরপরই তিনি সেই বৈঠকে যোগ দেন। তাঁর কথায়, জেলাশাসকদের বৈঠকে সিইও হিসেবে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। তবে মুখ্যসচিব পদে নিয়োগের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে কিছুটা সময় লাগে। যদিও বাস্তবে তার আগেই তাঁকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। আইনি ও প্রশাসনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মনোজ আগরওয়াল কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। যদিও এই ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোর এখনও অব্যাহত রয়েছে।

শিবপুরে বোমাবাজি ও গুলি-কাণ্ডের তদন্তে 'বিতর্কিত' তৃণমূল নেতা মহম্মদ শামিম-র বাড়িতে তল্লাশি পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হহাওড়া, ১২ মে ঃ শিবপুরে বোমাবাজি ও গুলি-কাণ্ডের তদন্তে 'বিতর্কিত' তৃণমূল নেতা মহম্মদ শামিম ওরফে 'বড়ে'র বাড়িতে তল্লাশি পুলিশের, বাড়ির নিচে 'বিলাসবহুল' সম্পত্তির হদিস। কার্যত 'বড়ে'র বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে যেন এক রহস্যময় 'পাতালপুরী'র হদিস পেল পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার শিবপুরে গুলি ও বোমাবাজির ঘটনার তদন্তে নেমে শামিমের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেখানেই দেখা যায় এক গোপন 'সুড়ঙ্গ'। সেই ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায় দামী কাঠের আসবাবপত্র, আধুনিক এসি, দামী ইলেকট্রনিক গ্যাজেট কী নেই

সেখানে। যদিও ওই 'সুড়ঙ্গ পথে'র সত্যতা নিয়ে পুলিশের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর গত বৃহস্পতিবার শিবপুরের চড়া বস্তি এলাকায় ব্যাপক অশান্তি ছড়ায়। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার আহ্বায়কের বাড়িতে হামলা ও বোমাবাজির মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে শামিমের নাম। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল পাণ্ডা শামিম এখনও ফেরার। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস জেনেবুঝেই এই ধরণের সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত, পলাতক নেতার খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ।

বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগে সাসপেন্ড বারুইপুর থানার আইসি ও সাব ইনস্পেক্টর

নিজস্ব সংবাদদাতা, .বারুইপুর, ১২ মে ঃ বারুইপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজি পালকে মারধরের অভিযোগে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য পুলিশ। ঘটনাকে কেঃদ্র করে সাসপেন্ড করা হল বারুইপুর থানার আইসি সমর দে এবং সাব ইনস্পেক্টর সুকুমার রুইদাসকে। রাজ্য পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি আইসি সমর দে'র বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অভিযোগ, গত ৫ মে অর্থা বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরের দিন বারুইপুর পশ্চিম এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর ও অশান্তির অভিযোগ সামনে আসে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। অভিযোগ উঠেছে, সেই সময়ই বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজি পালকে মারধর করা হয়। শুধু মারধরই নয়, তাঁকে জোর করে পুলিশ গা।তিতে তোলা হয় বলেও দাবি করা হয়েছে। ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছা।য়ে প।তেই নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন

পুলিশ কর্মী এক ব্যক্তিকে ঘিরে মারধর করছেন এবং পরে তাঁকে গা।তিতে তোলার চেষ্টা করছেন। অভিযোগ, সেই ব্যক্তিই ছিলেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজি পাল। ঘটনাস্থলে বারুইপুর থানার আইসি সমর দে উপস্থিত ছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে। যদিও ভাইরাল ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় তাঁদের প্রার্থীকে হেনস্তা করা হয়েছে। বিশ্বজি পালের দাবি, পুলিশ তাঁকে রাস্তায় দেখতে পেয়েই আক্রমণ করে। তিনি কোনওরকম উস্কানি দেননি বলেও জানিয়েছেন। এমনকি মারধরের পর তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা। এই ঘটনার পর পুলিশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ জমা পড়ার পরই তদন্তে নামে রাজ্য পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতেই বারুইপুর থানার আইসি সমর দে এবং সাব ইনস্পেক্টর সুকুমার রুইদাসকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিভাগীয় তদন্তে পুরো ঘটনার বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক অশান্তির আবহে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে।

বানিজ্যে বসত লক্ষ্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ১২ মে ঃ Bengal National Chamber of Commerce Industries -র ১৩৯ তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংস্থার সভাপতি অশোক কুমার বণিক, সাংসদ রাহুল সিনহা, সাংসদ শমিক ভট্টাচার্য, বিধায়কা শর্বরী মুখার্জি, বিধায়িকা পাপিয়া অধিকারী, চিত্র তারকা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি বলেন, আমরা আগামি দিনে অনেক কিছুই করতে পারি যদি সরকারের যথাযথ সাহায্য পাই। শ্রী রাহুল সিনহা বলেন, প্রতিভাদের ভিন রাজ্যে যেতে দেবেন না। শমিক ভট্টাচার্য বলেন, সরকার সব রকম ভাবে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আপনারা শিল্প করতে গেলে কোনোও কাট মানি দিতে হবেনা, যদি শিল্প করার ব্যপারে আপনাদেরকে কেউ বিরক্ত করে, আপনারা আগে থানায় ডায়রি করার পর তার পরিণতিটা দেখুন।

স্কুলের ইতিহাসে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর জরি শিল্পীর সন্তান নুর আফসা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ১২ মে ঃ স্কুলের ইতিহাসে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে গ্রামে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারের সন্তান নুর আফসা, হতে চায় ডাক্তার। অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। জরি শিল্পীর মেয়ে নুর আফসা স্কুলের ইতিহাসে এবার মাধ্যমিকে পেয়েছে সর্বোচ্চ নম্বর। বা।তিতে কোনও গৃহশিক্ষক ছাড়াই মাধ্যমিকে সে এই অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। বাবা নূর আলম মল্লিক পেশায় জরি শিল্পী। মা সাহিদা মল্লিক গৃহবধূ। খুবই অভাবের সংসার। তাতেও দমে যায়নি নুর। প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়েই মাধ্যমিকে স্কুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সবাইকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু পরিবারের এই সন্তান। হাও।ার জগবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়ার রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নুর এবার মাধ্যমিকে মোট ৬৮০ নম্বর পেয়েছে যা স্কুলের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এই মেয়ে সব প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে তার অসম্ভব মেধা আর অধ্যবসায় দিয়ে। গ্রামবাসীরাও বলছেন, তাঁদের গ্রামে নূর আফসা এর মতো এত ভালো রেজাল্ট আগে কেউ কখনও করেনি। প্রতিটি বিষয়ে তার প্রাপ্ত নম্বরও সবাইকে চমকে দিয়েছে। ভৌত বিজ্ঞানে ১০০, জীবন বিজ্ঞানে ৯৯, ভূগোলে ৯৮, ইতিহাসে ৯৮, অঙ্কে ৯৬, ইংরেজিতে ৯৬ এবং বাংলায় সে পেয়েছে ৯৩। কোনও গৃহশিক্ষক ছাড়াই এই নম্বর তুলেছে সে। নুরের মা সাহিদা মল্লিক বলেন, ' শোনার পরে চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও বরাবরই পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। কেজি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম হত। মাধ্যমিকেও ভালো ফল করবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু এতটা ভালো হবে ভাবতেই পারিনি।' স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রমিতা বসু বলেন, ' আফসারের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত ভালো। সবথেকে ব। গুণ ওর নিয়মানুবর্তিতা। প্রায় কোনও দিনই স্কুল কামাই করতে দেখা যায়নি ওকে। ক্লাসে সব শিক্ষক-শিক্ষিকার প।ানো খুবই মনোযোগের সঙ্গে শুনত। ওর মতো মেয়ে আমাদের স্কুলের গর্ব।' নূর আফসা জানায়, তার এই সাফল্যের পেছনে বাবা-মা এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদান রয়েছে। সে চায় ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষের সেবা করতে।

পরাজয়ের পরেও কলম থামেনি, দলের কর্মীদের সাহস জোগাতে নতুন কবিতা লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলকাতা, ১২ মে ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর এখন বিরোধী আসনে তৃণমূল কংগ্রেস। ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও পরাজিত হয়েছেন দলের নেত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। তবে রাজনৈতিক ধাক্কার মাঝেও নিজের সৃজনশীল জগৎ থেকে সরে আসেননি তিনি। বরং নতুন পরিস্থিতির মধ্যেই দলের কর্মী-সমর্থকদের সাহস জোগাতে ফের কলম ধরলেন তৃণমূল নেত্রী। এবার তিনি লিখলেন একটি ইংরেজি কবিতা, যার নাম ' প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকাকালীনও অবসর পেলেই নিজের পছঃেদর নানা কাজে সময় কাটাতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও ছবি আঁকা, কখনও গান লেখা বা সুর করা, আবার কখনও সাহিত্যচর্চা- সবই তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও এই সৃজনশীলতা বরাবরই তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। এবার সরকার বদলের পরও সেই ধারা অব্যাহত রাখলেন তিনি। ফলপ্রকাশের পরদিন সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এখন তিনি ' বিহঙ্গ' হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চান। আর সেই বার্তারই যেন প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর নতুন কবিতায়। ১৯ লাইনের কবিতা ' সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের কাজের উপর আস্থা রাখার বার্তা দিয়েছেন তিনি। কবিতার ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে জীবনের কঠিন সময়কে হাসিমুখে মোকাবিলা করার কথা। পাশাপাশি তিনি লিখেছেন, ভীতুরা সবসময় ভীতুই থেকে যায় এবং শয়তানের শক্তি চিরস্থায়ী নয়। কবিতায় জন্ম ও মৃত্যুর চিরন্তন সত্যও তুলে ধরেছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর বক্তব্য, মানুষ জন্মের সময় যেমন একা আসে, তেমনই মৃত্যুর সময়ও একাই চলে যায়। তাই নিজের আত্মার উপর ভরসা রাখা এবং নিজেকে ভালোবাসার কথাও লিখেছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা বরাবরই আলোচনা ও সমালোচনার কেঃদ্রবিঃদুতে থেকেছে। তাঁর লেখা দে।শোরও বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বহু বই ' সেলার' তকমাও পেয়েছে। কিছু বই পুরস্কৃতও হয়েছে। যদিও সাহিত্য মহলের একাংশ তাঁর লেখার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সমালোচনাকে কখনও গুরুত্ব দেননি তৃণমূল নেত্রী। রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যেও নিজের সৃষ্টিশীলতাকে ধরে রেখেছেন তিনি। নতুন কবিতা ' যেন সেই ল।কু মানসিকতারই আরেক প্রতিচ্ছবি।

সুন্দরবনের সংস্কৃতি মেনে প্রতিবছরের মতন এবছর জঙ্গলে হয়ে গেল বনবিবির পুজো ও মেলা

উজ্জ্বল বনেন্দ্যাপাধ্যায়,কুলতলি, ১২ মে ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ও সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠের বনবিবির মেলা যা জঙ্গল মেলা হিসেবে

পরিচিত তা হয়ে গেল মঙ্গলবার। মানুষের বিশ্বাস ও প্রাচীন রীতি মেনে আজও চলে আসছে সু ন্দরবন অঞ্চলের মৈপীঠের গভীর জঙ্গলে বনবিবির পুজো ও মেলা। এই মেলা দেখতে ও সু ন্দরবনের সংস্কৃতি, রীতিকে দেখতে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন জঙ্গলে।সু ঃদরবন এলাকায় মানুষের জীবন পুরোটাই জঙ্গল নির্ভর। সু ঃদরবনের গভীর জঙ্গলে ভয়ঙ্কর বাঘের সঙ্গে লড়াই করে জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করেন এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ।আর জীবিকার সন্ধানে সু ন্দরবনের গভীর ব্যাঘ্র সঙ্কুল নদীবেষ্টিত ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে মধু, কাঁকড়া, মাছ আনতে যায. এখানকার বাসিন্দারা। আর এভাবেই চলে আসছে তাঁদের জীবন। গভীর জঙ্গলে বাঘের হাত থেকে বাঁচতে বনের দেবী বনবিবি তাদের ভরসা। দেবী বনবিবিকে পুজো দিয়ে.মানত করে জীবনের ভয়কে তুচ্ছ করে এখানকার মানুষ বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলের উদ্দেশে রুটি রুজির সন্ধানে। মানুষের সেই বিশ্বাস ও ভরসাকে আঁকড়ে গভীর জঙ্গল থেকে মধু ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পরেই বনবিবির মঃিদরে পুজো দিয়ে মানত পূরণ করেন এরা। প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরে বাঘের উদ্দেশে জঙ্গলে মোরগ ছেড়ে দেন মধু ও কাঁকড়া সংগ্রহকারীরা। প্রাচীন এই রীতি ঘিরে বসে মেলাও। সু ন্দরবনের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই দেবীকে পুজো করেন।কুলতলির মৈপীঠের ভুবনেশ্বরীতে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে এদিন ঘটা করে বনবিবির পুজো অচর্না হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ কাঁদা জল ঘেঁটে জঙ্গলে গিয়ে পুজো দেন।রীতি মেনে এই পুজো হয়। বাজনা বাজানো হয়। খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। এখানকার সবচেয়ে বড় পুজো নগেনাবাদে হয়, যেখানে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন। কুলতলির মৈপীঠ অঞ্চলের শনিবারের বাজার থেকে বেশ কিছুটা দুরে নগেনাবাদ গ্রামে মাকড়ি নদী পেরিয়ে যেতে হয় ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে। এই গভীর জঙ্গলের ভিতরে দেবী বনবিবির এই মন্দির অতি সাধারণ দরমার বেড়া দেওয়া এসবেস্টসের চালায় তৈরি। এই মঃিদরে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বিরাট ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পুজোকে কেন্দ্র করে বসে বিশাল মেলা। এই দিন কয়েক হাজার মানুষ মৈপীঠের মাকড়ি নদী পেরিয়ে জঙ্গলের ভিতর বনবিবির মন্দিরে ভিড় করেন পুজোর উদ্দেশে। মাকড়ি নদীর এপারে মৈপীঠের নগেনাবাদ গ্রাম। আর ওপারে গভীর ম্যানগ্রোভের জঙ্গল যা বৈঠাভাঙির জঙ্গল নামে খ্যাত। যেখানে সু ন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গলটাইগারের বাসস্থান। এই নদী পেরিয়েই ওপারের জঙ্গল থেকে বাঘ মামা প্রায়শই চলে আসে এপারের লোকালয়ে। কোমর সমান কাদায় নেমে নৌকায় নদী পারাপার,অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এই যাত্রা। স্থানীয় মেলা কমিটি ও প্রশাসন থেকে নদী পারাপারের জন্য বিনামূল্যে নৌকার ব্যবস্থা করা হয় মেলার দিন। এছাড়া দক্ষিন ২৪ পরগনার সুন্দরবনের চতুর্দিক থেকে নৌকায় চেপে প্রচুর মানুষ জন আসেন এই স্থানে বনবিবির পুজো দিতে। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলের ভিতর মন্দিরের চারপাশে বনদপ্তরের রক্ষীরা পাহারা দেয়। জঙ্গলের ভিতর মন্দিরে যাতায়াতের পথ ও পুজোর এলাকাটা বেশ উঁচু করে জাল দিয়ে ঘেরাও থাকে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। সুন্দরবনের মানুষদের বিশ্বাস ও রীতি ও সংস্কৃতি মেনেই এই বনবিবির মেলা বা স্থানীয় মতে জঙ্গল মেলা এক ভিন্ন ধরনের অনুভূতির স্বাদ এনে দেয়। গোসাবা থেকে আগত জয়ন্ত মণ্ডল,বারুইপুর থেকে আগত রীনা মন্ডল, জয়নগর থেকে আগত নুর ইসলাম মোল্লা সহ একাধিক মানুষ জানালেন, বছরের এই একটি দিনে বনবিবির পুজো অর্চনা ও মেলা হয় ধর্মীয় রীতি মেনে। আর প্রতিবছরের মতন এবছরও এই মেলায় আসতে পেরে খুশি। হাজার হাজার মানুষের সমাগমে বেশ জমজমাট হয়ে উঠল এবছরের এই বনবিবির মেলা বা জঙ্গল মেলা।

উত্তরপাড়ায় প্রতিজ্ঞা সফল হওয়ায় দাড়ি কাটলেন বিজেপি নেতা আচ্ছালাল যাদব

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১২ মে ঃ শ্রীরামপুর উত্তরপাড়ড়া ব্লকের অন্তর্গত কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আচ্ছালাল যাদব। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ও তাঁর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে দাড়ি রাখা শুরু করেছিলেন রাজ্যে পালাবদল ও উত্তরপাড়া কেন্দ্রে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে তথা তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বঃেদ্যাপাধ্যায়ের শোচনীয় পরাজয়ে, সেই প্রতিজ্ঞা সফল হওয়ায়. দাড়ি কাটলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা বর্তমানে বিজেপি নেতা আচ্ছালাল যাদব। এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বিজেপির বিধায়ক অর্জুন সিং, তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন এই রাজ্যে ভ্রষ্টাচার চলছিল সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তা ছিল না মহিলাদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। ৫০ বছর এখানে কোন চাকরি ছিল না খালি ধাপ্পাবাজি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি কোটি কোটি টাকা লুট হযেছে তাই সাধারণ মানুষ বিজেপিকে এনেছে। গুন্ডারাজ তোলাবাজি সিন্ডিকেট রাজ এবার সব বন্ধ হবে এবার আইনের শাসন চলবে। সরকারি সব পদ পূরণ হবে। সব কেলেঙ্কারির

তদন্ত হবে আইন আইনের পথে চলবে। মহিলাদের নিরাপত্তা থাকবে সব প্রকল্প থাকবে কোন কিছু বন্ধ হবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আর কল্যান ব্যানার্জি প্রসঙ্গে তিনি বলেন ওসব মাতালের কথার কোন উত্তর দিই না । উত্তরপাড়ার মাখলা এলাকায় তাঁর এই রূপ দেখার জন্য সাক্ষী ছিলেন বহু বিজেপি কর্মী। আচ্ছালাল যাদবের অভিযোগ, ২০২১ সালে তকালীন কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে এক কর্মী সম্মেলনে কর্মীদের জন্য কথা বলতে গিয়ে ছিলেন তিনি। ওই সময়ে প্রকাশ্যে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে তাঁকে চরম অপমান করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ। সে দিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, সাংসদকে রাজনৈতিক ভাবে হারিয়ে, তবেই তিনি দাড়ি কাটবেন। তাঁর দাবি, চলতি বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়া এলাকা থেকে কল্যাণের ছেলে যেমন পরাজিত হয়েছেন, তেমনই সাংসদের অধীনে থাকা কয়েকটি বিধানসভায় পরাজিত হযেছে শাসকদল, তাই এই সিদ্ধান্ত।উল্লেখ্য, ভোটে নির্দল হয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই, আচ্ছালাল মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৬১ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ বৈশাখ, ১৪৩৩

প্রাণের বান্ধব, প্রকৃতির প্রেমিক

সম্পাদকীয়

যেমন তেমন গ্লাভস নয়। গ্লাভস-এর ভেতরে কেভলার, যা বুলেট-প্রুফ জ্যাকেটে লাগে, বাইরের দিকটাও চামড়া। অন্দের গ্লাভস পরে ডেভিড হাত গলিয়েছেন অ্যারিজোনায় ধূসর চোলা ক্যাকটাস-এর ভেতরে। ওই দস্তানা ফুঁড়েই ডেভিড-এর হাতে ফোটে ক্যাকটাস-এর তীক্ষ্ণ ছুঁচ! বছর দশেক আগে হৃৎপিণ্ডের বেগড়বাই বাগে আনতে বুকে পেসমেকার, হাঁটুতে ধাতু আর প্লাস্টিকের তাপ্পি। ১০০ বছরের ডেভিড অ্যাটেনবরো। নামের আগে 'স্যর'। তবে শুধু নামই যথেষ্ট। ছয়ের দশক, ডেভিড গেল পপি-র বাড়ি, আফ্রিকার রোয়ান্ডা। পপি পাহাড়ি গোরিলা। কঙ্গো আর রোয়ান্ডার মাঝে যে ভুরুঙ্গা পাহাড়, ওটা পপির বাড়ি। রোয়ান্ডা-র জনবসতির পেটে টান পড়তে, পপি-র বাড়ির সব গাছ হাপিস। পপি এল টিভিতে, বেজায় হইচই, থমথমে সব মুখ। ২০০৫ এ গোরিলা পাহাড় সংরক্ষিত হলো। পাহাড়বাসীরাও গোরিলা সঙ্গ অভ্যাস করে নিলো। একত্র বাসের অঙ্গীকার। স্থানীয়রা গড়লো দু'শো পাহারাদার দল। পপি এখন দিদা হয়েছে। উত্তরাধী পপি-র মেয়ে। আঞ্চলিক ভাষায় উত্তরাধী, উজ্জ্বল ফুল। ডেভিড-এর চোখ উপচে খুশি। বাবা লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় স্যার। শৈশব থেকে ইউনিভার্সিটির মাঠ ভালো লাগে, ওখানেই কখনও পাথর, কখনও প্রাণী, কখনও পোকা তোলে, যত্ন করে রাখে। ডেভিড-এর ভিতর অন্য এক ডেভিড থাকে, কেউ দেখে না তাকে। ইউনিভার্সিটির প্রাণচিত্র ডেভিড-এর মগজস্থ। ডেভিড তখন এগারো, লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বিজ্ঞাপনে বলা হলো 'গবেষণায় নিউট চাই'। নিউট নখহীন উভচর, দেখতে বড় গিরগিটির মতো। এ কাজ ডেভিড-এর জন্য সহজ, শুধু কোথা থেকে পাওয়া, সেটা বলবে না। কৈশোরে 'গ্রে আউল'-এর বক্তব্য ডেভিড-এর ভারি ভালো লেগেছিল। গ্রে আউল সে সময়ের জনপ্রিয় লেখক, প্রকৃতিবিদ, প্রভাবশালী বক্তা। ডেভিড বুঝতে শেখে মানুষ হুড়মুড়িয়ে প্রকৃতিতে নিজেদের নাক গলিয়েছে, শশব্যস্ত হয়েছে যাবতীয় প্রাণ। এই বিপদ ডেভিড বোঝে অনুভবে, সেই ছেলেবেলা থেকে। ডেভিড-এর একটা কথা আছে, সে প্রাণ আঁকড়ে বাঁচে। রয়্যাল নেভিতে যুক্ত হলেন ডেভিড, দু'বছর, ফিরে জেন এলিজাবেথ-কে বিয়ে। বিয়ের সাতচল্লিশ বছর, ডেভিড তখন পাখিতে ব্যস্ত, খবর এলো এলিজাবেথ-এর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। তড়িঘড়ি ফিরে এলেন। শেষ শয্যায় স্ত্রীর পাশে থাকলেন। পড়ে থাকা জীবনে ডেভিড একা। ডেভিড-এর ভয়, অ্যালজাইমার-এ, বয়সের নিয়মে ডায়াবেটিসের ভয়ে মাংস কমিয়েছেন, যদিও পুরোপুরি নিরামিষাশী নন। ১৯৯০-এ বাহামাস-এর দামাল ডলফিন নিয়ে ডেভিড ব্যস্ত। প্লাস্টিকের নৌকো, কাঠের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে ডেভিড ডলফিন-এর বিপদ নিয়ে বলছিলেন, দামাল একটা ঢেউ নৌকো দিলো উল্টে। ডেভিড-এর বিশাল চেহারা আটকা পড়ে কাঠের পাটাতনে, রক্তারক্তি কাণ্ড। রক্তাক্ত ডেভিডকে হিঁচড়ে বের করা হয়। তবে ও সবে বিশেষ পাত্তা দেন না ডেভিড। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার প্রবাল দ্বীপের এক হাজার ফুট নীচের পৃথিবী রঙিন প্রাণমহল, নেমেছেন ডেভিড, ভেজা গায়ে মুখ ভার। ১৯৯৫ ধরলে, অর্ধেক প্রবাল মৃত, সমুদ্র সাদা-কালো। দেখলেন বাড়ছে জলের উত্তাপ, অম্ল সমুদ্র। উদ্বেগাকুল মুখে কাতর আবেদন, প্রবাল বাঁচান। ডেভিড-এর প্রাপ্তির তালিকাটাই থাক আপাতত, অপ্রাপ্তি নিয়ে আলোচনাটা বরং ছোট। আঠারোটি প্রাণী ও উদ্ভিদকে ডাকা হয় 'ডেভিড' নামে। পিগমি পঙ্গপাল, গবলিন মাকড়সা থেকে ব্রিটেনের বন্য ফুল ফোটে ডেভিড-এর নামে। ডেভিড অ্যাটেনবরো-র সাফল্যের দেওয়ালে বত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিগ্রি। সত্তর বছর পৃথিবীর জলে জঙ্গলে পাঁচ প্রজন্মকে ভাবিয়েছেন স্যর ডেভিড। টেলিভিশনকে সাদা-কালো থেকে রঙিন হতে দেখেছেন। ডেভিড অ্যাটেনবরো সাদা-কালো, রঙিন, এইচডি, থ্রিডি, ফোর কে, সব মাধ্যমে পেয়েছেন ব্রিটিশ টিভি মাধ্যমের নোবেল, ব্যাফটা। 'লাইফ অফ আওয়ার প্লানেট' তথ্যচিত্রের শুরুটা করেছিলেন এই বলে, সময় নেই, পৃথিবীর আর সময় নেই। বলতে বলতে, লাল চোখ ভিজল। শুরুতেই বলছেন, মানুষের দিশাহীন লাফ-ঝাঁপে সবুজ শূন্য, সমুদ্র ঘোলাটে ধূসর। একই জায়গায় আগে ও পরের, পরিবর্তনের ছবি দেখিয়েছেন ডেভিড, সবার চোখে জল। বোর্নিওর জঙ্গল ছিল ওরাংওটাং পরিবারের দস্যিপনায় ত্রস্ত, আজ জঙ্গল নেই। ছবি উঠেছে বিধ্বস্ত বৃদ্ধ ওরাংওটাং, গাছের ডালে বসে। শেষ ত্রিশ মিনিটে শুধুই আকুতি, বলেছিলেন, এখনও কিছু সময় বাকি। তাঁর নিদান, পিলপিলে জনসংখ্যায় লাগাম, সমুদ্রে লোভ আর মাছাহার ভুলতে হবে। এ লড়াই শুধু ঘর বাঁচানোর তো নয়, টিকে থাকারও। ২০২৪-এ ডেভিড-কে ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিকাল ইউনিয়ন শান্তি ও প্রকৃতি রক্ষায় দিয়েছে, 'গ্ল্যানেট এন্ড হিউম্যানিটি মেডেল'। এই মেডেল রয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলা, আল গোরে-র। ২০১৯-এ ভারতে ডেভিড অ্যাটেনবরো-কে পরিয়েছে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি মেডেল। ডেভিড-এর নেক নজরে আছে ভারতের বন্যপ্রাণ। রয়্যাল বেঙ্গলের স্বাস্থ্য ফেরাতে এক লক্ষ পাউন্ড, ডেভিডের টাকায় গোটা একটা গ্রাম সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। গ্রামের জমি কিনে তৈরি হয় বাঘেদের নিশ্চিন্ত যাতায়াতের পথ। তাঁর অনন্য কাজের স্মারক হিসেবে পেয়েছেন হয়েছে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম-এর মুকুট, 'চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য আর্থ'। সমুদ্র ও প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে তাঁর ছবি, পৃথিবীর পিলে চমকে দিয়েছে। অহেতুক প্লাস্টিকে সমুদ্রের সংসারে সেলাই-অযোগ্য ফুটো। মানুষই অপরাধী। খানিক খোঁচা দিয়ে ডেভিড বলছেন, ফি সপ্তাহে প্রকৃতি, পাখি, সমুদ্র প্রেমিকের চিঠি আসে সুসজ্জিত প্লাস্টিকে। উপায়? ডেভিড বলছেন, একটু প্রয়োজনে প্লাস্টিক নয়। নিতান্ত বাধ্য হলে জানতে হবে, প্লাস্টিকের মৃত্যু কী ভাবে হয়। তথ্যচিত্র 'ব্লু প্ল্যানেট'-এ দেখিয়েছেন, উৎসাহী পর্যটক-গাড়ি পিছু নিয়েছে শিকারে মত্ত মস্তান চিতার। উদ্দীপনার ঠেলায় শিকারি চিতা ভয়ে শিকার ছেড়ে ভোঁ, শিশু চিতার অনাহারে মৃত্যু। ডেভিড বলছেন, ফি বছর আফ্রিকায় সাত কোটি পর্যটক। চিতা শিকার পেয়েছে, খবর হলেই সারি সারি গাড়ি। ডেভিড-এর ক্যামেরা ধরেছে সত্তরটি গাড়ির ছবি চিতার পরিধিতে। গবেষক বলছেন, পাঁচটির বেশি গাড়ির গুঁতো চিতারা নিতে পারে না। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে পর্যটকও প্রয়োজন, প্রয়োজন টাকা তবে মানুষের আহ্লাদের ঠেলায় চিতার চিকার শুনছে কে! ২০২৫-এ 'ওশেন' তথ্যচিত্র, সমুদ্র নিয়ে সিঁদুরে বিপদের আভাস। সমুদ্রের আজন্ম স্বভাব, বাতাসের কার্বন শুষে ফেলা। সমুদ্র কার্বন ডাই-অক্সাইডের সেফটি ভল্ট। ট্রলিং সহ ঝিনুকের লোভ, সেই ভল্টের সেফটি পিন খুলে দিয়েছে। বাতাসের দানব কার্বন। ডেভিডের আর্তনাদ, অতিরিক্ত মাছ ধরা বন্ধ করো, সমুদ্রের যে জরা। লাভের হিসেব, পাত্তা দিচ্ছে না কেউ। তবুও ডেভিড-এর কথা ওড়ে এখনো, কেউ শোনে মুগ্ধ হয়ে, কেউ বা চোখ বড় করে।

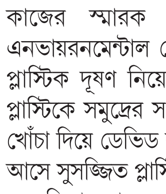

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

যদি অন্ন বিতরণ করা কর্তব্য হয়, যদি অসুস্থ ও আহতদের সহায়তা করা কর্তব্য হয়-তবে যারা জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত, তাদের কাছে সেই আলোক পৌঁছে দেওয়া কি দশগুণ অধিক কর্তব্য নয়? যাতে তাদের দিনগুলো আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং তাদের জীবন হয়ে ওঠে এক শক্তিশালী সত্তা। আমাদের সন্তানদের সর্বদা তাদের জাতি ও দেশের ভাবনায় আচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। তাদের কাছে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বা মূল আকর্ষণটি অবশ্যই পারিবারিক গণ্ডির বাইরে অবস্থিত হতে হবে। মানুষের শিক্ষার স্তরটি কতদূর অগ্রসর হয়েছে-তা কেবল তার পঠিত বিষয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, বরং তার চিন্তাশক্তির গভীরতার ওপরই তা নির্ধারিত হয়।

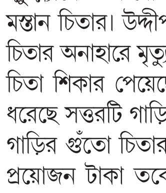

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

চিন্তা, চিন্তা এবং কেবলই চিন্তা-নতুন চিন্তার অন্বেষণে নিরন্তর সংগ্রাম এবং সেই প্রচেষ্টায় ব্যয়িত প্রতিটি মুহূর্ত-এটাই হলো প্রকৃত পথ আর এই পথ পরিক্রমার জন্যই চিন্তার আদান-প্রদান একান্ত অপরিহার্য। আমাদের অবশ্যই চিন্তার প্রচারক, জ্ঞানের দূত এবং শিক্ষার অগ্রদূত হয়ে উঠতে হবে-যারা একে অপরের কাছে প্রেরিত। আমাদের মধ্যে যারা সুনির্দিষ্ট শিক্ষা লাভ করেছেন, তাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজেদের অর্জিত জ্ঞানের কিয়দংশ অন্তত এমন দুজন মানুষের সাথে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করা, যারা তাদেরই পরিবারের সদস্য অথচ সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এভাবেই-ধীরে ধীরে, একটির পর একটি ইটের গাঁথুনিতে-গড়ে ওঠে পৃথিবীর মহত্তম নগরীগুলো।

এক অন্য রবি-র খোঁজে...

কৌশিক দাস

১৯১৫ সালের মে মাস। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শান্তিনিকেতনের চরম দহন থেকে রেহাই পেতে চলে গিয়েছেন কুমায়ুন পাহাড়ের রামগড়ে। 'হৈমন্তী' বাড়িতে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আগের বছর কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বিরাট এই বাগানবাড়ি কিনেছেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। তিনশো বিঘার বিশাল বাড়ি জুড়ে পিচ, আখরোট, স্ট্রবেরির বাগান। পাকদণ্ডী পথের শেষে ধনু বাঁকের সেই বাড়ি থেকে দেখা যায় পাহাড়ের আশ্চর্য ছবি, মেঘেদের আজব রাজ্যপাট। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে গেছেন শিল্পী মুকুল দে আর অতুলপ্রসাদ সেন। বাগানের এক কোণে একটা পাহাড়ি গুহা। পিছনে বনে ঢাকা খাড়া পাহাড়। ওক গাছে বাহারি অর্কিডের ফুল। এখানেই রোজ সকালে গান-কবিতার আড্ডা বসান রবীন্দ্রনাথ। তখন সবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক 'ডক্টরেট' দিয়েছে কবিকে। রামগড়ের ঠিকানায় যাওয়া সব চিঠিতে লেখা থাকে, 'ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর'। দেখেশুনে রামগড়ের পোস্টমাস্টার রাষ্ট্র করে দিলেন, কলকাতা থেকে 'বিখ্যাত ডাক্তার' এসেছেন রামগড় পাহাড়ে। পাহাড়িয়াদের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। ক'দিন আগেই 'হৈমন্তী'তে ঘটেছে এক আশ্চর্য ঘটনা। বাড়ির কাঠের ছাত মেরামত করছিল এক পাহাড়ি ছুতোর। কাজ করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত এক কাঁপুনি দেখা দেয় মিস্ত্রি ছেলেটার। দেখে রথীন্দ্রনাথ একদিন কবিকে দেখান সেই কম্পন- নৃত্য। মেটেরিয়া মেডিকা গুলে খাওয়া 'চিকিৎসাবায়ুগ্রস্থ' রবীন্দ্রনাথ দেখেই বললেন, ''এ এক জটিল স্নায়বিক রোগ। Saint Vitus Dance বলে একে।'' রথীন্দ্রনাথকে শখের হোমিওপ্যাথ রবীন্দ্রনাথ বললেন, ''এক ব্যামোর ভালো ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে।'' কবি ওষুধ দিলেন ছুতোর মিস্ত্রিকে। ''দিন কয়েক বাদে মিস্ত্রি যখন কাজ করতে এল, তার ওই ব্যামো সম্পূর্ণ সেরে গেছে।'' এই খবর ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের এপার থেকে ওপারে। এর পাশাপাশি পোস্টমাস্টারের সেই 'ব্রেকিং নিউজ'। আর যায় কোথায়! দলে দলে পাহাড়ি মানুষ তাদের রোগ সারাতে আসতে শুরু করেছে রবি ঠাকুরের কাছে। রোগীর ভিড় সামলাতে রীতিমত ডিসপেনসারি খুলে বসতে হচ্ছে কবিকে। রোজ সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা রোগী দেখে কাঠের হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে ওষুধ দিচ্ছেন 'ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ'। 'বাবা হোমিওপ্যাথি করতে ভালবাসতেন। রামগড়ে এসে তাঁর সেই শখ চূড়ান্তভাবে মিটেছিল', স্মৃতিকথায় লিখেছেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ। বাগবাজারের তরুন ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যকে কবির সঙ্গে প্রথম আলাপ করিয়ে দেন 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। 'বীরবল' প্রমথ কবির আদরের ভাইঝি ইনিন্দরা দেবীর স্বামী। প্রথম দর্শনেই পশুপতিকে পছন্দ হয়ে গেল কবির। তাঁর গলায় নিজের লেখা গান শুনে আনন্দ পেলেন রবীন্দ্রনাথ। ডাক্তারদের প্রতি অদ্ভুত দুর্বলতা 'ডাক্তারি প্রবণতা' থাকা কবির। নিজেই লিখেছেন, 'আমি চেষ্টা করলে খুব ভালো ডাক্তার হতে পারতুম'। শুধু হোমিওপ্যাথি নয়য়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গভীর পড়াশোনা কবির। গভীরভাবে জানতেন বায়োকেমিক শাস্ত্রও। সে বছর গ্রীষ্মে পশুপতি ডাক্তার গিয়েছেন বোলপুরে। স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আশ্রমের বাসিন্দাদের ভিতর থেকে অনেকেই আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে দেখতাম যে তাঁরা খুব বিশ্বাস করে ওষুধ নিয়ে যায়'। পশুপতি ডাক্তারের স্মৃতিকথায় রয়েছে ইরিসিপেলাম বা বিসর্প রোগে আক্রান্ত এক ছাত্রকে কবির ওষুধ দিয়ে ভালো করে তোলার কাহিনি। 'রবীন্দ্রজীবনী' রচয়িতা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাই আক্রান্ত হয়েছে রোগটাতে। রোগটা জীবাণু ঘটিত জটিল এক চর্মব্যাধি। অত্যন্ত ছোঁয়াচে। এই রোগে বেশিরভাগ রোগীই মারা যেত তখন। 'তার মুখের একপাশ ফুলে উঠেছে, সিঁদুরবর্ণ... সঙ্গে জ্বর।' পশুপতি নিজে ডাক্তার। বুঝলেন, শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে বাঁচানো যাবে না ছেলেটিকে। কবিকে বললেন, 'একে এখনই হাই ডোজের সিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার। তারই ব্যবস্থা করুন।' সামান্য হাসলেন রবীন্দ্রনাথ, 'এখন তো আমারই ওষুধ চলুক, দু'দিন দেখাই যাক না কী হয়, তারপর না হয় তোমারই ব্যবস্থা করা যাবে।' এমন এক জটিল রোগে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ওষুধে কাজ হল ম্যাজিকের মত। দু'দিন বাদে দেখা গেল, রোগটা অনেকটাই গেছে কমে। 'আরও দু-তিনদিনের মধ্যে ছেলেটি একেবারে সুস্থ হয়ে গেল।' মুগ্ধ হলেন পশুপতি ডাক্তার। কবিকে বললেনও সেকথা। কবি হাসছেন। মজা করে বলছেন, 'তবু তোমরা আমাকে ডাক্তার বলে মানবে না! আমি ফি নিই না, তাই ডাক্তার নই। যদি মোটা ফি নিতাম তাহলে সবাই বলত এ একজন মস্ত বড় ডাক্তার।' 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শেষদিকে বায়োকেমিক ঔষধ ব্যবহার করিতেন এ কথা বেশি লোক জানে না। তাহার স্কুলের এক শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েক খণ্ডে বৃহদাকার সম্পূর্ণ হোমিওপ্যাথি এনসাইক্লোপেডিয়া উপহার দিয়াছিলেন তা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' শুধু তাই নয়, আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই বইগুলো দেবার আগে বহু তত্ত্ব আর তথ্য পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে দেন কবি। শুধু তাই নয়, ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে 'অসংখ্য' পৃষ্ঠার পার্শ্বে স্বহস্তে নোট দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' কিশোরবেলা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে রবির ছিল গভীর অনুসন্ধিসা। যৌবনে তা বদলে যায় গভীর আগ্রহে। শান্তিনিকেতনে আশ্রম তৈরির সময় থেকে কবির চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রকাশ পেতে শুরু করে নানাভাবে। ডাক্তারি বইপত্র পড়েন নি শুধু, আত্মস্থ করেছেন গভীর অভিনিবেশে। এর মূলে ছিল ডাক্তারি নিয়ে কবির গভীর আগ্রহ। শান্তিনিকেতনে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর কালীমোহন ঘোষকে আশ্রমে আসার আমন্ত্রণ জানান কবি। চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার এখানে চিকিৎসক বলিতে আমি ও ক্ষিতিমোহনবাবু।' একান্ত বাধ্য হয়ে বাড়তে থাকা আশ্রমবাসীদের চিকিৎসার ভার নিজের হাতে নেন রবীন্দ্রনাথ। কবিকে একাজে সাহায্য করতেন অমর্ত্য সেনের দাদামশায়, আয়ুর্বেদজ্ঞ ক্ষিতিমোহন সেন। আশ্রম দিনে দিনে বড় হচ্ছে, বাড়ছে আশ্রমিকদের আধিব্যাধি। অগত্যা রোগীদের চিকিৎসার প্রাথমিক দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে। ছেলেবেলা থেকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতা ছিল শিশু রবির। ছিল বিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানে প্রবল আগ্রহ। এসবই পরবর্তী জীবনের রবীন্দ্রনাথকে করে তুলেছিল বিজ্ঞান চেতন। 'বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'প্রাণী-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্রমাগত পড়তে পড়তে আমার মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কম বয়সেই।' বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে। 'বিজ্ঞান ও রস সাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার, দেনা-পাওনার পথ আছে।' লিখেছেন সাহিত্যের কারবারি রবীন্দ্রনাথ। 'জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্য বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত।' ১৯১৮ সাল। ইনফ্লুয়েঞ্জা হানা দিল বোলপুরের আশ্রমে। আশ্রমের অনেক ছাত্রছাত্রী শয্যাশায়ী। রবীন্দ্রনাথ রোজ ঘুরে ঘুরে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের দেখতেন। শুধু দেখতেন না, 'চিকিৎসাও করিতেন'। রামানন্দ-কন্যা শান্তাদেবী লিখেছেন তাঁর সেই সময়কার অভিজ্ঞতা। 'সাধারণ উদ্ভিদ হইতে কি একটা প্রতিষেধক তৈরি করিলেন, সেবন করিয়া অনেকেই জ্বরের হাত এড়াইল।' খুব কড়া ডাক্তার ছিলেন কবি। প্রতিষেধক বলতে 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন'। নিম, গুলঞ্চ, তেউরি, নিসিন্দা আর থানকুনি বেটে তৈরি হত কবির রামতেতো সেই পাঁচন। ইনফ্লুয়েঞ্জা আটকাতে জ্বর হয়নি এমন প্রত্যেক আশ্রমবাসীকে ওই পাঁচন নিয়ম করে খেতে হয়েছে। ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না, ছিল না পালানোর পথ। নিজের ডাক্তারি নিয়ে নিজেই মজা করতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে প্রশান্ত মহালনবিশের স্ত্রী রানিকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কোনও ভালো কবিরাজি টনিক ব্যবহার করলে তোমার ঘুসঘুসে জ্বরের ক্ষেত্রে কিরকম হয়। কবিরাজ বলতে আমাকে বুঝে নিও না, তাতে আমাকে খাটো করা হবে আমি কবি-রাজ নই, কবিসম্রাট।' ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ব্যাধি ও তার প্রতিকার' বইয়ের ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। লিখছেন, 'আমার মতো সাহিত্য ডাক্তার, যাকে দায়ে পড়ে ভিষক্ ডাক্তার হতে হয়' সাধারন মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, সাধারন গরীব মানুষ রোগ সারাতে এলে দেখেশুনে দিতে হয় ওষুধ। 'এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি না যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনও চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়।' ডাক্তারিতে কত গভীর জ্ঞান ছিল কবির? জাপান থেকে কবির সঙ্গে আশ্রমে পড়বে বলে চলে এসেছে এক বালিকা। নাম তার হারাসান। কলকাতায় এসে জ্বরে পড়ল হারাসান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাকে রেখে চিকিৎসা করাচ্ছেন বন্ধু ধন্বন্তরি নীলরতন সরকারকে দিয়ে। ১৯২৯-এ ৬ নভেম্বর রানি মহালনবিশকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'হারাসানের রোগটা যে কোনস্থানে এবং কী আকারে এখনও তা ধরা পড়েনি। ...এটা স্থির যে Enteric (Fever) নয়, typhoid নয়, তার চেয়ে গুরুতর কিছুও নয়।' এই কবি যে ব্যাধিজর্জর মানুষ দেখলেই, ছুটে যাবেন তার কাছে, তাকাবেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিকিৎসকের মমতায়, এতে বিস্মিত হবার কারণ থাকে না আর। কেমন ডাক্তার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ? ১৯০০ সালে এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমার ছোট ছেলে (শমীন্দ্রনাথ) কয়েকদিন জ্বর ও কাশিতে ভুগিতেছিল। আমি তাহাকে অ্যাবোনাইট-৩০ ও বেলাডোনা-৩০ পর্যায়ক্রমে দিয়া আরাম করিয়া তুলিয়াছি।' লন্ডন থেকে ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে লিখছেন, 'তোর খোকার Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস। তাড়াতাড়ি একজিমা সারানো ভাল নয়। সালফা ২৬০ আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস একজিমা যদি বসে গিয়ে থাকে সালফার সেই দোষ নিবারণ করবে।' 'আমি এই শাস্ত্রে(চিকিৎসা) প্রোগ্রেসের চেষ্টা করেছিলুম চিকিৎসার দৌরাত্ম্য প্রশমণের ইচ্ছাতে আমি শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলুম শিক্ষকতার নির্দয়তা থেকে মানব সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টায়।' পেটের সমস্যা আর জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী রানি। ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রশান্তচন্দ্রের মেজো মামা, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র রানির জ্যাঠতুতো দাদা। দুজনেই রানিকে পরীক্ষা করে জানালেন রোগের মূলে এক ধরনের কৃমি। খবর পেলেন রবীন্দ্রনাথ। রানিকে লিখলেন, 'কৃমির উপদ্রব পুরো ধ্বংস হলে আরাম পাবে। কৃমি ধংসের ভালো ওষুধ কাঁচা পেঁপের আঠা, অল্প একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বারবার খেলে উপকার পাবে বলে মনে করি।' স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত প্রচুর পড়াশোনা করতেন কবি। ১৯৩৯ সালে বিজয়া দশমীতে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে হাঁপানির টান এড়াতে কুকুর ও বিড়ালের সংস্রব এড়াতে বলেছেন। বোলপুর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে বহু মানুষ ওষুধ নিতে আসছেন কবির কাছে। ওই গ্রামগুলোর মানুষের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ প্রসব থেকে প্রসূতির পরিচর্যায় তৈরি করছেন মহিলা শুশ্রূষাকারীদের দল। গ্রামগুলোতে ম্যালেরিয়া আটকাতে যুক্ত হচ্ছেন অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সমবায় সমিতির সঙ্গে। একজন অসুস্থ মানুষকে একবার দেখেই গভীর নিরীক্ষণ আর ডাক্তারি প্রবণতার জোরে সমস্যা বুঝে নেবার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। সবসময় হোমিওপ্যাথি করেননি কবি, শেষ জীবনে সরে এসেছেন বায়োকেমিকে। ছোটখাটো সমস্যায় ওষুধ দিতেন নিজে, রোগটা জটিল হলে রোগীকে পাঠাতেন তাঁর অন্তরঙ্গ চিকিৎসকদের কাছে। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু। গভীর সখ্যতা ছিল ধন্বন্তরি নীলরতনের সঙ্গে। ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের করা 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ কবির হাত থেকে গেল ইংরেজ কবি ইয়েটসের হাতে। দ্বিজেন্দ্রনাথকে ডিনারে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ইয়েটস বুঝলেন কবিতাগুলোর ভাব। ইয়েটসের ভূমিকাসহ কবিতাগুলো 'ম্যাকমিলান' সংস্থা প্রকাশ করলেন 'Songs Offerings' নামে। ১৯১২ সালে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ প্রকাশিত না হলে ওই বই ইয়েটসের জোরালো প্রস্তাব ও সুপারিশসহ যেত না নোবেল কমিটির কাছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ না থাকলে ওই কবিতাগুলোর মূলভাব এত সহজে পৌঁছে যেত না নোবেল পুরস্কারের নির্বাচকদের কাছে। যদি বলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯১৩তে নোবেল পুরস্কার পাবার পিছনে এই ডাক্তারটির ভূমিকা ছিল অনেকটাই, ভুল হবে না সে বলায়। ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র বাদেও সত্যসখা মৈত্র, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, রাম অধিকারী, অমিয় সেনের মত অসংখ্য ডাক্তার ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ। ডাক্তারদের প্রতি দুর্বলতার কথা প্রকাশ্যে বলতেন 'শখের ডাক্তার' রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৩ সালে আশ্রমের ডাক্তার হিসেবে যোগ দেওয়া তরুন শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কবি ডাক্তারি পরীক্ষা পর্যন্ত নিয়েছেন! এক আশ্রমবাসীকে হোমিও ওষুধ দিয়েছেন কবি। কবিকে লুকিয়ে রোগী খাচ্ছেন অ্যালোপ্যাথ শচীন্দ্রচন্দ্রের দেওয়া ওষুধ। রোগী দেখতে গিয়ে দুই ডাক্তার মুখোমুখি। গম্ভীর কবির নির্দেশে তরুন ডাক্তারকে তখনই যেতে হচ্ছে 'উত্তরায়ন' কবির তখনকার বাসভবনে। শেষ পর্যন্ত 'রফা' হল, শচীন ডাক্তারকে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, সব শাস্ত্রের বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে কবির কাছে। পরিচারক বনমালীকে দিয়ে একঝুড়ি বই রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারের বাড়ি। সাতদিন রাত জেগে সব বই আত্মস্থ করতে হল ডাক্তার ছাত্রকে। অষ্টমদিন ভোরে কবির চা চক্রে বসে পরীক্ষা দিলেন তরুন ডাক্তার। ছাত্রের উত্তরে খুব খুশি রবীন্দ্রনাথ। 'চরক সংহিতা' গুলে খেয়েছে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ছাত্র। কবি পাশ করিয়ে দিলেন ছাত্রকে! লেটার মার্কস দিয়ে। বললেন, 'চণৎকার! ডাক্তার তোমার ইনটিউশন আছে। এবার থেকে তোমার ওষুধ আমি খাব।'

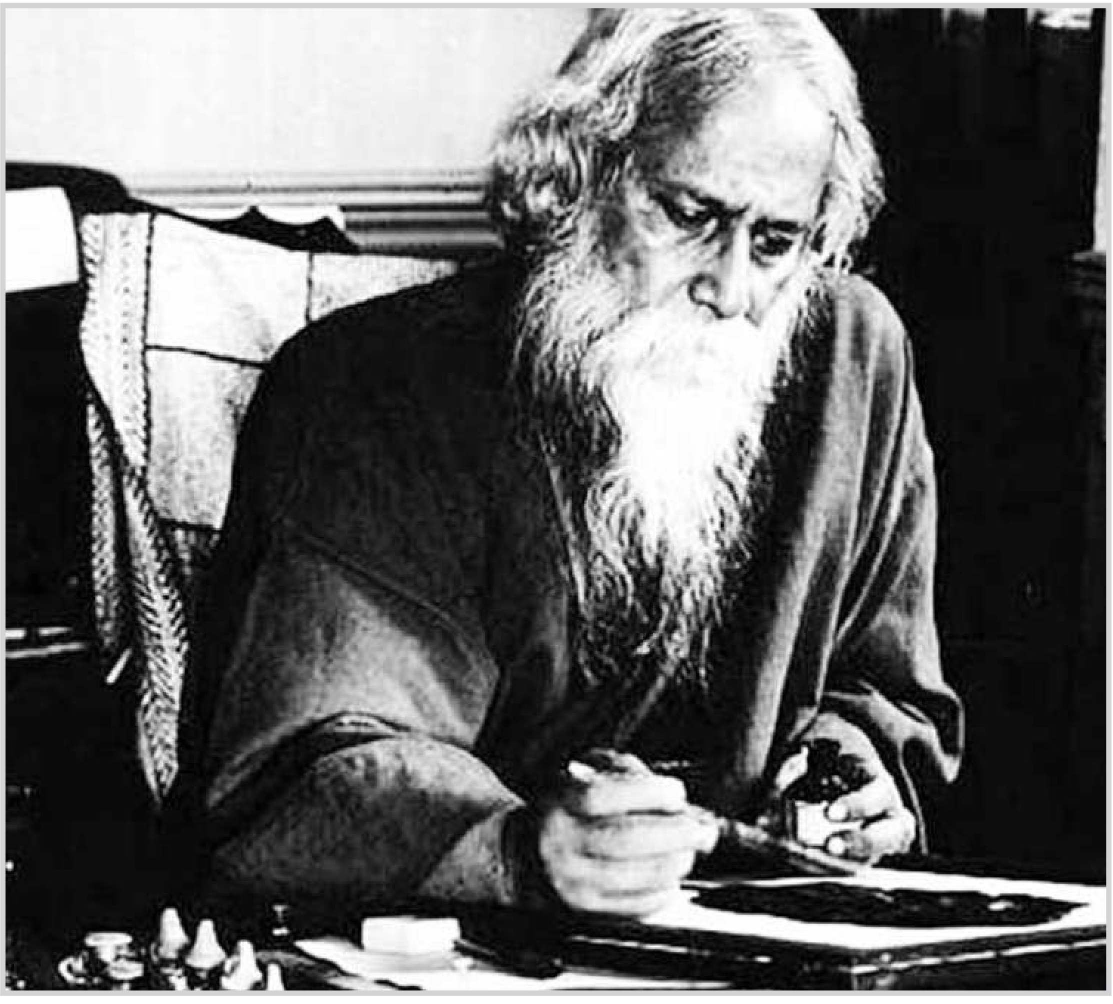

আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবসের প্রেক্ষাপটে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের উত্তরসূরিরা

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ মে আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস। আধুনিক নার্সিং শিক্ষার প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর জন্মদিনকে স্মরণ করেই বিশ্বজুড়ে এই দিনটি পালিত হয়। মানবসেবার এক অনন্য প্রতীক হিসেবে নাইটিংগেলের নাম ইতিহাসে অমর। শুধু একজন সেবিকা নন, তিনি ছিলেন সংগঠক, শিক্ষাবিদ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারক। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন বিশ্ব স্বাস্থ্যব্যবস্থা নানা সংকটের মুখোমুখি, তখন নার্সদের অবদান আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিক পালন নয়, এটি মানবিকতা, ত্যাগ ও স্বাস্থ্যসেবার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন। নার্সিং দিবস পালনের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৭৪ সালে ইন্টারন্যশনাল কাউন্সিল অব নার্সেস আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ মে-কে আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নার্সদের অবদানকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেওয়া এবং স্বাস্থ্যসেবায় তাঁদের গুরুত্ব তুলে ধরা। বিশেষত কোভিড-১৯ মহামারির সময় গোটা বিশ্ব দেখেছে, চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সরাই ছিলেন হাসপাতালের সামনের সারির যোদ্ধা। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে অসংখ্য নার্স দিনরাত রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ফলে সমাজে তাঁদের মর্যাদা ও গুরুত্ব নতুনভাবে আলোচিত হয়েছে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবন থেকেই আধুনিক নার্সিং-এর আদর্শ গড়ে ওঠে। ১৮৫৩ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবায় তাঁর অসামান্য ভূমিকা তাঁকে দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে পরিচিত করে তোলে। রাতের অন্ধকারে হাতে প্রদীপ নিয়ে তিনি আহতদের খোঁজ নিতেন। কিন্তু তাঁর কাজ কেবল সেবায় সীমাবদ্ধ ছিল না হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি ও রোগীপরিচর্যার আধুনিক ধারণাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে কমে যায়। আজকের নার্সিং শিক্ষা ও হাসপাতাল ব্যবস্থার ভিত্তি অনেকটাই তাঁর চিন্তা ও কাজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে নার্সিং পেশার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়লেও বাস্তব চিত্র এখনও উদ্বেগজনক। দেশে বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা অনেক কম। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সরকারি হাসপাতালগুলিতে নার্সের অভাব প্রকট। অনেক ক্ষেত্রে একজন নার্সকে একসঙ্গে বহু রোগীর দায়িত্ব নিতে হয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, মানসিক চাপ, কম বেতন এবং নিরাপত্তাহীনতা-এসব সমস্যা এখনও বহাল। তবুও দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সচল রাখতে নার্সরাই অন্যতম প্রধান ভরসা। অন্যদিকে, ভারতীয় নার্সদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমাদৃত। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন হাসপাতালে ভারতীয় নার্সরা সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। বিশেষত কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের বহু তরুণ-তরুণীরা নার্সিং পেশায় যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি যেমন দেশের দক্ষ মানবসম্পদের পরিচয় বহন করে, তেমনি দেশে নার্স সংকট বৃদ্ধির একটি কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত সুযোগ-সুবিধার আশায় বহু নার্স বিদেশমুখী হচ্ছেন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও নার্সিং পেশা নানা চ্যালেঞ্জের মুখে। বৃদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন নতুন রোগের বিস্তার এবং স্বাস্থ্যখাতে চাপ বৃদ্ধির ফলে নার্সের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় প্রশিক্ষিত কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বহুবার সতর্ক করেছে যে, ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে নার্স সংকট আরও তীব্র হতে পারে। ফলে নার্সিং শিক্ষার প্রসার, কর্মপরিবেশের উন্নতি এবং পর্যাপ্ত সম্মান নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়-স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেবল চিকিৎসকনির্ভর নয় নার্সরাই তার প্রাণশক্তি। রোগীর শুশ্রূষা, মানসিক সাহস জোগানো, ওষুধপ্রয়োগ থেকে শুরু করে জরুরি মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত-সবক্ষেত্রেই নার্সদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাঁদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিনে তাই শুধু শ্রদ্ধা জানালেই চলবে না তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়াও জরুরি। মানবসেবাকে পেশা নয়, ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা নার্সদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলা যায়-সভ্য সমাজের সুস্থতা ও মানবিকতার অন্যতম স্তম্ভ তাঁরাই।

ভারত-নেপাল সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল এসএসবি, ২ থাই নাগরিক-সহ আটক ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মে ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় ব্যর্থ হলো অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন নকশালবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই থাইল্যান্ডের নাগরিক-সহ মোট ৪ জনকে আটক করেছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। ধৃতদের নাম নুসরত কিংওয়ান ও শনি চলাসিয়া (থাইল্যান্ড), শ্রেষ্ঠ ভর তালি (নেপাল) এবং মহম্মদ সুলেমান (ভারত)। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে থাইল্যান্ডের দুই নাগরিক, নেপালের এক বাসিন্দা এবং একজন ভারতীয় রয়েছেন। তাঁরা সকলেই অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং ভিসার কাগজ উদ্ধার করা হয়েছে। এসএসবি ধৃতদের আটক করার পর নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এছাড়া অনুপ্রবেশে ব্যবহৃত একটি চার চাকা গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, থাইল্যান্ডের এক নাগরিকের কাছে ভারতীয় ভিসা এবং অন্যজনের কাছে ই-ভিসা থাকলেও তাঁদের প্রবেশের ধরন ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সন্দেহজনক ছিল। এই চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত এবং কেন তাঁরা এভাবে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনা বেড়ে চলায় এই সাফল্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসক্রিমের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১২ মে ঃ আইসক্রিম কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাত বছরের এক শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বিষ্ণুপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়পুর এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত কৌশিক মাঝি শিশুকন্যাকে গাড়িতে করে একটি পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরে বাড়ি ফিরে ওই নাবালিকা পরিবারের সদস্যদের গোটা ঘটনা জানায়। এরপর জয়পুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পরিবারের তরফে ধৃতের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

স্ত্রীকে মিথ্যা সন্দেহে কাটারির কোপ, অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া, ১২ মে ঃ স্ত্রীকে বাইকে করে ঘোরানোর মিথ্যা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে কাটারির কোপে গুরুতর জখম করার ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী নিরাপদ দাসকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। ঘটনাটি ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি। পোলবা থানার যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা অরুণ দাস কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কামদেবপুর বাজারে একটি মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনছিলেন। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দা নিরাপদ দাস তাকে আটকিয়ে অভিযোগ করেন, অরুণ নাকি তার স্ত্রীকে বাইকে করে ঘুরিয়েছেন। অভিযোগ অস্বীকার করলে নিরাপদের স্ত্রীকে ডেকে আনা হয়। তিনি স্পষ্ট জানান, অরুণ দাসকে তিনি চিনতেই না এবং স্বামীর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এরপর অরুণ দাস সাইকেল নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলে হঠাৎই তার উপর চড়াও হয় নিরাপদ দাস। কাটারি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারলে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন অরুণ। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে এবং পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। ঘটনার পর অরুণ দাসের স্ত্রী পোলবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ নিরাপদ দাসকে গ্রেপ্তার করলেও পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর গতকাল চুঁচুড়া আদালতের অ্যাডিশনাল সেশন জজ (ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্ট) পীযূষ কান্তি রায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আজ আদালত নিরাপদ দাসকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে অরুণ দাসের পরিবার।

বর্ধমান পুলিশের জালে গরু পাচারচক্র, উদ্ধার ২২টি গরু - গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১২ মে ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে বর্ধমান শহরের জি.টি. রোডে অভিযান চালিয়ে ২২টি গরু উদ্ধার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্দেহজনক একটি গরু বোঝাই গাড়িকে আটকানোর চেষ্টা করলে কয়েকজন পাচারকারী পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের তৎপরতায় দু'জনকে ধরা

সম্ভব হলেও আরও দুই অভিযুক্ত অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যায়। ধৃতদের নাম শেখ রফিকুল ইসলাম (৩০), বাড়ি কাটোয়া এবং আনোয়ার হোসেন সেখ (৫০), বাড়ি পূর্বস্থলী। পুলিশ জানিয়েছে, অত্যন্ত অমানবিক অবস্থায় গরুগুলিকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে গরুগুলি এনে কাটোয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে গরু পাচার ও পশু নির্যাতন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। উদ্ধার হওয়া গরুগুলিকে আপাতত আদালতের নির্দেশে নিরাপদে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গরু পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযানের উপর জোর দেওয়া হবে।

জানালার কাঁচ ভাঙার সন্দেহে তিন নাবালককে মারধর! গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১২ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার বৈদিক পাড়া এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। বাড়ির জানালার কাঁচ ভাঙার অভিযোগে তিন নাবালককে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত সন্দীপ ভট্টাচার্য নামে ওই প্রধান শিক্ষককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেলে অভিযুক্তের বাড়ির জানালার কাঁচ ভাঙার ঘটনা ঘটে। এরপর সন্দেহের তীর গিয়ে পড়ে এলাকার তিন নাবালকের উপর। অভিযোগ, ওই তিন কিশোরকে ডেকে নিজের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যান প্রধান শিক্ষক সন্দীপ ভট্টাচার্য। এরপর সেখানে তাঁদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। অভিযোগের তির শুধু প্রধান শিক্ষকের দিকেই নয়, মারধরে তাঁর স্ত্রীরও জড়িত থাকার কথা জানিয়েছে নাবালকদের পরিবার। ঘটনার পর আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে তিন নাবালক। পরিবারের দাবি, মারধরের জেরে দুই নাবালকের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। মঙ্গলবার তাদের কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শে সিটি স্ক্যান করানো হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এরপরই পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক সন্দীপ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে কালনা আদালতে তোলা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক বলেন, তিনি ঘটনার জন্য অনুতপ্ত। যদিও তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষোভ কমেনি এলাকাবাসীর। নাবালকদের উপর এমন নির্যাতনের ঘটনায় এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, যিনি একজন শিক্ষক এবং ছাত্রদের মানুষ করার দায়িত্বে, তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কীভাবে উঠল? পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। নাবালকদের উপর মারধরের অভিযোগে আর কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে শীঘ্রই কড়া

প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। মঙ্গলবার বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই বিষয়ে সরাসরি সতর্কবার্তা দেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিত তা এবং রাজ্য এসটি মোর্চার সহ-সভাপতি শিব্রাম হাঁসদা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মাদ্রাসা সরকারি অনুমোদন ছাড়াই গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ও বৈধতা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। মন্ত্রী আরও দাবি করেন, পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের আমলে প্রতি বছর সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হলেও সেই অর্থ প্রকৃত উন্নয়নমূলক কাজে কতটা ব্যয় হয়েছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। তাই ওই বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার ও প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। তার কথায়, সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নের নামে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। এদিন তিনি রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিয়েও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। মন্ত্রীর বক্তব্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আদর্শ অনুসরণ করে আগামী দিনে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম-সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। বিশেষ করে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র শিল্প এবং স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আদিবাসী সমাজের আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে প্রতিটি জেলাতেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ছাত্রাবাস বা হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতারাও রাজ্যের শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরব হন। তারা দাবি করেন, স্বচ্ছ প্রশাসন ও জবাবদিহিতার মাধ্যমেই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে অবৈধ মাদ্রাসা প্রসঙ্গে তার কড়া অবস্থান আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

আঁচলে 'জয় শ্রী রাম', ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও রাজনৈতিক আবেগ মিশিয়ে অভিনব সৃষ্টি শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১২ মে ঃ নদীয়ার রানাঘাটে এবার তাঁতের শাড়িকেই রাজনৈতিক বার্তার মাধ্যম করে তুললেন এক শিল্পী। হবিবপুরের তাঁত শিল্পী বিজন বিশ্বাস তৈরি করেছেন বিশেষ ডিজাইনের শাড়ি, যেখানে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে- ঘাসফুল ঝরেছে, পদ্মফুল ফুটেছে। পাশাপাশি শাড়ির আঁচল জুড়ে রয়েছে জয় শ্রী রাম ধ্বনি। এই শাড়িকে ঘিরেই এখন জেলায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তাবাহী শাড়ি তৈরি করে পরিচিতি পেয়েছেন বিজন বিশ্বাস। এর আগেও পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার কিংবা পদ্ম প্রতীক আঁকা শাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি। এবার বিজেপির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সাফল্যের আবহে নতুন এই শাড়ি বাজারে আনেন তিনি। শিল্পীর দাবি, মাত্র ২৩০ টাকা মূল্যের এই শাড়ির চাহিদা ইতিমধ্যেই নদীয়া ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকে এই শাড়িকে রাজনৈতিক আবেগের প্রতীক হিসেবে দেখছেন বলেও জানান তিনি। তবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাবনা নয়, এই শাড়ির পিছনে রয়েছে ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কাহিনীও। বিজন বিশ্বাস জানান, তাঁর জামাই গ্রুপ-ডি কর্মী ছিলেন। দুর্নীতির ঘটনায় চাকরি হারানোর পর থেকেই পরিবারকে নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই ক্ষোভ থেকেই প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তাঁতের নকশায় রাজনৈতিক বার্তা তুলে ধরেছেন তিনি। বিজন বিশ্বাস বলেন, শিল্পের মধ্য দিয়েই আমি মানুষের মনের কথা

তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলার তাঁত শিল্প আরও এগিয়ে যাক, সেটাই চাই। জানা গিয়েছে, রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভানেত্রী অপর্না নন্দীর অনুরোধেই শাড়িতে ঘাসফুল ঝরেছে, পদ্মফুল ফুটেছে লেখাটি ব্যবহার করা হয়। এরপর থেকেই এই বিশেষ শাড়ির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে। রাজনীতির রং, ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প- সব মিলিয়ে রানাঘাটের এই শাড়ি এখন জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে।

নবজাতকের জীবিত থাকার হার বাড়াতে দেশব্যাপী অভিযানে অংশগ্রহণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সেন্ট্রাল হাসপাতাল-এর

মালিগাঁও, ১২ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতাল ১০ মে, ২০২৬ তারিখে দেশব্যাপী 'নিওনেটাল রিসাসিটেশন প্রোগ্রাম' (এনআরপি) দিবসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, এর মাধ্যমে নবজাতকদের স্বাস্থ্যসেবা দৃঢ় করা এবং প্রতিরোধযোগ্য নবজাতক মৃত্যু হ্রাসের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। কার্যসূচির অংশ হিসেবে, ১৫ জন স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এ আয়োজিত একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এই শিবিরের নেতৃত্ব দেন শিশু বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার ডা. ইমানুয়েল তুওলোর, যিনি প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন শিশু বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার ডা. কে.এম.এস.কে. কৃষ্ণ। এই দেশব্যাপী উদ্যোগ, ন্যাশনাল নিওন্যাটোলজি ফোরাম (এনএনএফ)- এর নেতৃত্বে ভারত সরকার, ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স (আইএপি), ফেডারেশন অফ অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া (এফওজিএসআই)

এবং ট্রেইনড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টিএনএআই)- এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য প্রতিটি নবজাতকের জন্য অন্তত একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর উপলব্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিটি সেবা প্রদান কেন্দ্রে ব্যাপক পরিসরে জীবনরক্ষাকারী সক্ষমতা গড়ে তোলা। এই উদ্যোগটি জন্মের পরবর্তী সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'গোল্ডেন মিনিট'-এর সময়কালে সময়োচিত হস্তক্ষেপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে, যে সময়ে তাৎক্ষণিক পুনরুজ্জীবন সহায়তা নবজাতকের জীবিত থাকার সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এক মাস আগেই মিলবে বর্ষার সঠিক পূর্বাভাস, এআই ভিত্তিক নতুন পরিষেবা চালু কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবস্থা আরও আধুনিক ও নির্ভুল করতে মঙ্গলবার দু'টি নতুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ভিত্তিক পরিষেবা চালু করল কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক। এর ফলে এবার থেকে গ্রাম ও ব্লক স্তর পর্যন্ত বর্ষার সঠিক পূর্বাভাস চার সপ্তাহ আগেই জানা যাবে। প্রতি বুধবার এই পূর্বাভাস প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশের কৃষকদের জন্য বিশেষ পরিষেবাও চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ১০ দিন আগেই এক কিলোমিটারের মধ্যে আবহাওয়ার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি), পুণের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (আইআইটিএম) এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্টিং (এনসিএমআরডব্লিউএফ) যৌথভাবে এই প্রযুক্তি তৈরি করেছে। মঙ্গলবার পরিষেবা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আইএমডি-র মহাপরিচালক ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানান, প্রথম এআই সিস্টেমটি বর্ষার অগ্রগতির পূর্বাভাস ১০ দিন আগেই দিতে পারবে। অর্থাৎ কেরলমে বর্ষা প্রবেশের পর আগামী ১০ দিনে দেশের কোন রাজ্যের কোন গ্রাম পর্যন্ত বর্ষা পৌঁছাবে, তার সুনির্দিষ্ট তথ্য মিলবে। এতে ১৬টি রাজ্য এবং ৩ হাজারের বেশি জেলার কৃষক ও প্রশাসন উপকৃত হবে। এছাড়া উত্তর প্রদেশের জন্য এক কিলোমিটার রেজোলিউশনের হাই স্পেশিয়াল রেনফল ফোরকাস্ট সিস্টেম চালু হয়েছে, যা ১০ দিন আগেই অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। নতুন এই প্রযুক্তিতে এআই, স্যাটেলাইট ডাটা, ডপলার রাডার এবং অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে পূর্বাভাসের নির্ভুলতা অনেকটাই বাড়বে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূবিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, গত কয়েক বছরে দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এক সময় দেশে মাত্র ১৬-১৭টি ডপলার রাডার ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৫০ হয়েছে এবং 'মিশন মৌসম'-এর অধীনে আরও ৫০টি রাডার বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গত এক দশকে দেশে চরম আবহাওয়ার পূর্বাভাসের নির্ভুলতা প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

ব্যস্ত সময়ে বিপর্যস্ত মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে ঃ ব্যস্ত সময়ে গ্রিন লাইনে হঠাৎই থমকালো কলকাতা মেট্রো। বন্ধ শিয়ালদহ এবং ফুলবাগানের মধ্যে মেট্রো চলাচল। প্রযুক্তিগত সমস্যার জেরে ব্যহত পরিষেবা। যার ফলে চূড়ান্ত ভোগান্তির মধ্যে সাধারণ মানুষ। তবে হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা এবং সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ স্টেশনের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫১ মিনিট নাগাদ গ্রিন লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই গোলযোগ মেরামতির জন্য ঘটনাস্থলে যান ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা যান্ত্রিক ত্রুটি খতিয়ে দেখছেন। আর এই গোলযোগের কারণে গ্রিন লাইনে পুরোপথে মেট্রো চলেনি। সাময়িকভাবে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের মধ্যে মেট্রো চলাচল করে। দ্রুত সম্পূর্ণ পথে পরিষেবা চালু করার চেষ্টা করেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও মেট্রো-র তরফে আশা করা হয়।

আরামবাগে সেতুর হাইট বারের উচ্চতা কমানোকে ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১২ মে ঃ রামকৃষ্ণ সেতুর হাইট বার কমানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরামবাগে। সোমবার রাতে কর্মরত পুলিশ ও পথচারীদের মধ্যে ব্যাপক বচসা ও গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়। জানা যায়, কয়েক মাস আগেই গুরুত্বপূর্ণ রামকৃষ্ণ সেতুর একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এরপর থেকেই সেতুর উপর যানবাহন চলাচলে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করে প্রশাসন। গত কয়েক মাস পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও, গতকাল রাতে ফের হাইট বারের উচ্চতা কমানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, এইভাবে যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকলে পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে ঘুরপথে যেতে হবে, ফলে পরিবহণ খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং . ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪২এ-২৫, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪২এ-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে লার্জ স্প্যান জাম্পার/জি জাম্পার ইত্যাদির প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৮৩,০৬,১৯৬.৮৮ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৩,৬৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-61/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৬/২৪, তারিখঃ ১১.০৫.২০২৬। "প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার", পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **(ক) ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৬১৭৬৭;** ডিসি-ডিসি কনভার্টারের সেট ইত্যাদি; ১০১৩১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১০২৬১০৫৩;** ইলেক্ট্রো ভালভ্ এনার্জাইজড্ ইত্যাদি; ১৫৩৩০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ২১২৬১৪৬০;** বিএমবিএস বোগীর জন্য পিনের প্রাপ্যতা; ১৬৭০৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪); ১৪২৫১১৬২;** টপ পুশ রোলার সহ প্রিসিশন লিমিট স্যুইচের প্রাপ্যতা, ২ এনও+২এনসি (কনট্যাক্ট ব্লক সহ অ্যাসেম্বলড্ ইন লাইন)। স্যুইচে সম্ভাব্য লাইফ থাকতে হবে ন্যূনতম ১০X১০০০০০০ অপারেশন। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/২০৮/২০১২, ভার্সন ২.০ ইত্যাদি; ২১৪৭০০ টাকা। **(৫); ১৯২৬৫০০১;** ৬ ইয়ারলি শিডিউলের জন্য কিট ইত্যাদি; ১২৪৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৪ এবং ৫-এর জন্য)। **(৬); ২১২৫১৫২৪বি;** বিআরএন ওয়াগনের জন্য ফেব্রিকেটেড সাইড স্ট্যানচিয়নের প্রাপ্যতা; ৩৫১২৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ২১২৬২১০৫;** স্প্রিং লোডেড সাইড বিয়ারার অ্যাসেম্বলীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৩৫৫২০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ০৮২৬১৬৪৯;** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য আর্থ রিটার্ন ব্রাশ অ্যাসেম্বলীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৬০০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ১৬২৬১০১৭;** ২৫ কেভি, সিঙ্গল পোল ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার; ১৭৮৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১০); ১৬২৬৫০০৩;** ১৫০ বর্গ মিমি-র জয়েন্ট-লেস হার্ড ড্রন গ্রুভড্ কপার কন্ট্যাক্ট ওয়্যার; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১); ১১২৬৫০০৮এ;** এয়ারোসোল ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সাপ্রেশন সিস্টেম সরবরাহ এবং স্থাপন; ৫৩৫৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ১০২৬২৩৬০এ;** সিগন্যাল রুটিং কার্ড ইত্যাদি; ১৪৬০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১২২৬_ডিক্রসিং_ডিএস_৬৪৯৪;** ১ইন ৮.৫ ডায়মন্ড ক্রসিংয়ের জন্য রানিং চুক্তি এবং টি-৬৪৯৪; ২০০০০০০ টাকা। **(১৪); ১২২৬_ডি-স্যুইচ_৬০৬৮;** ডিরেলিং স্যুইচ ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ (টি-৬০৬৮)-এর প্রাপ্যতার জন্য রানিং চুক্তি; ১৩২১১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং. ১৩ এবং ১৪-এর জন্য)। **(১৫); ১২২৬-এফএস_স্যুইচ_৪৭৩৩;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৪৭৩৩ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ৫২ কেজি রেলের জন্য এফ/এস স্যুইচ ৫২ কেজি অফ ১০১২৫ মিমি [ওআর] স্যুইচেস কার্ভড্ ফর ১ ইন ১২ টার্নআউট বিজি [১৬৭৩ মিমি] -এর প্রাপ্যতার জন্য রানিং চুক্তি; ১৫০৩২৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬); ১২২৬১০৪৯;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৭৪৭ অনুযায়ী ওয়াইডার পিএসসি স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড্ রাবার সোল প্লেট [সিজিআরএসপি] প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ১২২৬১০১৫;** আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ড্রইং নং. টি-৬৪৪১, অল্ট-০৪ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ১ ইন ৮.৫ বিজি ৬০ কেজি ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১২২৬-ডিআর_স্যুইচ-৫৮৩৬;** আরডিএসও ড্রইং নং. (টি-৫৮৩৬ অল্ট ৩) অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ১ ইন ৮.৫ ফ্যান শেপড্ লেআউটের জন্য বিজি, ৫২ কেজি রেলের জন্য উপযুক্ত ৬৪০০ মিমি ওভাররাইডিং ডিরেলিং স্যুইচ (আরএইচ)-এর ফেব্রিকেশন এবং সরবরাহ; ৩৩৭৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯); ১২২৬১০৩৪;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৩৭৪০, অল্ট ৭ অনুযায়ী ৬০ কেজি [ইউআইসি] রেলের জন্য কংক্রীট স্লিপারের ওপর ইলাস্টিক রেল ক্লিপ ফ্ল্যাট টো-র সাথে ব্যবহারের জন্য মেটাল লাইনার প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০); ১২২৬ মেটাললাইনার ৮৬১৬_৮৬১৭;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৬১৬ এবং টি-৮৬১৭ (অল্ট১) অনুযায়ী কম্বিনেশন মেটাল লাইনার প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহ; ১২৮১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ১২২৬_এসপিসিএল_স্লিপার;** স্পেশাল টাইপ পিএসসি স্লিপারের প্রাপ্যতার জন্য রানিং চুক্তি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০৫.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২); ১২২৬১০৩৬;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৭৪৬ অনুযায়ী পিএসসি ওয়াইডার স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য আরডিএসও ড্রইং টি-৮৭৪৮ (অল্ট ১) অনুযায়ী মেটাল লাইনার প্রস্তুতকরণ এবং সরবরাহ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০৬.২০২৬, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২২-এর জন্য)। **(খ) ক্রমিক নং.ঃ ১, টেন্ডার নং.ঃ ৫২২৬৬০৭৫, সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিলিন্ডার হেড রিপেয়ার কিট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৬.২০২৬। **অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১৮২৭৫৪০০ টাকা **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-09/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচসিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সিনিয়র ডিইএন/ ৩/হাওড়া। **ক্রমিক নং.ঃ ১, ই-টেন্ডার নং ৩৫_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে নন-ইন্টারলকড্ লেভেল ক্রসিং গেটে (কাটোয়া- আজিমগঞ্জ শাখায় ৪টি এবং আজিমগঞ্জ-নলহাটি শাখায় ২টি) রিলে হাটের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,০৭,৯৪,৩৯০.১৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৮,১৫,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ (চার) মাস। **ক্রমিক নং.ঃ ২, ই-টেন্ডার নং ৩৬_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/ হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কন্ট্রাক্টরের মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট দ্বারা সাইটে ৬০কেজি/৫২কেজি (৯০ ইউটিএস/৭২ ইউটিএস, আর-২৬০) (নিউ/এসএইচ/এসআর/এসডব্লুআর/এলডব্লুআর) রেলের ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৩৯,২৭,৭১৭.৯৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৭৮,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও জমা অফার করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান-** ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আইআর ইউনিট হিসেবে ইএমডি হিসাবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-59/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিদ্যুতায়ন সংক্রান্ত টিআরডি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৪-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ০৮-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** রাঙাপাড়া নর্থ ইয়ার্ডের ৯ নম্বর লাইনে এআরটি ক্রেন শেডে বিদ্যুতায়ন সংক্রান্ত টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপন মূল্য ঃ** ২১,৩১,৬১৯.৭০/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২২-০৫-২০২৬** তারিখে **১৭:০০** টায় এবং বন্ধ হওয়ার পর **খোলা** হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **আবজালুল হক**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **কৃষ্ণা দেব, রাজশ্রী পাল, দেবারতি দেব**
ঠিকানাঃ **বারঘরিয়া, গড়ালবাড়ি, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **1157/2023** নং বহি **I-1203/23** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-1119/23- 1041/ 2023**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/3325**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয় বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কারণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ (দাতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-RS-25, LR -91, RS দাগ নং- 339, LR দাগ নং- 07, খতিয়ান নং RS- 3786, LR নং -684 685 686 জমির পরিমান- 0.0062
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **কৃষ্ণা দেব স্বামী- মৃত শৈলেন্দ্র নাথ দেব (684) রাজশ্রী পাল**
পিতা ঃ মৃত শৈলেন্দ্র নাথ দেব (685), দেবারতি দেব- পিতা মৃত শৈলেন্দ্র নাথ দেব (686)
ঠিকানাঃ Newtown para road, Newtown para Jalpaiguri- 735101

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

পরিশিষ্ট-১৩ (সংশোধিত SI-১০)
[বিধি ৮(১)]
দ্রষ্টব্য দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সম্পদ পুনরুদ্ধার পর্যবেক্ষণ শাখা - কলকাতা পশ্চিম
ইউনাইটেড টাওয়ার, ১৪ তম তলা, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক / পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ, 'আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২' -এর বিধানাবলি সাপেক্ষে এবং 'নিরাপত্তা স্বার্থ (বলবকরণ) বিধিমালা, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রতিটি হিসাবের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশের তারিখ / উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি হিসাবের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে দাবি-নোটিশ জারি করেছিলেন।
যেহেতু ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৪)-এর অধীনে এবং 'নিরাপত্তা স্বার্থ (বলবৎকরণ) বিধিমালা, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত বিধানাবলি সাপেক্ষে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রতিটি নামের বিপরীতে নিচে উল্লিখিত তারিখে, নিচে বর্ণিত সম্পত্তি / সমূহের দখল গ্রহণ করেছেন।
সুরক্ষিত সম্পদ দায়মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে সাধারণ জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি/ সমূহ নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তিসমূহ নিয়ে যেকোনো প্রকার লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের পাওনা মূল অর্থ ও তার ওপর অর্জিত সুদের দায়ের অধীন হবে।

ক্রম নং.	ক) শাখার নাম খ) হিসাবের নাম গ) ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১	ক) পোস্তা শাখা (e-UNI) খ) মিঃ আরিয়ান রাঠোর গ) মিঃ আরিয়ান রাঠোর	'ধরিত্রী টাইটানিয়াম' নামক আবাসন প্রকল্পের ব্লক নং ১-এ অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ (বন্ধক)-যা ফ্ল্যাট নং এইচ ৪ হিসেবে চিহ্নিত এতে ২টি শোবার ঘর, ১টি খাবার ও বসার ঘর (ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং), ১টি রান্নাঘর, ২টি শৌচাগার এবং ১টি বারান্দা রয়েছে। ফ্ল্যাটটির কার্পেট এরিয়া ৮৫৮ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১০৭২ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) এটি উক্ত ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৩৫ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং-এর জায়গাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফ্ল্যাটটি ডেভেলপারদের বরাদ্দকৃত অংশের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি বারাসাত পুলিশ থানা এলাকার অধীনে, কলকাতা ৭০০১৩২ ঠিকানায় অবস্থিত। এর চারপাশের সীমানা বা চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তরেঃ টাওয়ার ৪ দক্ষিণেঃ প্যাসেজ (পথ) পূর্বেঃ ফ্ল্যাট নং ১৪ পশ্চিমেঃ ফ্ল্যাট নং জি ৪।	ক) ১০.১২.২০২৫ খ) ৪৯,১০,০৮৮.৫৪ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ দশ হাজার অষ্টআশি টাকা ও চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) ২০.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং এর ওপর ভবিষ্যত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি গ) ১১.০৫.২০২৬
২	ক) পোস্তা শাখা (e-UNI) খ) মিঃ আরিয়ান রাঠোর গ) মিঃ আরিয়ান রাঠোর	একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক -ফ্ল্যাট নং এইচ ৩, যাতে রয়েছে ২টি শোবার ঘর, ১টি খাবার ও বসার ঘর , ১টি রান্নাঘর, ২টি শৌচাগার এবং ১টি বারান্দা এর কার্পেট এরিয়া ৮৫৮ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১০৭২ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে) ফ্ল্যাটটি উক্ত ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত। এর সাথে যুক্ত রয়েছে উক্ত ভবনের নিচতলায় ১৩৫ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। ফ্ল্যাটটি 'ধরিত্রী টাইটানিয়াম' নামক আবাসন প্রকল্পের ব্লক নং ১-এ অবস্থিত এবং এটি ডেভেলপারদের বরাদ্দকৃত অংশের অন্তর্ভুক্ত এর অবস্থান-থানাঃ বারাসাত, কলকাতা ৭০০১৩২। ফ্ল্যাটটির চারপাশের সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরেঃ টাওয়ার ৪ দক্ষিণেঃ প্যাসেজ (চলাচলের পথ) পূর্বেঃ ফ্ল্যাট নং ১৩ পশ্চিমেঃ ফ্ল্যাট নং এইচ ৩।	ক) ১০.১২.২০২৫ খ) ৪৯,১৪,৬৬০.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয় শত ষাট টাকা মাত্র) ২০.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং এর ওপর ভবিষ্যত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি গ) ১১.০৫.২০২৬

তারিখ- ১১।০৫।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- সুব্রত মল্লিক, চিফ ম্যানেজার এবং অথোরাইজড অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি- কলকাতা পশ্চিম

গৃহস্থালী

দরজার পিছনে ঝুলছে জামাকাপড়? অজান্তেই আটকে যাচ্ছে সাফল্যের পথ, বলছে বাস্তুশাস্ত্র!

ঘর সু ঃদর করে সাজিয়ে রাখতে কে না ভালোবাসেন! পরিপাটি ঘর মানেই যেন শান্তি, স্বস্তি আর ইতিবাচকতার ছোঁয়া। কিন্তু অনেক সময় অজান্তেই কিছু ছোট ছোট অভ্যাস আমাদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিশেষ করে জায়গার অভাবে আমরা অনেকেই দরজার পিছনে হুক লাগিয়ে জামাকাপড়, ব্যাগ, ছাতা কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ঝুলিয়ে রাখি। দেখতে সাধারণ মনে হলেও, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এই অভ্যাসই নাকি ডেকে আনতে পারে একের পর এক সমস্যা। এমনকি সাফল্য, অর্থভাগ্য ও পারিবারিক শান্তির উপরও পড়তে পারে এর গভীর প্রভাব।বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ির প্রতিটি দরজা শুধু যাতায়াতের পথ নয়, বরং শক্তি প্রবেশের প্রধান মাধ্যম। ঘরের ভিতরে ইতিবাচক শক্তি বা ‘ এনার্জি’ প্রবেশ করে এই দরজা দিয়েই। তাই দরজার আশপাশ সবসময় পরিষ্কার ও বাধামুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সেই জায়গাতেই যদি জমে থাকে জামাকাপড়।, ভারী ব্যাগ বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস, তাহলে শক্তির প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাস্তুর ভাষায় একে বলা হয় ‘ দোষ’। আর এই দোষ ধীরে ধীরে মানুষের উন্নতির পথ আটকে দেয় বলে মনে করা হয়। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, কঠোর পরিশ্রম করার পরও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মিলছে না। কাজের সুযোগ হাতছা।। হয়ে যাচ্ছে, ব্যবসায় লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিংবা চাকরিতে বারবার বাধা আসছে। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, এর পিছনে ঘরের কিছু ভুল বিন্যাসও দায়ী হতে পারে। দরজার পিছনে কাপ। ঝুলিয়ে রাখলে ঘরের ইতিবাচক শক্তি কমে যায় এবং নেতিবাচক শক্তির আধিপত্য বা।তে থাকে। এর ফলে মানসিক চাপ, হতাশা এবং অস্থিরতা বা।ে। কাজের প্রতি মনোযোগ কমে যায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। শুধু কর্মক্ষেত্র নয়, অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও এর প্রভাব পড়ে বলে দাবি বাস্তুবিদদের। তাঁদের মতে, দরজার উপরের অংশ দেবী লক্ষ্মীর স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই জায়গায় নোংরা বা ব্যবহার করা জামাকাপ। ঝুলিয়ে রাখা মা লক্ষ্মীর অসম্মানের সামিল। ফলস্বরূপ সংসারে অর্থনৈতিক টানাপো।নে দেখা দেয়। যত আয় হয়, তার চেয়ে ব্যয় যেন আরও দ্রুত বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে সঞ্চয় কমে গিয়ে ঋণের বোঝা বাড়ে। অনেক সময় অকারণে অর্থ অপচয়ও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও দরজার পিছনে

লোহার জিনিস, ধারালো বস্তু বা ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখাকে অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তুমতে, এই ধরনের জিনিস নেতিবাচক শক্তিকে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খিটখিটে মেজাজ, অকারণ রাগ এবং ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাড়তে পারে। সম্পর্কের উষ্ণতা কমে গিয়ে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হয়। এমনকি দাম্পত্য জীবনেও অশান্তির ছায়া নেমে আসতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ির প্রধান দরজা সবসময় খোলা, উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। দরজার পিছনে যদি কিছু রাখতেই হয়, তবে তা যেন খুব হালকা ও প্রয়োজনীয় হয়। তবে সম্ভব হলে সেখানে কোনও জিনিস না রাখাই শ্রেয়। দরজার আশপাশ পরিষ্কার রাখলে ঘরে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়ে, মনও থাকে প্রফুল্ল। এর প্রভাব ধীরে ধীরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও দেখা যায় বলে মনে করা হয়। অনেকেই হয়তো এসব বিষয়কে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেন। তবে বাস্তুশাস্ত্র মূলত ঘরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখার উপর জোর দেয়। কারণ অগোছালো পরিবেশ মানুষের মনেও অস্থিরতা তৈরি করে। দরজার পিছনে স্তূপ করে রাখা জামাকাপড় বা জিনিসপত্র শুধু ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে না, মানসিকভাবেও চাপ সৃষ্টি করে। তাই বাস্তুর নিয়ম মেনে চলুন বা না চলুন, ঘরকে পরিষ্কার ও গোছানো রাখা সবসময়ই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই দেরি না করে আজই নজর দিন আপনার ঘরের দরজার পিছনে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে জায়গাটিকে পরিষ্কার রাখুন। ছোট এই পরিবর্তনই হয়তো আপনার জীবনে আনতে পারে বড় ইতিবাচক পরিবর্তন। কারণ বাস্তুশাস্ত্র মতে, বাধাহীন প্রবেশপথই সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং শান্তির অন্যতম চাবিকাঠি। ঘরকে শুধু বাহ্যিকভাবে সু ন্দর করলেই হবে না, তাকে হতে হবে শক্তির দিক থেকেও সুষম ও ইতিবাচক। তবেই মিলবে মানসিক শান্তি, আর খুলবে সাফল্যের নতুন দরজা।

দেশ-বিদেশ

পাকিস্তানে ভরা বাজারের কাছে বিস্ফোরণ! মৃত অন্তত ৭, আহত বহু

১২ মে ঃ ভয়াবহ বিস্ফোরণ পাকিস্তানে। খাইবার পাখতুনখোয়ায় একটি ব্যস্ত বাজারের কাছেই রেলগেটের পাশে আচমকাই বিস্ফোরণে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে পাঁচজন সাধারণ নাগরিক। বাকি দু’জন পুলিশকর্মী বলে জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, একটি গাড়ির মধ্যে রাখা বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটাতেই ঘটে যায় অনর্থ। বিস্ফোরণে বহু মানুষ আহতও হয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে জনাকীর্ণ বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল ও নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালগুলোতে স্থানান্তর করা হয়। বিস্ফোরণের প্রকৃতি নির্ণয় করতে এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে পুলিশ একটি তদন্ত শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। গত মাসে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একই ভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। গাড়িবোমা বিস্ফোরণে মহিলা, শিশু-

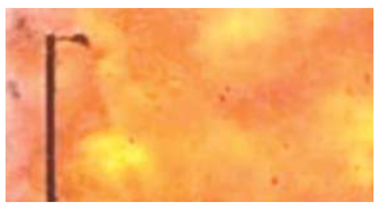

সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মৃতদের দেহ। আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয। অন্তত চারজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হযেছেন বলেও জানা যায়। উল্লেখ্য, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বিদ্রোহী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র সঙ্গে পাক সেনার সংঘর্ষ বছরভর লেগে রয়েছে। বিদ্রোহীদের দাবি, পাকিস্তানে তারা অবহেলিত। স্বাধীন খাইবার পাখতুনখোয়ার স্বপ্ন দেখে তারা। অন্যদিকে পাক সেনার দাবি, আফগান মদতে পাকিস্তানকে অস্থির করছে জঙ্গিরা। তবে এবারের বিস্ফোরণের নেপথ্যে কে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

স্পেস স্যুট পরে নামে ৪ ফুটের রহস্যময় জীব! বিরাট চাঞ্চল্য আমেরিকায়

১২ মে ঃ দীর্ঘদিন ধরে চর্চায় থাকা মার্কিন ইউএফও (ঙক্মগ) ফাইলের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রথম ধাপে প্রকাশ করা হয়েছে একাধিক ভিডিও, ছবি ও পুরনো সরকারি রেকর্ড। সেখান থেকেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। এফবিআই -এর প্রকাশিত গোপন নথিতে বলা হয়েছে, ১৯৬০-এর দশকে কিছু মানুষ ছোট কাঁধ বিশিষ্ট রহস্যময় কিছু প্রাণীকে ইউএফও থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। যাদের মাথায় ছিল হেলমেট ও পরনে স্পেস স্যুট। এফবিআইয়ের নথিতে বলা হয়েছে, ‘ মানুষ দাবি করেছেন তাঁরা অদ্ভুত যান থেকে রহস্যময় প্রাণীদের বাইরে বেরতে দেখেছিলেন। এদের উচ্চতা ছিল সাড়ে তিন থেকে চার ফুট। পরনে ছিল অদ্ভুত পোশাক। যাকে কিছুটা স্পেস স্যুটের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাথা ঢাকা ছিল হেলমেটে।’ ওই রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, ১৯৬৫ সালে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ইউএফও-র দেখা মিলেছিল। শুধু তাই নয়, এই ফাইলের সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে নাসার অ্যাপেলো মিশনের ছবি ও মহাকাশ যাত্রীদের কথোপকথন। অ্যাপেলো ১২ ও অ্যাপেলো ১৭ অভিযানের চাঁদের মাটিতে আকাশ থেকে দেখা যায় রহস্যময় ৩ বিন্দু। অ্যাপেলো ১৭ চলাকালীন নাসার মহাকাশযানের পাশে কোনও বিশেষ উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন মহাকাশচারীরা। এফবিআইয়ের নথিতে বলা হয়েছে, ‘ মানুষ দাবি করেছেন তাঁরা অদ্ভুত যান থেকে রহস্যময় প্রাণীদের বাইরে বেরতে দেখেছিলেন। এদের উচ্চতা ছিল সাড়ে তিন থেকে চার ফুট। পরনে ছিল অদ্ভুত পোশাক।’ একজন অপারেটর মিশন কন্ট্রোলারকে জানান, কিছু উজ্জ্বল কণা অথবা কোনও বস্তু পাশ থেকে উড়ে যাওয়ার দাবি করা হয়। অন্য এক অপারেটর জবাবে বলেন, ‘ জানালার ঠিক পাশে একাধিক উজ্জ্বল বস্তু দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আতশবাজির খেলা চলছে।’ পেন্টাগনের তরফে পেশ করা এই রিপোর্টেও অদ্ভুত রহস্যময় বস্তুকে আকাশে উড়তে দেখার দাবি করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের কিছু ছবি এফবিআই প্রকাশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে, মার্কিন সামরিক বিমানের কাছে রহস্যময় কিছু উড়তে দেখা যায়।

কিমকে হত্যা করা হলে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি! ইরান সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে কড়া নীতি উত্তর কোরিয়ার

পিয়ংইয়ং, ১১মে ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে উদ্বেগ ছা।াল উত্তর কোরিয়ার পরমাণু নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি শক্তির হামলায় যদি উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা Kim Jong Un নিহত হন বা শাসনক্ষমতা পরিচালনায় অক্ষম হয়ে প।নে, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে পরমাণু হামলা চালানো হবে। ইরানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়েই এমন কঠোর ও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছে পিয়ংইয়ং প্রশাসন। বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধু সামরিক কৌশলের অংশ নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর উদ্দেশে সরাসরি রাজনৈতিক বার্তাও। উত্তর কোরিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাইছে যে, তাদের নেতৃত্ব বা পরমাণু কর্মসূচির উপর আঘাত হানার চেষ্টা করলে তার জবাব ভয়াবহ হতে পারে। আন্তর্জাতিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার ১৫তম পিপলস অ্যাসেম্বলির বৈঠকে নতুন পরমাণু নীতির বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করা হয়। পরে দেশটির শীর্ষ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্তারা সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেন। সংশোধিত নীতিতে বলা হয়েছে, দেশের সমস্ত পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারের চূ।ান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিম জন উনের হাতেই। পাশাপাশি, তাঁর নিরাপত্তা বা দেশের পরমাণু অবকাঠামোর উপর হামলার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জানানো হবে, তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন নীতির তৃতীয় অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যদি কোনও বিদেশি শক্তি উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি, ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, গবেষণাগার বা সামরিক কমান্ড ব্যবস্থার উপর হামলা চালায়, তাহলে পালটা পরমাণু হামলা চালাতে কোনও ধরনের আইনি বা প্রশাসনিক বাধা থাকবে না। শুধু তাই নয়, ওই অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদেশি হামলায় যদি দেশের শাসকের মৃত্যু হয় কিংবা তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম হয়ে প।নে, তাহলে পূর্বনির্ধারিত সামরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পরমাণু হামলা চালানো হবে। অর্থা, কিম জন উনের নিরাপত্তাকে এখন সরাসরি দেশের পরমাণু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি মূলত ডিটারেন্স স্ট্র্যাটেজি বা ভয় দেখিয়ে শত্রুকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখার কৌশল। উত্তর কোরিয়া বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনও ডিক্যাপিটেশন স্ট্রাইক বা নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়ার সামরিক অভিযান চালালে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ইরানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি উত্তর কোরিয়ার এই সিদ্ধান্তের পেছনে ব। কারণ। কয়েক মাস ধরেই পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্রুগুজ্বগ্ধড়-এর যৌথ সামরিক অভিযানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

Ayatollah Ali Khamenei নিহত হয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়। যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দাবি করেছে, তবুও ঘটনাটি গোটা বিশ্বে ব্যাপক আলো।ন সৃষ্টি করে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার হুঁশিয়ারির পরই এই সংঘাত আরও তীব্র আকার নেয়। তার জেরে পশ্চিম এশিয়াজু।ে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজার, জ্বালানি সরবরাহ ও কূটনৈতিক সম্পর্কেও তার ব। প্রভাব প।ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তর কোরিয়া সেই ঘটনাকেই সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছে। পিয়ংইয়ং প্রশাসনের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের সামরিক অভিযান চালানো হতে পারে। বিশেষ করে বহু বছর ধরেই উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ রয়েছে। ওয়াশিংটন বারবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও উত্তর কোরিয়া তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছে। তবে ইরানের তুলনায় উত্তর কোরিয়ার অবস্থান আলাদা। কারণ দেশটি ইতোমধ্যেই কার্যকর পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। বহুবার আন্ত ঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাও করেছে তারা। ফলে সরাসরি সামরিক হামলার ঝুঁকি নিতে এখনো পর্যন্ত সাহস দেখায়নি যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্ররা। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন নীতির মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া মূলত আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিল যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও হামলা হলে পরিস্থিতি দ্রুত পরমাণু যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এতে ভবিষ্যতে কূটনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র আরও জটিল হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে, উত্তর কোরিয়ার এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে একাধিক দেশ। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে South Korea, Japan এবং যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মহলে। কারণ, উত্তর কোরিয়া আগেই জানিয়েছিল যে তারা নিজেদের পরমাণু শক্তিকে কখনোই সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে না। বিশ্লেষকদের মতে, নতুন নীতি কার্যকর হলে ভবিষ্যতে যেকোনও সীমান্ত উত্তেজনা বা সামরিক সংঘাত দ্রুত বিপজ্জনক মো। নিতে পারে। বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় প্রতিশোধমূলক হামলার বিষয়টি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতে যখন একের পর এক ভূরাজনৈতিক সংঘাত বা।ছে, তখন উত্তর কোরিয়ার এই নীতি পরিবর্তন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন চাপ তৈরি করল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার, এই ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো কী ধরনের কৌশল নেয় এবং আন্তর্জাতিক মহল কীভাবে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে।

নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সাগর বিধান সভার ভারতীয় জনতা পার্টির নব নির্বাচিত বিধায়ক সুমন্ত মন্ডলকে সংবর্ধনা দিলেন পশ্চিম বঙ্গের কৃষি আধিকারিকদের সংগঠন সাট্‌সা এর কলকাতা জেলা সম্পাদক তথা যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (পি.) টালিগঞ্জ মৃগেন্দ্র নাথ জানা, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (পি.) জেলা প্রবন্ধক অরুণ কুমার মন্ডল, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনার সদস্য তথা নামখানা ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা প্রীতম বিশ্বাস, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মন্ডল।

নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১২ই মেঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেল প্রশাসন ০৫৭৫৮ / ০৫৭৫৭ নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি-নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল ট্রেনটি গোরখপুর হয়ে নিম্নলিখিতভাবে একটি ট্রিপ পরিচালনা করবে। ট্রেনটি ২২শে মে, ২০২৬ তারিখে নিউ দিল্লি থেকে এবং ২৫শে মে, ২০২৬ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা করবে। ০৫৭৫৮ নিউ জলপাইগুড়ি - নিউ দিল্লি সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২২শে মে, ২০২৬ তারিখে ১৫.১০ ঘটিকায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং পরের দিন ১৬.২২ ঘটিকায় কিষাণগঞ্জ, ১৯.৫০ ঘটিকায় কাটিহার, ২১.২০ ঘটিকায় খাগাড়িয়া, ২২.৪০ ঘটিকায় বড়ৌনি, ২৩.৫০ ঘটিকায় সমস্তিপুর, ০১.০৫ ঘটিকায় মুজাফফরপুর, ০৫.০০ ঘটিকায় নারকাটিযাগঞ্জ, ০৮.৪০ ঘটিকায় গোরখপুর, ১৪.১৫ ঘটিকায় গোমতিনগর এবং ১৭.৪০ ঘটিকায় কানপুর সেন্ট্রাল হয়ে ০৩.০০ ঘটিকায় নিউ দিল্লি পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৭৫৭ নিউ দিল্লি - নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২৫শে মে, ২০২৬ তারিখে রাত ০১.১৫ মিনিটে নিউ দিল্লি থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন সকাল ০৮.৩৫ মিনিটে কানপুর সেন্ট্রাল, সকাল ১০.৪৫ মিনিটে গোমতিনগর, বিকাল ০৪.০০ মিনিটে গোরখপুর, সন্ধ্যা ০৭.৪০ মিনিটে নরকাটিয়াগঞ্জ, রাত ২২.১০ মিনিটে মুজাফফরপুর, রাত ২৩.৩৫ মিনিটে সমস্তিপুর, রাত ১২.৫০ মিনিটে বড়ৌনি, রাত ০২.০৫ মিনিটে খাগাড়িয়া, ভোর ০৪.৪০ মিনিটে কাটিহার এবং সকাল ০৬.২৭ মিনিটে কিষাণগঞ্জ হয়ে সকাল ০৮.৩০ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটিতে মোট ২২টি কোচ যুক্ত থাকবে, যার মধ্যে ১৮টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ২টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ এবং ২টি এসএলআরএসএলআরডি কোচ রয়েছে।জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর পূর্ব রেল, গোরখপুর

প্রেস বিজ্ঞপ্তি নং ০১

গোরখপুর, ১২ই মে, ২০২৬ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেল প্রশাসন ০৫৭৫৮ /০৫৭৫৭ নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি-নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল ট্রেনটি গোরখপুর হয়ে নিম্নলিখিতভাবে একটি ট্রিপ পরিচালনা করবে। ট্রেনটি ২২শে মে, ২০২৬ তারিখে নিউ দিল্লি থেকে এবং ২৫শে মে, ২০২৬ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যাত্রা করবে। ০৫৭৫৮ নিউ জলপাইগুড়ি - নিউ দিল্লি সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২২শে মে, ২০২৬ তারিখে ১৫.১০

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, SANJIV KUMAR TULSIAN S/o RADHE SHYAM TULSIAN Residing at 15, Belvedere Road, Kolkata-700027 WB do hereby solemnly affirm and declare my & my father's Correct Name SANJIV KUMAR TULSIAN S/o RADHE SHYAM TULSIAN instead of SANJEEB KR TULSIAN S/o R S TULSIAN which is wrongly recorded in my Driving Licence being No. WB-0119890177684, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 07/05/2026. That SANJEEB KR TULSIAN S/o R S TULSIAN and SANJIV KUMAR TULSIAN S/o RADHE SHYAM TULSIAN all are same one and identical person.

NAME CHANGE

I, Raistulla Biswas (old name) S/o-Abdur Rahaman Biswas residing at Madanpur, Natunpara, Madanpur, Doulatabad, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAISTULLA BISWAS to MD RAISTULLA BISWAS and henceforth I shall be known as MD RAISTULLA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/05/2026. RAISTULLA BISWAS (old name) and MD RAISTULLA BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Munjusha Biswas (old name) W/o- Md Abu Raihan Biswas residing at Madanpur, Natunpara, Madanpur, Doulatabad, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MUNJUSHA BISWAS to MANJUSHA BISWAS and henceforth I shall be known as MANJUSHA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/05/2026. MUNJUSHA BISWAS (old name) and MANJUSHA BISWAS (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sekh Rakibul Islam পিতা Lt. Sekh Sanowar Ali গ্রাম- সুন্দরুষ, পোঃ- আঁকড়া শ্রীরামপুর থানা - পুরশুড়া, জেলা- হুগলী প ঃ বঃ পিন ৭১২৪০১, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত আমার ও পিতার নাম Sheikh Rokibul Islam SO Lt. Sheikh Sanwar Ali হইয়াছে। গত-১২-০৫-২০২৬ তারিখে (SL. NO-5859) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sekh Rakibul Islam So, Lt. Sekh Sanowar Ali এবং Sheikh Rokibul Islam SO Lt Sheikh Sanwar Ali উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

NAME CHANGE

I JOYSTNA DEBNATH W/O UTTAM DEBNATH residing of Ward No-16, Near Manasha Mandir, Manasha Para, P.S.-Habra, North 24 Parganas-743263, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name form JOYSTNA DEBNATH to JYOTSNA DEBNATH DEY and henceforth I shall be known as JYOTSNA DEBNATH DEY in all purpose, vide affidavit no 19 sworn before the Notary Public at Kolkata, Date 06/03/2026, JOYSTNA DEBNATH and JYOTSNA DEBNATH DEY both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Samina Aktar, W/O Mithu Mondal, গ্রামঃ পোঃ থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Samina Aktar, যা আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার স্বামী Mithu Mondal -এর পাসপোর্টে আমার নাম Sabena Khatoon লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার শাশুড়ি অর্থাৎ আমার স্বামী মা Rasida Bewa যা স্বামীর মায়ের আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার স্বামীর পাসপোর্টে মায়ের নামের জায়গায় Rasida Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১২.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Samina Aktar Sabena Khatoon and আমার শাশুড়ি Rasida Bewa Rasida Bibi এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, Jahur Ali (Old Name) S/o Yeasin Hossain Residing at Vill - Dakshin Subamapur, P.o - Chakla, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Jahur Ali (Old Name) to Md Johur Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Md Johur Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-05-2026. Md Johur Ali (New Name) and Jahur Ali (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sheikh Alias (Old Name) S/o Sk Ibrahim Residing at Raghunathchak, Kumarpur, P.o - U C Danga, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713304, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sheikh Alias (Old Name) to Sk Elyas (New Name) and henceforth I shall be known as Sk Elyas (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-05-2026. Sk Elyas (New Name) and Sheikh Alias (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahnashin Ghani, Mehnashi (Old Name) W/o Abdul Ghani Residing at Dakshin Narayanpur, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Narayanpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Mahnashin Ghani, Mehnashi (Old Name) to Mahnashin Murtaza (New Name) and henceforth I shall be known as Mahnashin Murtaza (New Name) in all purpose, vide affidavit no 10026 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat on Dated 07-04-2026. Mahnashin Murtaza (New Name) and Mahnashin Ghani, Mehnashi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Haji Mohabbat Ali (Old Name) S/o Lyad Ali Residing at Gopalpur, Maheshtala (M), Sarkarpool, District - South 24 Parganas, Pin - 700143, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Haji Mohabbat Ali (Old Name) to Sk Mohabbat Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Sk Mohabbat Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-05-2026. Sk Mohabbat Ali (New Name) and Haji Mohabbat Ali (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nurnesa Khatun (Old Name) W/O–Alom Seikh resident of Vill-Amitya , Po- Benipur, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Nurnesa Khatun to Nurnesa Bibi and henceforth I shall be known as Nurnesa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Nurnesa Bibi & Nurnesa Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ejamadaddin Sk (Old Name) S/O–Abdus Shukur resident of Vill- Achhra , Po-Amritakundu , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Ejamadaddin Sk to Ejamuddin Sk and henceforth I shall be known as Ejamuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/05/ 2026. My name Ejamuddin Sk & Ejamadaddin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ayesh Ali (Old Name) S/O–Asher Ali resident of Tikitipara , Krishnapur, Lalgola Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Ayesh Ali to Ayesh Ali and henceforth I shall be known as Ayesh Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Ayesh Ali & Md Ayesh Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Marazul Sk (Old Name) S/O–Mursalim Sk resident of Vill & Po-Sundipur Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Marazul Sk to Marajul Sk and henceforth I shall be known as Marajul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/05/ 2026. My name Marajul Sk & Marazul Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gomesha Bewa (Old Name) W/O–Khairul Islam resident of Vill-Natun Bellashyampur , Po-Diarshyampur , Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Gomesha Bewa to Gamena Bewa and henceforth I shall be known as Gamena Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 12/05/ 2026. My name Gamena Bewa & Gomesha Bewa both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ballal Ali, Munsy Bellalali (Old Name) S/o Iyakub Ali Munsi Residing at Nababpur, Rajarhat, Vtc - Reckjoani (CT), P.o - Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ballal Ali, Munsy Bellalali (Old Name) to Bellal Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Bellal Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit no 26/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-05-2026. Bellal Ali (New Name) and Ballal Ali, Munsy Bellalali (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranjit Diasi (Old Name) S/o Bijoy Krishna Diasi Residing at Habibpur, Girishnagar, Midnapore, District - West Midnapore, Pin - 721101, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ranjit Diasi (Old Name) to Ranjit Kumar Diasi (New Name) and henceforth I shall be known as Ranjit Kumar Diasi (New Name) in all purpose, vide affidavit no 27/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 12-05-2026. Ranjit Kumar Diasi (New Name) and Ranjit Diasi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jitendra Nat Das (Old Name) S/O–Gokul Das resident of Coloni Para, Bagadoba, Nazirpur, Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Jitendra Nat Das to Jitendranath Das and henceforth I shall be known as Jitendranath Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Jitendranath Das & Jitendra Nat Das both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Obaidur Rahaman (Old Name) S/O–Najibul Islam resident of Vill & Po-Mahadebnagar , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742232 do hereby declared that I have changed my name from Obaidur Rahaman to Md Obaidur Rahman and henceforth I shall be known as Md Obaidur Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Md Obaidur Rahman & Obaidur Rahaman both are same and one identical person.

বসবে কাঁটাতারের বেড়া, খুশি মুর্শিদাবাদের সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ মে ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক শেষে তিনি ঘোষণা করেছেন, সীমান্ত সুরক্ষায় আর দেরি নয়। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যেই সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া বসানোর জন্য বিএসএফ-কে প্রয়োজনীয় জমি দেবে রাজ্য। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে মুর্শিদাবাদের রানীনগর, ভগবানগোলা, লালগোলা, জলঙ্গির মতো সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষের চোখে-মুখে এখন স্বস্তির হাসি । স্থানীয়দের কথায়, শুধু অবৈধ অনুপ্রবেশ নয়, গরু পাচার, জাল ওষুধ, মাদক পাচারকারীতে ভরে গিয়েছিল এলাকা। কাঁচা টাকার লোভে স্কুলপড়ুয়ারাও জড়িয়ে পড়ত মাদকপাচার চক্রে। তাদের মতে, সীমান্ত সুরক্ষিত হলে, সুরক্ষিত হবে তাঁদের জীবনও। পশ্চিমবঙ্গে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ২২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে বিএসএফের পক্ষে কাঁটাতারের বেড়া লাগানো সম্ভব হয়েছে। বাকি প্রায় ৫৫০ কিলোমিটারের মধ্যে ১১৩ কিলোমিটার এলাকায় বিএসএফের তরফ থেকে কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই এলাকায় গঙ্গা-পদ্মা এবং ইছামতির মতো নদী দুই দেশের সীমান্ত ভাগ করেছে। বাকি যে অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব সেই জমি এতদিন রাজ্য সরকার বিএসএফের হাতে তুলে দিচ্ছিল না বলে বারে বারে অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সোমবার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাঁটাতারের বেড়া তৈরীর জন্য আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফের হাতে রাজ্য সরকার তুলে দেবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা - সামশেরগঞ্জ থেকে শুরু করে জলঙ্গি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশে কোথাও গঙ্গা-পদ্মা নদী এবং কোথাও বিস্তীর্ণ চরের জমি আর কোথাও সাধারণ ভূখণ্ড ভারত-বাংলাদেশের সীমা নির্ধারণ করেছে। বিএসএফের তরফ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বেশ কিছুটা অংশে কাঁটাতারের বেড়া বসানো সম্ভব হলেও জমি জটে আটকে ছিল রানীনগর সহ অন্যান্য বেশ কিছু এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ। দুই দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া না থাকার সুযোগ নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা দিয়ে একদিকে বাংলাদেশ থেকে যেমন অবাধে অনুপ্রবেশ হয়ে চলেছে, তেমনই দুই দেশের সীমান্তবর্তী বেশ কিছু গ্রাম চোরচালানকারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। সীমান্তবর্তী এলাকার এক শ্রেণীর অসাধু জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য নিয়ে বেআইনিভাবে রেশন কার্ড, আধার কার্ড সহ অন্যান্য ভারতীয় নথি তৈরীর কাজ একশ্রেণীর মানুষ ফেঁদে বসেছে। এছাড়াও একসময় মুর্শিদাবাদ জেলা দিয়ে দুই দেশের মধ্যে অবাধে পশু চোরাচালান হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এখনও কাঁটাতারবিহীন সীমান্ত দিয়ে মাঝেমধ্যেই পশু সহ, গোপনে মাদক, বহু ধরণের ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য প্রচুর জিনিস বেআইনিভাবে বাংলাদেশে পাচার হয়। এর পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গ্রামবাসীদের বড় চিন্তার কারণ বাংলাদেশি দুস্কৃতীরা। জমি জটের কারণে যে সমস্ত এলাকায় বিএসএফের তরফ থেকে এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি সেখানে মাঝে মধ্যেই অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশি দুস্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করে কৃষকদের ফসল কেটে নিয়ে চলে যায়। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় প্রামাণিক বলেন, এখানে সিংপাড়া থেকে এক কিলোমিটার মতো এলাকায় কিছুটা কাঁটাতারের বেড়া তৈরীর কাজ হলেও শেখপাড়া, কাহারপাড়া, দুর্গাপুর, হারুডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। দীর্ঘদিন ধরে আমরা চাইছিলাম এই এলাকায় বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দিক। কিন্তু তৃণমূল সরকার বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি দেয়নি। তার ফলে রাতের অন্ধকারে কখনও নৌকা করে, আবার কখনও পায়ে হেঁটে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশি দুস্কৃতীরা এই দেশে এসে অপরাধ করে পালিয়ে যেত। তার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো দুস্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছিল। বিএসএফ সীমান্তে বেড়া দিলে আমরা সমস্ত অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবো। ওই এলাকারই বাসিন্দা তাপস কুমার মন্ডল বলেন, আমাদের এলাকা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত। এখানে গরু এবং অন্যান্য পাচারকারীদের ভয়ে আমরা তঠস্থ হয়ে থাকি। তারা যা খুশি করে। এই এলাকা দিয়ে অবাধে অনুপ্রবেশহয়। বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিলে কৃষকসহ সীমান্ত এলাকার গ্রামের বাসিন্দাদের অনেক উপকার হবে। কাঁটাতারের বেড়া তৈরীর জন্য সকলে জমি দিতে প্রস্তুত রয়েছে। নাম না প্রকাশের শর্তে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা জানান, চোরাচালান করে অল্প সময়ে প্রচুর কাঁচা টাকা উপার্জন করা সম্ভব। সীমান্তে কোনও বেড়া না থাকায় বছরের পর বছর ধরে এলাকার দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের শৈশব এবং কৈশোর নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁরা কাঁচা টাকার লোভে বিভিন্ন অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়েন। তারপর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হয়। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলে পাচার বন্ধ হবে। এলাকার প্রচুর মানুষকে অন্য কাজ খুঁজতে হবে। ফলে এলাকায় অপরাধ কমবে। বিএসএফকে রাজ্য সরকারের জমি দেওয়ার সিদ্ধান্তে গোটা রাজ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা সবথেকে বেশি উপকৃত হবে বলে মনে করেন মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ। তিনি বলেন, এই রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে সব থেকে বেশি অনুপ্রবেশ মুর্শিদাবাদ জেলা দিয়েই হয়। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে রাজ্য ভূমি রাজস্ব দপ্তর বিএসএফকে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করবে। বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া তৈরির কাজ শেষ করতে পারলে মুর্শিদাবাদ জেলা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। এরফলে দেশ এবং রাজ্যের অর্থনীতি উন্নত হবে এবং দেশে নাশকতার সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। গৌরীশংকরবাবু বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা থেকে শুরু করে জলঙ্গি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সীমান্ত এখনও উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় কেন্দ্র সরকার বারবার অনুরোধ করলেও বিএসএফকে সীমান্তে 'ফেন্সিং' তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি তৎকালীন সরকার দেয়নি। আমাদের সরকার বিএসএফের হাতে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আমরা আশাবাদী এই কাজ তার আগেই শেষ হয়ে যাবে। 'ফেন্সিং' তৈরীর কাজ শেষ হলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোর মধ্যে আর নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না।

দুই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ, বিস্ফোরক অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন জেলায় একের পর এক হিংসা, সংঘর্ষ ও মৃত্যুর অভিযোগ সামনে আসছে। এই আবহেই ভোট পরবর্তী হিংসায় দুই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি দাবি করেন,বিজেপি দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে দলের দুই সক্রিয় কর্মীর। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সপ্তগ্রামের সোমনাথ আচার্য এবং চাকদহের তপন সিকদার ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার হয়েছেন। দু'জনেই দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে অভিষেক লেখেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করা কি এখন হিংসা ও মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে? তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং বিরোধী মতাদর্শের কর্মীদের উপর ধারাবাহিকভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই ধরনের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ, আদালত, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কার্যত নীরব রয়েছেন। অভিষেকের বক্তব্য, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু হিংসা ও প্রাণহানি কখনওই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কেদার নাথ জয়সওয়াল, পিতা-প্রয়াত রাম উদয় জয়সওয়াল, ঠিকানা-৮ ডি, চালতা বাগান লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, তাঁর একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে ফেলেছেন। উক্ত দলিলটি কলকাতার A.R.A. II-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত এবং 'বুক নং- I'-এ ২০০৮ সালের ১০৩৯২ নম্বর হিসেবে নথিবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে তিনি গত ০৭.০৫.২০২৬ তারিখে আমহার্স্ট স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট ৪৭৭ নম্বর একটি সাধারণ ডায়েরি (G.D.) দায়ের করেছেন। এই বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির যদি কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে, অথবা যদি কোনো প্রকার আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য নথিপত্রসহ অধোহস্তাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর, যদি কোনো দাবি থাকে তবে তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে আর কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার, আইনজীবী
ফোন নংঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Sumita Tudu,** Husband's Name - **Jalim Tudu,** of Bamnidhi, PO - Dhadkidih, PS - Barabazar, Dist - Purulia, who has been missing Since 29.03.2026, at about 11.00 hrs, from Residence under Barabazar PS, Description of this missing person is: **Age - 20** Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Green printed saree. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA-D677(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Female Deadbody,** found on 11.04.2026, at UP HBC, KM 11/02 to 11/04, outside the line No 01 down in between Hindmotor and Uttarpara Station, Description of this dead body is: **Age-** 55 Years (Approx), **Sex:** Female, **Complexion**-Fair, **Height**- 5 Feet 2 Inch, **Build**- Normal, **Hair**- Black & White, **Wearing**- Yellow and White check Saree with Red border, Sky Blue petticoat, Pink blouse. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D680(3)/2026

রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউচকিপিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ০২-এপি-II-২০২৬। কাজের নাম** আলিপুরদুয়ার জংশনে-এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ (চৌবিশ) মাসের এক সময়সীমার জন্যে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহ, জ্যেষ্ঠ অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহ এবং অন্যান্য পরিসরের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউচকিপিঙের সাথে ওআরএইচ রান্নাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,২০,৬৫,৪৭৫.৮৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪১,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/০২/২০২৬-২৭; তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৬০/২৫/৫৩১৯/ওটি/০৭/২০২৬-২৭,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৫-০৫-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) এলএইচবি কোচের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংলগ্ন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ইডি কারেন্ট এরয় টেস্টিং সরঞ্জাম টার্নকি পদ্ধতিতে অন্যান্য পেরামিটারের যোগানের সুযোগসহ যোগান, ফিটমেন্ট এবং কমিশনিং। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৩ টি। পি. এল. নং. - ৩৩০৬০১২৭০০২৫। (২) ০৫ বছরের জন্য ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। সিএএমসি ওয়্যারেন্টি সময় শেষ হওয়ার পর রেলওয়ে বোর্ড নির্দেশমর্মে এবং পিসিএমই চিঠির নং. এম-২১৮/০/পলিসি/পিটি- XIII/পিএমপি, তারিখ ২৩-০১-২০২৫ অনুসারে। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৬০ মাস, এএমসি সময়ঃ ৫ বছর। ডিসকাউন্টিং রেটঃ ১০% শুরু হবে ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] আইটেমের প্রকারঃ এএমসি। পরিমাণ- এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৩ টি। পি. এল. নং. -৬৫১০০০৭২০১৮০।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৬০/২৬/৫০১৮/ওটি/০৮/২০২৬-২৭,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) ইলেকট্রিক ওভারহেড ট্রেভেলিং ক্রেন, ক্ষমতাঃ২৫/১০টি ডিএসএল অতিরিক্ত সহ তালিকাভুক্ত-IV অনুযায়ী এবং বাড়তি অতিরিক্ত এবং আইটেম যেমন স্লিং/লিফটিং টেকেলস তালিকাভুক্ত- I এ নির্দিস্টকৃত, রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রাংশ তালিকাভুক্ত-V অনুযায়ী এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কনকমিটেন্ট আনুসাঙ্গিক হিসাবে ধর্তব্য-এর জন্য ডিজাইন, উৎপাদন, যোগান, স্থাপনা, টেস্টিং এবং সম্পাদন। (সংলগ্ন হিসাবে লিডিং প্যারামিটারস এবং তালিকাভুক্ত- I তে নির্দিস্টকৃত বিস্তারিত টেকনিকেল স্পেসিফিকেশন এবং সেকশন-V কনফর্মিং টু স্পেসিফিকেশন নং. সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/ইওটিসি-২০২২, আরইভি-০ অথবা সর্বশেষ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০১৪৩২০০৩৯। (২) সেকশন-V -এর ১৭ ধারা অনুযায়ী ওয়্যারেন্টি সময় শেষ হওয়ার পর পাঁচ বছরের জন্য ব্যাপক এএমসি। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর মাস, এএমসি সময়ঃ ৫ বছর। ডিসকাউন্টিং রেটঃ ১০% শুরু হবে ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] আইটেমের প্রকারঃ এএমসি। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০১৪৩২। (৩) প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ ওয়্যারেন্টি সময়ে প্রথম ও দ্বীতিয় বছর। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] আইটেমের প্রকারঃ সার্ভিস (এসেনশিয়াল সার্ভিস)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০১৪৩৩। (৪) তালিকাভুক্ত-IV অনুসারে স্বতন্ত্র আইটেমের ব্রেক আপ এবং বাড়তি অতিরিক্ত এবং তালিকাভুক্ত- I তে নির্দিস্টকৃত আইটেম যেমন স্লিং/লিফটিং টেকেলস। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (এসেনশিয়াল স্পেয়ার)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০১৪৩৪।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৬০/২৬/৫০১৬/ওটি/০৯/২০২৬-২৭,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) ইলেকট্রিক ওভারহেড ট্রেভেলিং ক্রেন, ক্ষমতাঃ৩৫/১০টি এবং ডিএসএল অতিরিক্ত সহ তালিকাভুক্ত-IV অনুযায়ী এবং বাড়তি অতিরিক্ত এবং আইটেম যেমন স্লিং/লিফটিং টেকেলস তালিকাভুক্ত- I এ নির্দিস্টকৃত, রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রাংশ তালিকাভুক্ত-V অনুযায়ী এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কনকমিটেন্ট আনুসাঙ্গিক এবং ওয়্যারেন্টি সময়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ হিসাবে ধর্তব্য-এর জন্য ডিজাইন, উৎপাদন, যোগান, স্থাপনা, টেস্টিং এবং সম্পাদন। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০০৪৯০০০২৩। (২) সেকশন-V -এর ১৭ ধারা অনুযায়ী ওয়্যারেন্টি সময় শেষ হওয়ার পর পাঁচ বছরের জন্য ব্যাপক এএমসি। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর মাস, এএমসি সময়ঃ ৫ বছর। ডিসকাউন্টিং রেটঃ ১০% শুরু হবে ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] আইটেমের প্রকারঃ এএমসি। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০০৪৯০। (৩) অতিরিক্ত কনকমিটেন্ট যন্ত্রাংশ আইটেম বিডারদের দ্বারা পরামর্শ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (অপশনাল স্পেয়ার)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১ টি। পি. এল. নং. - ৬৫১০০৪৯১।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিগত এক মাস ধরে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে রাজবাড়ি, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১১ মে ঃ 'রাজার জেলা' কোচবিহারে একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপত্য রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কোচবিহার রাজবাড়ি। জেলার সেই স্থাপত্যই বিগত এক মাস ধরে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এই নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। জানা যাচ্ছে, কয়েক মাস আগেও কোচবিহার রাজবাড়িকে অন্ধকারে ডুবে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এরপর গত নভেম্বর থেকে সেই ছবি পাল্টায়। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ফের পুরনো দৃশ্য। ভিতরের ঘরগুলিতে আলো থাকলেও রাজবাড়ির বাইরের অংশ অন্ধকার। ফলে সন্ধ্যার পর থেকে পুরো অন্ধকারে ডুবে থাকছে এই ঐতিহাসিক স্থাপত্য। এই বিষয়ে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ সভাপতি কুমার সুপ্রিয় নারায়ণ বলেন, কোচবিহার রাজবাড়ির সৌন্দর্য দিনে একরকম, রাতে একরকম। শহরবাসীর কথা ছেড়ে দিলেও, বাইরে থেকে আসা পর্যটকেরা রাতের অন্ধকারে রাজবাড়িকে এভাবে দেখে কোচবিহারের সম্বন্ধে কী ধারণা নিয়ে ফিরবেন? তাই রাজবাড়ি আলোকিত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হোক। এমনভাবে বিদ্যুতের ওয়্যারিং করা হোক, যাতে তা মাঝেমধ্যেই নষ্ট না হয়ে যায়। কোচবিহার রাজবাড়ির আলোর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চেয়েছেন কোচবিহার শহরবাসী। এক শহরবাসী বলেন, সন্ধ্যার পর আলোয় সেজে উঠুক কোচবিহার রাজবাড়ি। সেই সঙ্গেই নিরাপত্তার দিকেও নজর দেওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সুপারিনটেনডিং আর্কিওলজিস্ট গোপীনাথ জেনা বলেন, রাজবাড়ির আলোর সমস্যার বিষয়টি জানতে পেরেছেন। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই ফের রাজবাড়ি আলোকিত হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, কোচবিহারের ইতিহাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ি। সেই ঐতিহাসিক স্থাপত্য এভাবে অন্ধকারে ডুবে থাকার বিষয়টি একেবারেই ভাল ভাবে নিচ্ছেন না শহরবাসী। এই সমস্যা মিটিয়ে রাজপ্রাসাদ ফের কবে আলোয় সেজে ওঠে সেটাই দেখার।

লিলুয়া হাসপাতালে পূর্ব রেলওয়ের মাইলফলক নবজাতক পুনরুজ্জীবন কর্মসূচি সম্পন্ন

কলকাতা, ১২ মে ঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ডঃ নটরাজ বি.-এর নির্দেশনায়, লিলুয়া রেলওয়ে হাসপাতালে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি 'নিওনেটাল রিসাসিটেশন প্রোগ্রাম' (NRP) বা নবজাতক পুনরুজ্জীবন কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে। ১০ মে, ২০২৬ তারিখে 'ন্যাশনাল এনআরপি ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালায় পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নার্সিং কর্মীদের নিবিড় এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জামালপুর, মালদা, আসানসোল, অন্ডাল, কাঁচরাপাড়া, হাওড়া, লিলুয়া এবং বারাসাত থেকে আসা মোট ২১ জন সিনিয়র ও জুনিয়র নার্সিং কর্মী এবং একজন বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ানকে দুই দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নবজাতকদের জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করার এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন লিলুয়া রেলওয়ে হাসপাতালের সিনিয়র ডিএমও এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ শিল্পী সিদ্ধান্ত। এই উদ্যোগটি 'ন্যাশনাল নিওনাটোলজি ফোরাম' (NNF) এবং 'ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স'-এর মাধ্যমে পরিচালিত একটি দেশব্যাপী বৃহৎ প্রচেষ্টার অংশ। সারা ভারত জুড়ে একযোগে ২৩,০০০-এরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠানটি দেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম সমন্বিত চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নবজাতক মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ বর্তমান সময়ে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই প্রসবের ঠিক পরবর্তী সেই 'গোল্ডেন মিনিট' বা স্বর্ণালি মুহূর্ত-যেখানে সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ নবজাতকের অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারে-তার জন্য এই তথ্য ও প্রমাণ-ভিত্তিক দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ের প্রথম সারির চিকিৎসাকর্মীরা বিশ্বমানের নবজাতক সেবা প্রদানে আরও সুসজ্জিত হলেন। পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, এই ব্যাপক প্রশিক্ষণ অভিযান পেশাদার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং রেলওয়ে পরিবারসহ সাধারণ মানুষের নবজাতক বেঁচে থাকার হার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের একাগ্রতাকে পুনর্নিশ্চিত করে।

আসানসোল - ঝাঝা সেকশনে পরিকাঠামোগত বড়সড় উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ব রেলওয়ের সফল মেগা ব্লক সম্পন্ন

কলকাতা, ১২ মে ঃ পূর্ব রেলওয়ে গত ১০.০৫.২০২৬ তারিখে আসানসোল - ঝাঝা সেকশনে ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল, টেলিকম এবং টিআরডি (ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন) বিভাগের ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির কাজের জন্য সফলভাবে একটি ৭ ঘণ্টার মেগা ব্লক সম্পন্ন করেছে। এই ব্লকটি লিমিটেড হাইট সাবওয়ে-৮ (LHS-8) এবং লিমিটেড হাইট সাবওয়ে-১৭ (LHS-17)-এ প্রি-কাস্ট বক্স এবং বেস স্ল্যাব স্থাপনের পাশাপাশি অপারেশনাল সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্নবীকরণ কাজের জন্য দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল। মেগা ব্লক চলাকালীন, প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের মধ্যে LHS-8 এবং LHS-17-এর প্রতিটিতে ১২টি করে প্রি-কাস্ট বক্স এবং ১১টি করে বেস স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মোট ৯৬৫ জন কর্মী নিয়োজিত ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৭০০০ টিএম ডিস্ট্রেসিং, ১০০০ টিএম টিএফআর (TFR), ৬০০০ টিএম ইআরসি গ্রিজিং (ERC greasing), ৩২টি এসকেভি ওয়েল্ডিং (SKV weldings), ১৭০ টিএম রেল রিনিউয়াল, ৬ সেট ইউনিম্যাট (UNIMAT) কাজ, ৬২০০ টিএম সিএসএম (CSM) কাজ এবং ৭৮৭০ টিএম ডিটিই (DTE) কাজ সহ ব্যাপক ট্র্যাক এবং পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করেছে। গুরুত্বপূর্ণ শ্যাডো ব্লক কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ১-ইন-৮.৫ সিঙ্গেল স্লিপ ডায়মন্ড ক্রসিং-এর ৫২ কেজি থেকে ৬০ কেজিতে রূপান্তর, দুই সেট সুইচ পরিবর্তন, বিল্ট-আপ ক্রসিং প্রতিস্থাপন, TWSEJ কাজ, গ্লুড জয়েন্ট প্রতিস্থাপন এবং স্ল্যাব বসানোর কাজ। সিগন্যাল বিভাগ জামতারা, আসানসোল / আরআরআই, সালানপুর, ঘোরপারণ, চিত্তরঞ্জন এবং সীতারামপুরই/ ওসি সহ প্রধান স্টেশনগুলিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন করেছে। মূল কাজগুলির মধ্যে ছিল পয়েন্ট মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ইকেটি রক্ষণাবেক্ষণ,ডিএলবিআই রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাউন্ড কানেকশন প্রতিস্থাপন এবং সিগন্যালিং সার্কিটের প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। সমস্ত সিগন্যালিং ব্যবস্থা কোনো অপারেশনাল বিঘ্ন ছাড়াই নির্ধারিত ব্লক সময়ের মধ্যে সফলভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। টেলিকম বিভাগ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিপ্যাক (BPAC) সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ব্যাপক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ছিল পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ড্রেসিং, ওএফসি হাট রক্ষণাবেক্ষণ, ক্যাবল টেস্টিং, বিপ্যাক সার্কিট টেস্টিং, মোডেম শিফটিং এবং জামতারা, রূপনারায়ণপুর, সালানপুর, মথুরাপুর ও নবপত্র সহ স্টেশন ও গেটগুলিতে পুনরুদ্ধারের কাজ। নির্ধারিত ব্লকের মধ্যেই সমস্ত টেলিকম সিস্টেম পরীক্ষা এবং সফলভাবে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। টিআরডি (TRD) বিভাগ LHS-8 এবং LHS-17-এ প্রধান ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণ এবং শক্তিশালীকরণের কাজ চালিয়েছে। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ওএইচই স্লিউয়িং এবং পুনরুদ্ধার, ফিডার জাম্পার ওয়্যার প্রতিস্থাপন, ক্যাটেনারি স্প্লাইস কাজ, ক্যান্টিলিভার অ্যাসেম্বলি প্রতিস্থাপন, ইনসুলেটর প্রতিস্থাপন, এটিজে চেকিং, গ্যান্ট্রি রক্ষণাবেক্ষণ এবং আইসোলেটরের ক্ষমতা ৮০০ অ্যাম্পিয়ার থেকে ১৬০০ অ্যাম্পিয়ারে উন্নীত করা। রোহিনী স্টেশন এলাকায় ক্ষতির পর দ্রুত ব্রেকডাউন মেরামতির কাজও করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল, টেলিকম, টিআরডি এবং অপারেটিং বিভাগগুলোর মধ্যে চমৎকার সমন্বয়ের মাধ্যমে এই মেগা ব্লকটি নিরাপদভাবে, দক্ষতার সাথে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন ট্র্যাকের অবস্থা, সিগন্যালিং নির্ভরযোগ্যতা, টেলিকম যোগাযোগ দক্ষতা এবং সেকশনজুড়ে সামগ্রিক অপারেশনাল সুরক্ষাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাজি বলেনঃ এই মেগা ব্লকটি ছিল আমাদের পরিকাঠামোকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তোলার একটি বিশাল সমন্বিত প্রয়াস। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ এবং এলএইচএস স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে, আমরা আসানসোল - ঝাঝা সেকশনে আমাদের যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ, দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য যাত্রা নিশ্চিত করছি।

পুজো দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল একই পরিবারের তিন জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১২ মে ঃ উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হল শোকে। বর্ধমানের জামালপুরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নদীয়ার ফুলিয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন জনের। আহত হয়েছেন আরও কয়েক জন। মঙ্গলবার গভীর রাতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর শান্তিপুর থানার ফুলিয়ার চটকাতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েক জন বর্তমানে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভার দৌলা গ্রামের প্রায় ২০ জনের একটি দল একটি গাড়িতে করে বর্ধমানের জামালপুরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সারা দিন পুজো ও অনুষ্ঠান সেরে সোমবার গভীর রাতে তাঁরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ফেরার পথেই ঘটে বিপর্যয়। অভিযোগ, ফুলিয়ার চটকাতলা এলাকায় পৌঁছতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কয়েক জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও এখনও বেশ কয়েক জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে দৌলা গ্রামে। এদিকে দুর্ঘটনার পর ডাম্পার এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। ডাম্পার চালক পলাতক বলে জানা গিয়েছে। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে।

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বহুমূখী ষ্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে ০৯ টি বহুমূখী ষ্টল সম্পদের (এমপিএস) জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. আরএনওয়াই-এমপিএস-০৮

এসসইকিউ সংখ্যা	এলওটি নং./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ২ এ মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/২	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" শ্রেণীর নলবাড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৩	এমপিএস-আরএনওয়াই-এসবিই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ই" শ্রেণীর সরভোগ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ২ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৪	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ই" শ্রেণীর ডেকারগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় ওবিসির জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৫	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ২ এ এসটির জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের ব্যবস্থা করা
এএ/৬	এমপিএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" শ্রেণীর গোয়ালপারা টাউন রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ১ এ অসংরক্ষিক শ্রেণীর জন্যে বহুমূখী ষ্টলের ব্যবস্থা করা
এএ/৭	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমূখী ষ্টলের ব্যবস্থা করা
এএ/৮	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ২ এ এসসির জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৯	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" নলবাড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ১ এ মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৫-২০২৬ তারিখে **১২.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১৩.৫০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

‘একজন মায়ের লড়াইয়ের অধিকার কেড়ে নেবেন না!’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ বিনেশ ফোগাটের প্রত্যাবর্তন ঘিরে ভারতীয় কুস্তিতে নিরন্তর চর্চা। এবার তাতে যোগ দিলেন সাক্ষী মালিক। রিও অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগির অভিযোগ তুলেছেন, রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বিনেশের কামব্যাক আটকাতে চাইছে। ঘটনার কেন্দ্র গোন্ডা। জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে ৫৭ কেজি বিভাগে নামার কথা ছিল বিনেশের। মা হওয়ার পর এটাই হতে পারত প্রথম প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। ফেডারেশনের দাবি, অবসর নেওয়া অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে ছ'মাসের নোটিস পিরিয়ড বাধ্যতামূলক। সেই নিয়মে আটকে গিয়েছেন বিনেশ। সাক্ষী অবশ্য এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, আইন দেখিয়ে আসলে নতুন মায়েদের খেলায় ফেরা আটকে দেওয়া হচ্ছে। ভিডিও-বার্তায় তিনি বলেন, ‘‘অনেক দেশের উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে মহিলা অ্যাথলিটরা মা হওয়ার পরেও দেশের হয়ে খেলতে পারে বলে নিয়ম সহজ করা হয়। আর আমাদের এখানে কী হচ্ছে? বিনেশ যাতে ফিরতে না পারে, তার জন্য দু'দিন আগে নতুন নিয়ম আনা হচ্ছে!’’ সাক্ষী সরাসরি প্রধানমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী এবং কুস্তি ফেডারেশনের কাছে আবেদন রেখেছেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমার বিনীত অনুরোধ, বিনেশকে ট্রায়ালের সুযোগ দেওয়া হোক। ও যেন দেশের জন্য মেডেল জিততে পারে। এটা একটা বার্তা হবে যে, ভারতে মেয়েরা মা হওয়ার পরেও খেলতে নেমে দেশের জন্য পদক আনতে পারে!’’ মন্তব্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিনেশ নিছক তিনবারের অলিম্পিয়ান নন, এখন তিনি বিধায়কও বটে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ছেলে কৃষধবের জন্মের পর কুস্তিতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। যা শুধুই এক অ্যাথলিটের কামব্যাক নয়, ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদদের জন্যও বড় পরীক্ষা। এখানেই সংঘাত প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ফেডারেশনের বক্তব্য, ওয়াডা-র ৫.৬.১ ধারা অনুযায়ী অবসর নেওয়া অ্যাথলিটকে ফিরতে চাইলে ছ'মাস অপেক্ষা প্রয়োজন। সেই হিসেবে ২০২৬ সালের ২৬ জুনের আগে বিনেশ খেলতে পারেননা। বিষয় হচ্ছে, বিনেশের হাতে অন্য নথি রয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক টেস্টিং এজেন্সি-র একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন। যারা ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের অ্যান্টি-ডোপিং প্রোগ্রাম দেখভাল করে। সেই চিঠিতে পরিষ্কার লেখা, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন তিনি। যার অর্থ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এক কথা বলছে, দেশের ফেডারেশন আরেক। এখানেই ঘনিয়েছে সংশয়।

‘ব্যাটাররা অনেক এগিয়ে গিয়েছে!’

টি-২০ ক্রিকেটে বোলারদের নিয়ে উদ্বিগ্ন রাহুল দ্রাবিড়

সংবাদ সংস্থা, ডাবলিন, ১২ মেঃ একসময় টি-২০ ক্রিকেটে ১৭০ ছিল লড়াইয়ের স্কোর। এখন ২২০ তুলেও নিশ্চিন্ত থাকা দায়! ব্যাটাররা যেন অন্য গ্রহের ক্রিকেট খেলছে। আর সেই পরিবর্তন নিয়ে এবার মত রাখলেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচের বক্তব্য পরিস্কার, টি-২০ ক্রিকেটে ব্যাটাররা এখন বোলারদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তাঁর কথায়, ‘‘এই ফরম্যাটে বোলারদের একটু ‘ক্যাচ আপ’ করতে হবে!’’ ডাবলিনে ইউরোপিয়ান টি-২০ প্রিমিয়ার লিগের একটি অনুষ্ঠানে পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দ্রাবিড় বলেন, ‘‘গত দুই-তিন বছরে যে ধরনের ব্যাটিং হয়েছে, তা দেখলে বোঝা যায় টি-২০ ব্যাটিংয়ের ভাষাটাই বদলে গিয়েছে!’’ প্রসঙ্গত, তরুণ ভারতীয় ব্যাটারদের কথা আলাদা করে বলেছেন দ্রাবিড়। বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রে, প্রিয়াংশ আর্য কিংবা একটু সাহায্য জরুরি। হয় এমন পিচ, যেখানে বল টার্ন করবে, নয়তো একটু বেশি পেস আর বাউন্স থাকবে। যাতে ওদেরও সুযোগ তৈরি হয়!’’ তারপরই বাস্তব কথাটা সোজাসুজি মেলে ধরেছেন, ‘‘বাউনন্ডারির মাপ তো আর বাড়ানো সম্ভব নয়। মাঠে জায়গা নেই।’’ টি-২০-তে প্রতি ওভারে দু'টি বাউন্সার অনুমোদন করা হলে বোলাররা সুবিধা পেতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন করা হয়েছিল দ্রাবিড়কে। তিনি খুব নির্দিষ্ট করে উত্তর দেননি। তবে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, বোলারদের হাতে আরও অস্ত্র তুলে দেওয়া প্রয়োজন। দ্রাবিড়ের কথায়, ‘‘কোনও কিছু যদি বোলারদের একটু বেশি সুযোগ দেয়, সেটা কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে আমার মনে হয় আগামী কয়েক বছরে বোলাররা ফিরবে। আবার ম্যাচে প্রভাব ফেলবে!’’ ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ মনে করিয়ে দিয়েছেন, ক্রিকেটে ভারসাম্য নিয়ত

বিশ্বের এক নম্বর টি-২০ ব্যাটার অভিষেক শর্মার আগ্রাসন তাঁর নজর কেড়েছে। দ্রাবিড়ের মতে, ‘‘এখন ব্যাটাররা মাঠের এমন সব জায়গায় ছক্কা মারছে, যেগুলো আগে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হত।’’ শুধু প্রশংসা করেই থামেননি, দ্রাবিড় সরাসরি জানিয়েছেন, আধুনিক টি-২০ ক্রিকেটের সঙ্গে ব্যাটাররা অনেক দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে, যেটা বোলাররা করে দেখাতে ব্যর্থ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকার কথায়, ‘‘এই মুহূর্তে আধুনিক টি-২০ ক্রিকেটের চাহিদার সঙ্গে অনেক বেশি ব্যাটার মানিয়ে নিচ্ছে। বোলারদের ক্ষেত্রে সেটা পুরোপুরি হয়নি। যদিও দুই-তিন বছরে পাল্টাতে পারে।’’ সেই বদলের জন্য পিচ থেকেও সাহায্য দরকার বলে মনে করছেন তিনি। একেবারে পাটা উইকেটে বোলারদের জারিজুরি দেখানোর রাস্তা কমে যাচ্ছে বলে মত দ্রাবিড়ের। বলেছেন, ‘‘বোলারদের বদলাতে থাকে। এখন সাদা বলের ক্রিকেটে ব্যাটারদের দাপট চলছে। অথচ লাল বলের ক্রিকেটে আবার নিয়ন্ত্রণ করছে বোলাররাই। তাঁর কথায়, ‘‘এখন প্রায় সব টেস্ট ম্যাচেই ফল হচ্ছে। দু'দিন, তিন দিনের খেলাও হচ্ছে। অর্থাৎ, টেস্ট ক্রিকেটে প্রভাব ফেলছে বোলাররাই।’’ সব মিলিয়ে ভারসাম্যের কথা বলছেন তিনি। দ্রাবিড়ের স্পষ্ট মত, ক্রিকেট কোনওভাবেই শুধু ব্যাটারদের বা শুধু বোলারদের খেলা হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর ভাষায়, ‘‘খেলার ভারসাম্য কোনও একদিকে বেশি হেলে পড়ুক, সেটা আমরা চাই না। শুধু ব্যাটার কিংবা শুধু বোলারদের দিকে ঢলে পড়া ঠিক নয়!’’ টি-২০ ক্রিকেট এখন বিনোদনের কারখানা। সেখানে বোলাররা যদি শুধু বল কুড়োনোর কাজেই আটকে থাকেন, তাহলে লড়াইয়ের আসল মেজাজ যাবে হারিয়ে। দ্রাবিড় ইঙ্গিতে কার্যত সেই সতর্কবার্তাই দিলেন।

প্লে-অফে টিকে থাকতে মরিয়া কেকেআর

কাঁটা হয়ে দাঁড়াল বরুণের চোট!

নিজস্ব প্রতিবেদন

মধ্যগগনে আইপিএল। ধীরে ধীরে প্লে-অফ খেলার আইপিএল খেলার সুযোগ কমে আসছে ১০ দলের। ইতিমধ্যেই আইপিএল থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় ঘটে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও লখনৌ সুপার জায়ান্টের। অঙ্কের বিচারে এখনও ক্ষীণ আশা রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের। গতকাল পাঞ্জাব কিংসকে হারানোয় এখনও বেঁচে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেলরা। তবে আগামীকাল এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে কেকেআর ও আরসিবি, যে ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরী হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। টানা ৪ ম্যাচে জিতেছে কেকেআর। অন্যদিকে, দিন দুয়েক আগেই মুম্বইকে হারিয়ে পয়েন্টস টেবিলের ফার্স্ট বয় হয়ে গিয়েছেন কোহলিরা। তবে আরসিবির বিরুদ্ধে নামার আগে কেকেআর শিবিরে তৈরী হয়েছে চিন্তার মেঘ। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন নাইট স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে ক্রাচ নিয়ে হাঁটছেন বরুণ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। এমতাবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে যদি বরুণ না থাকেন, তাহলে বিশাল বড় ক্ষতি হয়ে যাবে কেকেআরের। প্লে-অফে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করতে বাকি প্রত্যেক ম্যাচেই জিততে হবে নাইটদের। সেখানে বরুণের না থাকা মানে কয়েক ধাপ পিছিয়ে থেকেই মাঠে নামবে কেকেআর। শোনা গিয়েছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বরুণকে খেলানোর চেষ্টা করবে কেকেআর। নিতান্তই যদি বরুণ না খেলেন, তাহলে তাঁর বদলে বাড়তি একজন পেসারকে খেলবে নাইট শিবির। এই মুহূর্তে ১০ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবিলের ৮ নম্বরে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। উল্টোদিকে, ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে আরসিবি। কোহলি সাম্প্রতিক দুই ম্যাচে শূন্য রানের মাথায় আউট হলেও আরসিবিকে টানছেন দেবদত্ত, ক্রুণাল, টিম ডেভিডরা। বোলিংয়ে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার। সব মিলিয়ে, ‘ভয়ঙ্কর সুন্দর’ আরসিবির বিরুদ্ধে নামার আগে বরুণের চিন্তাই ভাবাচ্ছে কেকেআরকে।

মাদ্রিদে সাত মাস, লন্ডন দিচ্ছে ডাক!

চেলসির কোচ হওয়ার পথে এগিয়ে জাবি আলোনসো

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১২ মেঃ নয়া মালিকানায় চেলসিতে কোচ বদল কার্যত ঋতুচক্রের মতো। মরসুম পাল্টালেই নতুন মুখ, নতুন ‘প্রজেক্ট’ নতুন দর্শন। এবার সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হতে চলেছেন জাবি আলোনসো। ‘দ্য অ্যাথলেটিকে'র রিপোর্ট অনুযায়ী, চেলসি নতুন হেডকোচ হিসেবে আলোনসোকে আনার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। স্প্যানিশ কোচও আগ্রহী। যদিও কোনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। লিয়াম রোজেনিয়রকে এপ্রিলে সরানোর পর থেকে স্থায়ী কোচের খোঁজে রয়েছে ব্লুজ। অন্তর্বর্তী দায়িত্বে ক্যালাম ম্যাকফারলেন। শর্টলিস্টে বোর্নমাউথের আন্দোনি ইরাওলা এবং ফুলহ্যামের মার্কো সিলভা। তবে আলোনসোর নামই সবচেয়ে বেশি করে ঘুরপাক খাচ্ছে। সমস্যা শুধু কোচ বাছাই নিয়ে নয়। চেলসির মাথাব্যথা হল, ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিজেরাই ঠিক করতে পারছে না, তারা আসলে কী চায়! তরুণ ফুটবলার কিনে ভবিষ্যতের দল গড়া ঠিক হবে, নাকি অবিলম্বে ট্রফি জেতার লক্ষ্য রাখা উচিত-এই দোলাচল গত কয়েক বছরে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজকে ফুটবল-ল্যাবরেটরিতে বদলে দিয়েছে। সাত মাস আগে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হন আলোনসো। কার্লো অ্যান্সেলোত্তির উত্তরসূরি হিসেবে তিন বছরের চুক্তি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল মেলেনি। আর তাই জানুয়ারিতে বরখাস্ত হন জাবি। কেয়ারটেকার হিসেবে জায়গা নেন আলভারো আরবেলোয়া। তবে পুরো গল্প এতটা সরল নয়। আলোনসোর রিয়াল প্রথম ১১টি লা লিগা ম্যাচের মধ্যে ১০টিই জিতেছিল। বার্সেলোনার বিরুদ্ধে অক্টোবরের ক্লাসিকোও ছিনিয়ে নেন। কিন্তু তারপরেই তালভঙ্গ। সুপারকোপা ফাইনালে হার, লিগে পিছিয়ে পড়া-সব মিলিয়ে রিয়ালের ধৈর্য শেষ হয় অচিরে। তার আগে অবশ্য বায়ার লেভারকুসেনে ইতিহাস লিখেছিলেন আলোনসো। ২০২৩-২৪ মরসুমে ক্লাবকে প্রথম বুন্দেসলিগা জেতান। গোটা ঘরোয়া মরসুমে অপরাজিত দল। উঠেছিল ইউরোপা লিগের ফাইনালে। যে কারণে চেলসি এখনও আলোনসোকে ‘এলিট’ কোচ হিসেবে দেখছে। বিশেষ করে বল দখলে রেখে দ্রুতগতির ফুটবল, ৩-৪-২-১ সিস্টেম, মিডফিল্ড কন্ট্রোল-এই সবই ক্লাবের বর্তমান স্কোয়াডের সঙ্গে মানিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও শুধু আলোনসো নন। আন্দোনি ইরাওলাও চেলসির বড় অপশন। বোর্নমাউথে তাঁর কাজ গোটা প্রিমিয়ার লিগের নজর কেড়েছে। হাই প্রেসিং, আক্রমণাত্মক ফুটবল, দ্রুত ট্রানজিশন-ইরাওলার টিম মানেই আগ্রাসী ফুটবল! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বারবার ফুটবলার হারিয়েও দলকে ভেঙে পড়তে দেননি। ডিন হুইসেন রিয়াল মাদ্রিদে গিয়েছেন, মিলোস কেরকেজ লিভারপুলে, আঁতোয়ান সেমেনিয়োকে তুলে নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। তারপরেও বোর্নমাউথের খেলার ধার এতটুকু কমেনি। এই জায়গাতেই চেলসির মালিকপক্ষ আগ্রহী। কারণ ব্লুকোর আমলে চেলসি কার্যত ফুটবলার কেনাবেচার স্টেশন হয়ে উঠেছে। প্রতি উইন্ডোতেই নতুন মুখ, নয়া নিরীক্ষা। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে দ্রুত দল গড়ে তোলার ক্ষমতা ইরাওলার বড় প্লাস পয়েন্ট। পুরো প্রক্রিয়া তলিয়ে দেখলে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। চেলসি সত্যিই শুধু নতুন কোচের সন্ধানী? নাকি নিজেদের ফুটবল-পরিচয়টাই খুঁজে পায়নি? আলোনসো হলে বল-কেন্দ্রিক আধুনিক ফুটবল আসবে। ইরাওলারা আগমনে হাই প্রেসিং আর আগ্রাসন। দু'জনের দর্শন আলাদা। যদিও চেলসির ইতিহাস বলছে, এখানে দর্শনের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। আর সেটা না এলে নামজাদা কোচের গদিও সুরক্ষিত নয়।

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রাথমিক স্কোয়াডে নেই এস্তেভাও!

রিও দি জেনেইরো, ১২ মেঃ ২০২৬ বিশ্বকাপে যেসব তরুণের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছিল, তিনি তাঁদের একজন। সাম্প্রতিক সময়ে হয়ে উঠেছিলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির অন্যতম ভরসাও। তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিলেন অনেক ব্রাজিল সমর্থক। সেই এস্তেভাও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন। গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ার পর আশা করা হচ্ছিল, এস্তেভাও হয়তো দ্রুত সেরে উঠে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেবেন। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, ব্রাজিল ও চেলসির চিকিৎসক দল টুর্নামেন্টের আগে এস্তেভাওয়ের শতভাগ ফিট হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। পাশাপাশি এস্তেভাও নিজেও নাকি বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। গত সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য প্রাক্তন ক্লাব পালমেইরাসে ফেরার পর এস্তেভাওকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বলেও জানিয়েছে সূত্রগুলো। সব মিলিয়ে চেলসির এই উইঙ্গারকে বাদ দিয়েই ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি বিশ্বকাপে ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। এস্তেভাওয়ের প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা করে নিতে না পারার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো'ও। ফিফার

নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় দলগুলোর ১১ মের মধ্যে ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দেওয়ার কথা ছিল। এ তালিকা প্রকাশ করা না হলেও চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল কেবল এ তালিকা থেকেই বেছে নিতে হয়। সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি যদি সত্য হলে এস্তেভাওয়ের ছিটকে পড়া ব্রাজিলের জন্য বড় ধাক্কা। ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ গত এক বছরে ‘সেলেসাও'দের হয়ে আলো ছড়িয়েছেন, মাঠের ডান প্রান্তে তাঁর গতি ও ধারালো আক্রমণ দলের বড় ভরসা হয়ে উঠেছিল। চোটে পড়ার আগে এস্তেভাওকে বিশ্বকাপ দলে প্রায় নিশ্চিত ধরে নেওয়া হচ্ছিল। আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের হয়ে ৭ ম্যাচে ৫ গোল করার পাশাপাশি ৫টি গোলও করিয়েছেন এস্তেভাও। ইতালিয়ান এই কোচের অধীনে ব্রাজিলের কোনো ফুটবলারের এটাই সর্বোচ্চ গোল ও অ্যাসিস্ট। পাশাপাশি তাঁর খেলায় চিরায়ত ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের সৌন্দর্যও আছে। তাই এস্তেভাওকে হারানোয় নিশ্চিতভাবে দুশ্চিন্তায় পড়বেন আনচেলত্তি। গুরুতর চোটের কারণে এর আগে ব্রাজিলের এদের মিলিতাও ও রদ্রিগো ছিটকে পড়েন বিশ্বকাপ থেকে। সে তালিকায় এবার যোগ হলো এস্তেভাওয়ের নাম। তবে ৩৪ বছর বয়সী নেইমার চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলার পথে এক ধাপ এগিয়েছেন। সূত্রের দাবি, ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে ফরোয়ার্ড হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই তারকা। ৭৯ গোল করা নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর আর ব্রাজিলের জার্সিতে খেলতে পারেননি।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দলে কেন নেই পাওলো দিবালা

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১২ মেঃ পাওলো দিবালা আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। ফাইনালে টাইব্রেকারে গোলও করেছিলেন। বিশ্বকাপে মাঠে দিবালার জন্য বলার মতো মুহূর্ত ছিল সেই একটিই। কারণ, ২০২২ বিশ্বকাপে দিবালা সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন মাত্র ১৭ মিনিট। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলেছেন ১৬ মিনিট এবং ফাইনালে মাত্র এক মিনিট। এরপরও বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য বলে কথা! এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে! কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপে সেই সুযোগটুকুও মিলছে না দিবালার। আর্জেন্টিনার ঘোষিত ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক দলেই যে জায়গা হয়নি এ ফরোয়ার্ডের। দিবালার বাদ পড়াটা ভক্তদের জন্য হতাশাজনক হলেও একেবারে বিস্মিত হওয়ার মতোও ঘটনা নয়। ৩২ বছর বয়সী প্রাক্তন এই জুভেন্তাস তারকার প্রতিভা নিয়ে কখনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলে ধারাবাহিকভাবে ফিটনেস ধরে রাখতে না পারা আর নির্দিষ্ট ভূমিকায় মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টাই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। এবারও একই কারণে তাঁকে ছাড়াই প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। পেশির চোটজনিত সমস্যায় এক বছরের বেশি সময় ধরে দিবালাকে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে ডাকেননি স্কালোনি। আর্জেন্টিনার হয়ে দিবালা সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে। সম্প্রতি চোট কাটিয়ে

এএস রোমায় ফিরে পুরো ৯০ মিনিট খেলতে দেখা গেছে দিবালাকে। যদিও তা স্কালোনির মন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এর আগে ২০২৪ কোপা আমেরিকা দলেও জায়গা করে নিতে পারেননি দিবালা। ফলে বিশ্বকাপে দিবালার ছিটকে যাওয়াটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। ক্লাব ফুটবলে অনিয়মিত হয়ে পড়াও দিবালার জাতীয় দলে জায়গা না পাওয়ার আরেকটি বড় কারণ। চলতি মরসুমে চোটের কারণে একের পর এক ম্যাচে স্কোয়াডের বাইরে ছিলেন। রোমার হয়ে পুরো মরসুমে এখন পর্যন্ত মাত্র ৬টি ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ হয়েছে তাঁর। এর মধ্যে ৫টি ম্যাচ ছিল লিগে এবং ১টি ইউরোপা লিগে। মূলত যে সময়টাতে স্কালোনি তাঁর প্রাথমিক দল নির্বাচনের কাজ করেছেন, সেই সময়টাতেই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে দিবালাকে। এ বিষয়টিও তাঁর বিশ্বকাপ দল থেকে ছিটকে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। এরপরও অনেক সময় প্রয়োজনে হাফ ফিট খেলোয়াড়কেও দলে সুযোগ দিয়ে থাকেন কোচ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লামিনে ইয়ামালের কথা। যাঁকে খেলানোর জন্য নিজের কৌশল পর্যন্ত বদলানোর চিন্তা করছেন স্পেনের কোচ দে লা ফুয়েন্তে। আর্জেন্টিনায় দিবালাকে নিয়ে সেই চাপ নেই স্কালোনির। আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে এখন প্রচুর বিকল্প আছে। ফলে দিবালাকে বাদ দিয়ে এখন তরুণ ও গতিময় খেলোয়াড়দের দিকে বেশি ঝুঁকছেন আর্জেন্টাইন কোচ। স্কালোনি মূলত গতিময় প্রেসিং, দ্রুত আক্রমণে যাওয়ার পাশপাশি ডিফেন্সিভ ওয়ার্করেটকে বেশি গুরুত্ব দেন। দিবালা খেলোয়াড় হিসেবে সৃষ্টিশীল হলেও অফ-দ্য-বলে তাঁর তীব্রতা কম এবং ধারাবাহিকভাবে প্রেসিংয়েও ঠিক স্বচ্ছন্দ নন। এটিও স্কালোনির কাছে তাঁর গুরুত্ব হারানোর অন্যতম কারণ। শেষ কারণ হিসেবে বলা যায়, নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব। লিওনেল মেসি যুগ শেষ হওয়ার পথে। এখন নতুন একটি প্রজন্মের আবির্ভাব দেখছে আর্জেন্টিনার ফুটবল। এ সময়ে পরীক্ষিত অভিজ্ঞদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তরুণদের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে আর্জেন্টিনা দল। তবে কারণ যা-ই হোক, দিবালা-ভক্তদের জন্য বিষয়টা একটু হতাশারই। তুমুল প্রতিভা নিয়ে এসেও আর্জেন্টিনার ফুটবলে সেভাবে কখনো থিতু হতে পারেননি দিবালা। ২০১৫ সালে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত মাত্র ৪০ ম্যাচ খেলে ৪টি গোল করেছেন। কে জানে, এই সংখ্যা হয়তো শেষ পর্যন্ত ৪০-এই থেমে যাবে।

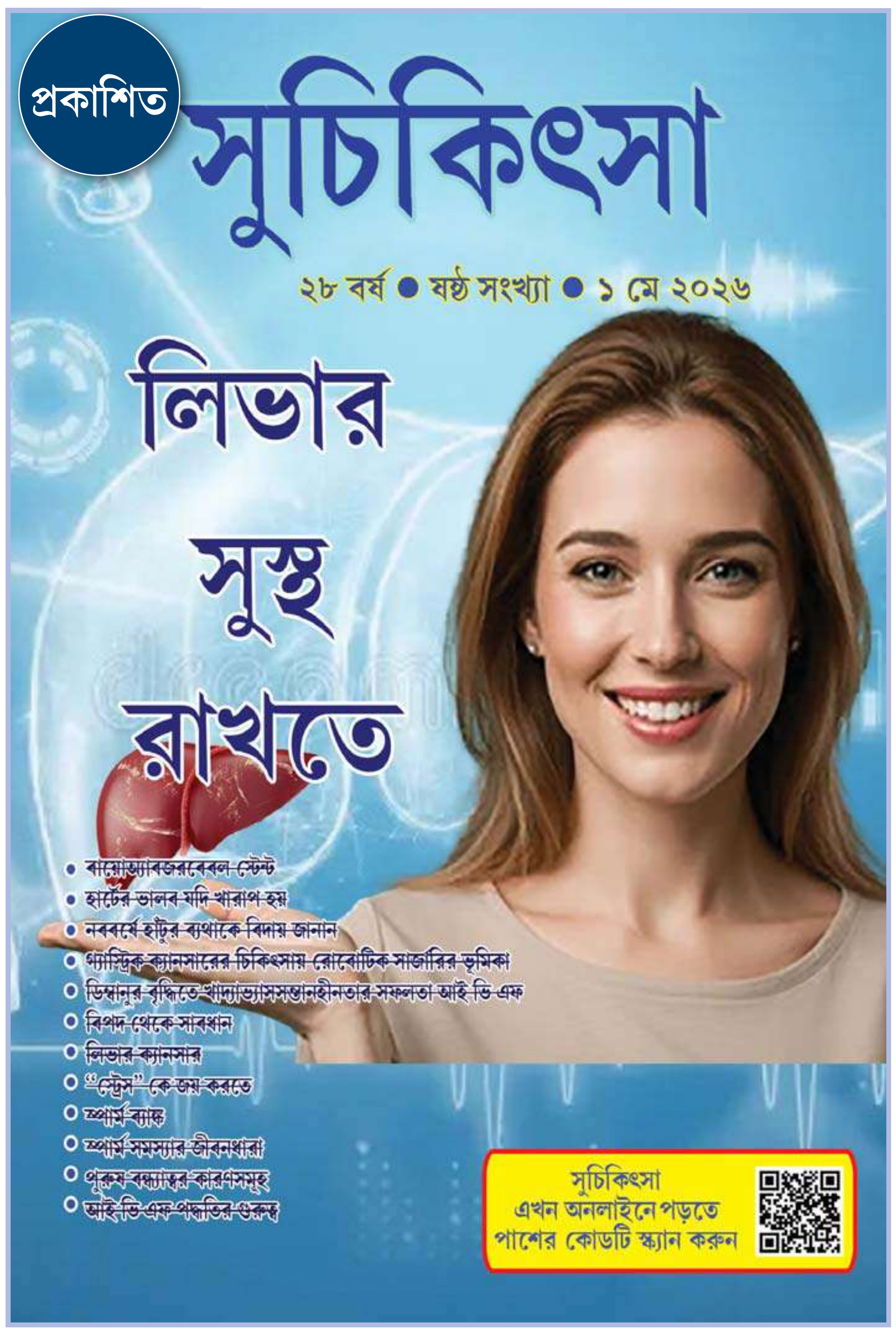

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com